চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 212 Friday, 2 July, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২১২ সংখ্যা ❋ ১৬ আষাঢ়, ১৪৩০, রবিবার, ২ জুলাই, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

'যারা মারপিট করে, দাঙ্গা করে তাদের পাশে আমি কোনদিন ছিলাম না, থাকবও না।' রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন এসে এমনটাই বললেন মিমি চক্রবর্তী। ...বিস্তারিত পাতা ৩

শনিবার নবদ্বীপে প্রচারে এসে রুদ্রনীল ঘোষকে তৃণমূল কংগ্রেস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একের পর এক আক্রমণ করতে দেখা গেল। ...বিস্তারিত পাতা ৫

মধ্য অসমের মরিগাঁও জেলার অন্তর্গত জাগিরোড থানাধীন নেলি পুলিশ ফাঁড়িতে কর্তব্যরত জনৈক কনস্টেবল আত্মহত্যা করেছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ব্যর্থতা শব্দটাই যেন তাঁর অভিধানে নেই। দেশের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া ফের একবার দেশের মাথা উঁচু করেছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুলাইঃ একে তো এক দফায় ভোট। তার উপর এখনও পর্যন্ত ৩৩৭ কোম্পানি বাহিনীতেই গ্রিন সিগন্যাল মিলেছে। এই সংখ্যক বাহিনী রাজ্যের সব বুথে মোতায়েন করা যাবে কি না, তা নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন উঠছিল। কিন্তু সেসব প্রশ্নের মধ্যেই এবার বাহিনী নিয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। ৩১৫ কোম্পানি সিএপিএফ বাহিনী কোথায় কী দায়িত্বে থাকবে, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কমিশন। আর এখনও পর্যন্ত যা সিদ্ধান্ত, তাতে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে কি না, সেই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। কোন কোন দায়িত্বে থাকছে সিএপিএফ বাহিনী? এখনও পর্যন্ত ৩১৫

কমিশনের বিজ্ঞপ্তি ঘিরেও ধোঁয়াশা

কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত, তাঁদের মোতায়েন করা হয়ে মূলত এরিয়া ডমিনেশনে, নাকা চেকিংয়ে। সাধারণ মানুষের অর্থাৎ ভোটারদের আস্থা তৈরিতে, রাজ্য

ও আন্তর্জাতিক সীমানার চেক পয়েন্টে এবং পেট্রোলিংয়ের কাজে তাঁদের ব্যবহার করা হবে। বিশেষ করে যে সব এলাকায় অশান্তির অভিযোগ উঠেছে, সেই সব এলাকায় রুট মার্চ ও পেট্রোলিংয়ের কাজ আরও বেশি করে করবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। গোটা জেলায় মোবাইল ফোর্স বা ভ্রাম্যমান বাহিনী হিসেবে কাজ করবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। যদিও কমিশন সূত্রে খবর, এটি সিদ্ধান্ত পুরোটাই কেবল আপাত একটি বিষয়। এটি ভোটের দিনের জন্য নয়। উল্লেখ্য, রাজ্য নির্বাচন কমিশন থেকে প্রথমে ২২ কোম্পানি বাহিনী চাওয়া হয়েছিল। সেই বাহিনী আগেই মোতায়েন হয়ে গিয়েছে। এবার ৩১৫ কোম্পানি বাহিনীও কোথায় কী মোতায়েন হবে, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে ফেলল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। তবে হাইকোর্টের নির্দেশের পর কমিশন ২২ কোম্পানির পর আরও ৮০০ কোম্পানি বাহিনী চেয়েছিল। সেক্ষেত্রে ৩১৫ কোম্পানি বাহিনীই এখনও পর্যন্ত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত বাংলার পঞ্চায়েত ভোটের জন্য ৩৩৭ কোম্পানি বাহিনী থাকছে। বাকি ৪৮৫ কোম্পানি বাহিনী নিয়ে কী হবে, সেই বিষয়টি নিয়ে এখনও জটিলতা রয়েই গিয়েছে। কমিশন যদি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার না করে তা হলে তা আদালতের নির্দেশের অবমাননা হবে বলেই দাবি করেছেন বিরোধী দলের নেতারা। এ দিন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকেও প্রশ্ন করা হয়, যা বাহিনী এসেছে তাতে সব জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া সম্ভব কি না? জবাবে নির্বাচন কমিশনার বলেন, ''যেসব এলাকা স্পর্শকাতর আমরা সেখানেই জোর দিতে বলেছি।''

অভিযোগ পেতেই সব সূচি বাতিল করে কোচবিহারে বোস

গ্রাউন্ড সিচুয়েশন বুঝে নিলেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১ জুলাইঃ সারা রাজ্য জুড়ে এখন একটাই কথা... সন্ত্রাসের অপর নাম কোচবিহার। পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার দিন থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে কোচবিহার। কখনো শাষক কখনো বিরোধীরা বলি হতে হয়েছে রাজনৈতিক কর্মী সমর্থকদের। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে ওঠে যে পুলিশ প্রশাসনের উপর থেকে আস্থা হারাতে শুরু করে মূলত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। এমত অবস্থায় বেঁচে থাকার লড়াইয়ে শান্তির উদ্দেশ্যে রাজ্যপালকে কাছে পেয়ে এক রাশ ক্ষোভ উগড়ে দিলেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকেরা। ইতিমধ্যে মোবাইল রাজভবন নিয়ে শুক্রবার রাতেই কোচবিহারে পৌঁছেছেন রাজ্যের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। শনিবার সকাল হতেই রাজ্যপাল আসার খবর শুনে কোচবিহার সার্কিট হাউজের বাইরে জমা হন বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রার্থী এবং ঘর ছাড়া প্রচুর মানুষ। তাদের কাতর প্রার্থনা আমরা রাজ্যপালের সাথে কথা বলবো এবং জানাবো যন্ত্রণার কথা। শনিবার সকাল ন'টা নাগাদ রাজ্যপালের সাথে দেখা করতে আসেন কোচবিহার জেলা বিজেপির সব বিধায়কেরা। এরপর সাড়ে নটা নাগাদ রাজ্য পালের সাথে দেখা করতে আসেন দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাৎ করার পর তিনি বলেন, ''তৃণমূল দুষ্কৃতীদের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হচ্ছে বিরোধীরা ফলে তৈরি হচ্ছে নৈরাজ্য। পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুষ্কৃতীরা আজ তৈরি করেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আর সে কারণেই বিরোধীদের বারবার চরম সন্ত্রাসের মুখে পড়তে হচ্ছে এই সমস্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা হল রাজ্যপালের সাথে।'' পাশাপাশি তিনি বলেন, ''পুলিশ যদি সঠিক ভূমিকা পালন করে তাহলে উত্তরবঙ্গ জুড়ে সন্ত্রাস বন্ধ হবে।'' বিজেপি বিধায়করা দেখা করার পরেই ধীরে ধীরে কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিরোধী প্রার্থী ও রাজনৈতিক কর্মীদের সাথে কথা বলেন রাজ্যের রাজ্যপাল। কোচবিহার ১ নং ব্লকের হাড়িভাঙ্গা অঞ্চলের সিপিআইএম প্রার্থীরা রাজ্যপালের কাছে কাঁপতে কাঁপতে কাতর আবেদন জানান তারা বাড়িতে থাকতে পারছেন না ছোট শিশু ও পরিবার নিয়ে গতরাতে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে তারা কোনো রকমে প্রাণভয়ে কোচবিহারে এসে রাজ্যপালের সাথে দেখা করার জন্য রয়েছেন। এই ঘটনার পরেই রাজ্যপাল নির্দেশ দেন দু'ঘণ্টার মধ্যেই অ্যাকশন নিতে হবে। এরপর রাজ্যপাল রওনা দেন দিনহাটার উদ্দেশ্যে। প্রথমে তিনি বুড়িরহাট এলাকায় মৃত বিজেপি কর্মী প্রশান্ত বসুনিয়ার বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে পরিবারের সাথে কথা বলেন। এরপর রাজ্যপাল পৌঁছে যান দিনহাটার ২ ব্লকের কিশামত দশগ্রামের টিয়াদহ এলাকায় যেখানে গত ১৮ তারিখ পাট ক্ষেতের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল বিজেপি প্রার্থী বিশাখা দাসের দেওর শম্ভু দাসের নিথর দেহ। কথা বলেন পরিবার-পরিজনের সাথে এবং সেখানে শম্ভু দাসের ছবিতেও মাল্যদান করেন তিনি। দিনহাটায় সন্ত্রাস কবলিত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন শেষে কোচবিহার সার্কিট হাউজে সাংবাদিক বৈঠক করেন। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশ। রবি ঠাকুর বলেছিলেন -বাংলা- যেখানে মন ভয়হীন এবং মাথা উঁচু করে রাখা যায়। কিন্তু সন্ত্রাস কবলিত এলাকা পরিদর্শন করার পর আমি দেখতে পেলাম সেখানে মানুষের মনের মধ্যে বিপুল পরিমাণ ভয় রয়েছে এবং ভয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচার কোন জায়গায় নেই। যা আমরা কখনোই এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আশা করি না। সন্ত্রাস কবলিত এলাকাগুলিতে পরিদর্শন করার পর আমি মর্মাহত এবং মানুষের মধ্যে ভয় কাজ করছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণতন্ত্রের নির্বাচনের সময় মানুষকে সুরক্ষা প্রদান করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।'' তিনি আরো বলেন, ''নির্বাচন কমিশনার একজন পারদর্শী অফিসার।'' তবে তার পারদর্শিতা এক্ষেত্রেও দেখাবেন বলে আশা করি খুব দ্রুত। তিনি বলেন, ''মানুষ সমাধান চায় অজুহাত নয়।'' তিনি আরও বলেন, ''আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী, সেন্ট্রাল ফোর্স কোচবিহারে আনতে হবে। মূলত সেই সমস্ত জায়গায় যেখানে সন্ত্রাস হচ্ছে।'' রাজ্যপাল আরও বলেন, ''সকাল বেলা আমার কাছে একজন মহিলা আসেন যিনি প্রার্থী। বাড়িতে থাকতে পারছেন না। আমি তৎক্ষণাৎ পুলিশকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলি এবং আমি খবর পেয়েছি পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সুস্থ নির্বাচন করতে গেলে এই ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি।'' যদিও রাজ্যপালের এই সফর সূচিকেই কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, ''রাজ্যপাল এসেছেন বিজেপির হয়ে প্রচার করতে। যেই যেই বাড়িতে তিনি গেছেন যদি খোঁজ নিয়ে যেতেন তাহলে একজন ভদ্রলোক হয়ে সেই বাড়িতে যেতেন না তিনি।'' তিনি আরও বলেন, ''রাজ্যপাল কেন গেলেন না জারিধরলা যেখানে বাবু হক মৃত ও ৬ জন আহত।''

৬০ হাজার রাজ্য পুলিশ ভোটের দায়িত্বে? কেন্দ্রীয় বাহিনী-তরজায় নয়া সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুলাইঃ পঞ্চায়েত ভোট যত এগিয়ে আসছে, বাহিনী-তরজা যেন আরও প্রকট হচ্ছে। রাজ্যের প্রায় ৬৫ হাজার বাহিনী পঞ্চায়েত ভোটে ব্যবহার করা যেতে পারে। শনিবার মুখ্যসচিবের সঙ্গে কমিশনের বৈঠকে রাজ্যের তরফে একথা জানানো হয়। রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে কলকাতা পুলিশের ২০ হাজার ফোর্সের মধ্যে ১৫ হাজার বাহিনী দেওয়া যেতে পারে বলে জানিয়েছে রাজ্য। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ১১৩৭ কোম্পানি বাহিনী থাকতে পারে পঞ্চায়েত ভোটে বলে সূত্রের খবর। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোটের জন্য ৩৩৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ইতিমধ্যে রাজ্যে এসেছে। শনিবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে মুখ্যসচিবের বৈঠকের পর জানানো হয়, রাজ্যের বিভিন্ন থানায় যে পুলিশ রয়েছে, নির্দিষ্ট ডিউটি বাদ

দিয়ে আরও ৬০ হাজার রাজ্য পুলিশকে ভোটের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। একইসঙ্গে কলকাতার যে পুলিশবাহিনী রয়েছে, প্রায় ১৫ হাজার পর্যন্ত মোতায়েন করা সম্ভব। তবে কলকাতার পুলিশ কতটা দেওয়া সম্ভব তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই নিয়ে এদিন ফের সন্ধ্যায় এডিজি (আইনশৃঙ্খলা)-র সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। প্রথমে ২২ কোম্পানি ও পরে ৮০০ কোম্পানি বাহিনী দিয়ে ভোটের কথা বলা হচ্ছিল। তবে একসঙ্গে একইদিনে ৮০০ কোম্পানি বাহিনী দেওয়া কেন্দ্রের তরফে আদৌ সম্ভব কি না তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এই আবহে ৩৩৭ কোম্পানি বাহিনীর সঙ্গে রাজ্য পুলিশ মিলিয়ে প্রায় ১১০০র বেশি ফোর্স, সশস্ত্র বাহিনী থাকার সম্ভাবনা পঞ্চায়েত ভোটে। পঞ্চায়েত ভোটে ভিন রাজ্যের পুলিশ কর্মীরা কাজ করবেন। ইতিমধ্যেই বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে পুলিশ আসতে শুরু করেছে।

চোখে দেখে ভোট দিন, কানে শুনে নয় অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১ জুলাইঃ একুশের ভোটে তৃণমূলের পাশে থাকেনি আলিপুরদুয়ার। জেলার পাঁচটি বিধানসভাতেই গেরুয়া ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়েছিল জোড়া ফুলের প্রার্থীরা। পঞ্চায়েত ভোটের সাত দিন আগে সেই আলিপুরদুয়ারের মাটিতে দাঁড়িয়ে হারের সেই গভীর ক্ষতটাকেই মোক্ষম দাওয়াই হিসেবে ব্যবহার করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সর্বভারতীয়) অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ডহারবারের সাংসদের অভিযোগ, একুশের ভোটে বঙ্গ দখলের স্বপ্ন পূরণ না হওয়ায় বাংলায় ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে মোদি সরকার। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ারে ভোটে হারার পরও এলাকার প্রত্যেকটা মা, বোনেদের হাতে লক্ষীরভাণ্ডারে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেকথা মনে করিয়ে জনতার প্রতি অভিষেকের অনুরোধ, ''তাই বলছি, চোখে দেখে ভোট দিন। কানে শুনে নয়।''

আলিপুরদুয়ারের ৬ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষের জীবিকা ১০০ দিনের কাজের ওপর নির্ভরশীল। সেকথা মনে করিয়ে অভিষেকের দাবি, বিজেপি গরিবের কথা ভাবে না। ভাবলে গত ন'বছর ধরে এভাবে পেট্রল, ডিজেল থেকে জীবনদায়ী ওষুধ সবেরই দাম লাগাতার ভাবে বাড়িয়ে যেত না। উন্নয়নের প্রশ্নে মোদি সরকারের রিপোর্ট কার্ডও সামনে আনার দাবি জানান তিনি। এরপরই দলনেত্রীর সুরে অভিষেককে ছড়া কেটে বলতে শোনা যায়, ''যদি চান আচ্ছে দিন, পদ্মের পাপড়ি ঝরিয়ে দিন!'' ১০০ দিনের কাজ সহ বিভিন্ন প্রকল্পে বাংলার প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। সেই প্রসঙ্গ টেনে জনতার উদ্দেশে অভিষেক বলেন, ''দু'বছর অপেক্ষা করেছি। ভদ্রভাবে অনুরোধ করেও লাভ হয়নি। এবার সামনে দুটো রাস্তা খোলা। এক মোদির পায়ে ভিক্ষে চাওয়া। দুই দিল্লি গিয়ে প্রাপ্য হকের টাকা ছিনিয়ে আনা। আপনারা যেটা বলবেন, সেটাই হবে। মানুষ বললে, আমরা বাংলার জন্য ভিক্ষা চাইতেও প্রস্তুত।'' এরপরই জনাদেশকে সঙ্গে নিয়ে অভিষেক জানান, ভোট মিটলেই বাংলার ১০ লাখ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি অভিযান হবে। যা দেখে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, একেবারে দক্ষ রাজনীতিকের স্টাইলে জনতার সামনে গেরুয়া ফানুস ফাঁস করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তৃণমূলের যুবরাজ। উদ্দেশ্য একটাই, এবারের পঞ্চায়েত ভোটে আলিপুরদুয়ারের সবুজ মাটিতে ঘাসফুল ফোটানো। আর সেকারণেই মঞ্চ থেকে নামার সময় আত্মবিশ্বাসী অভিষেক জনতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যদি কেউ প্রধান হওয়ার পরও কাজ না করেন তাহলে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে।

একশোবার ডাকলে একশোবার যাব, যারা চোর তারা পালাবে। সায়নী ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুলাইঃ শুক্রবার সকালে সিজিও কমপ্লেক্সে ঢোকার সময়েও বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল তাঁকে। প্রায় ১১ ঘণ্টার ইডি জেরা সামলে রাতে সিজিও থেকে বেরোনোর সময়েও মুখে মেলায়নি হাসি। সাফ বলেছিলেন, আবার ডাকবে ইডি। আসবেন তিনি। তদন্তেও পুরোদমে সাহায্য করছেন। শনিবার সকালেও ফের একবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সে কথাই বললেন তৃণমূলের যুবনেত্রী সায়নী ঘোষ। তবে ইডি তাঁর থেকে ঠিক কী কী জানতে চেয়েছে তা জানতে চাওয়া হলে এড়িয়ে যান। বলেন, ''তদন্ত চলছে। সত্যি ঠিক বেরিয়ে আসবে।'' একইসঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে নাম জড়িয়ে যাওয়ার পরও দল যে তাঁর সঙ্গে এখনও আছে তা আরও একবার মনে করিয়ে দেন। শোনা গেল লড়াইয়ের কথা। সাফ বললেন, ''আমি নিজের লড়াইটা নিজে করতে জানি।'' বললেন, ''আমাকে ৫ তারিখ, ২৫ তারিখ, যেদিনই ডাকুক যাব। একশোবার ডাকলে একশোবার যাব। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তদন্ত। এটার সঙ্গে লাখ লাখ ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ জড়িত। আমাকে যদি তদন্তের স্বার্থে যেতে হয় তাহলে আমি সহযোগিতা করব। আমাকে ৫ তারিখে ডেকেছে। যদি আরও ৫ বার ডাকে তাহলে আরও ৫ বার যাব।'' তাঁর সাফ কথা, ''যারা চোর, লুকিয়ে আছে তারা পালাবে। আমি কেন পালিয়ে যাব?'' এদিন সায়নীর মুখে শোনা যায় ভোট প্রচারের কথা। তবে শনিবার দলের 'প্রচারক'দের যে তালিকা সামনে এসেছে, সেখানে ১৬ জন দলীয় মুখের মাঝে নাম নেই সায়নীর। শুক্রবারও প্রচারক হিসাবে নাম ছিল না তাঁর। অথচ শনিবার সায়নী ঘোষ সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ''আমি যুব সভানেত্রী। আমি প্রচারে যাব না? আমি শিডিউলটা করছি। প্রচার মানে তো অনেকটা দূরত্বেরও ব্যাপার আছে। এটা তো আর কলকাতার ভোট না। সবটাই দেখা যাচ্ছে। তবে অবশ্যই প্রচারে যেতেই হবে। আমি এক দু'দিনের মধ্যেই প্রচারে যাব। অনেকগুলো কর্মসূচি আছে। প্রচুর মানুষ আসেন একটা রোড শোয়ে। ফলে আয়োজন করতে সময় লাগে। সবাই ফোন করছে, ডাকছে সারাক্ষণ। আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চেষ্টা করছি।'' প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে আগেই গ্রেফতার হওয়া কুন্তল ঘোষের মুখে শোনা গিয়েছে সায়নীর নাম। তাঁর সঙ্গে সায়নীর আর্থিক লেনদেন নিয়েও শোনা গিয়েছে নানা জল্পনা। সূত্রের খবর, বর্তমানে সায়নী-কুন্তলের একাধিক চ্যাটকে হাতিয়ার করেই এগোতে চাইছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি সায়নীর থেকে তাঁর ব্যাঙ্ক, আয়কর, সম্পত্তি সহ একাধিক তথ্য চেয়েছে ইডি। কিছু তথ্য ইতিমধ্যেই ইডিকে দিয়েছেন সায়নী। শুক্রবার ইডি দফতর থেকে বেরিয়ে নিজেই বলেছিলেন সে কথা।

পঞ্চায়েতে তেমন অশান্তি হয়নি, তবু এক্তিয়ার ভাঙছেন রাজ্যপাল, বললেন স্পিকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুলাইঃ দুয়ারে পঞ্চায়েত ভোট। বিরোধীরা যে সংখ্যক মনোনয়ন জমা দিয়েছে এবং যেভাবে প্রচার করছে তাতে বিশেষ কোনও অশান্তির খবর নেই। তবু এক্তিযার ভাঙছেন রাজ্যপাল। এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, ''উনি যেটা করছেন, সেটা আসলে অতি সক্রিয়তা।'' ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ১৪২ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে এদিন বিধানসভায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় পঞ্চায়েত ভোট ইস্যুতে রাজ্যপালের ভূমিকা সম্পর্কে নিজস্ব পর্যবেক্ষণ সামনে আনেন বিধানসভার অধ্যক্ষ। স্পিকারের কথায়, ''আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ রাজ্যের এক্তিয়ার। রাজ্যপাল কেন এখানে ঢুকছেন বুঝতে পারছি না। সংবিধানের মধ্যে থেকে কাজ করলেই ভাল করতেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো উনি সংবিধানের বাইরে যাচ্ছেন। নিজে একটা কমপ্লেন বুক রেখে দিয়েছেন। এর কী মানে বুঝতে পারছি না। এর আগে কোনও রাজ্যে এমনটা দেখিনি।'' বস্তুত, ভোটকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সামনে আসছে হিংসার ঘটনা। একদিকে আদালতের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে ভোটের প্রস্তুতি। অন্যদিকে শাসকের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা লাগামছাড়া সন্ত্রাসের অভিযোগ। নতুন করে রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা বাড়ছে কোচবিহারের বেশকিছু এলাকায়। শুক্রবারই সেখানে পৌঁছেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আজ গিয়েছেন হিংসাদীর্ণ দিনহাটায়। সেখানে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক-সহ বিজেপি নেতারা। সেই প্রসঙ্গেই এদিন কড়া প্রতিক্রিয়া সামনে আনেন অধ্যক্ষ। বিমানবাবুর কথায়, ''রাজ্যপালের এটা না করাই বাঞ্ছনীয় ছিল। অনেক রাজ্যপালকে দেখেছি। অনেক নির্বাচন দেখেছি। কীভাবে বিরোধীদের ওপর অত্যাচার করা হত। তখন মিডিয়ার এত প্রচার ছিল না। মানুষ জানতোও না। কিন্তু এটা তো অতি সক্রিয়তা। এটা না করলেই পারতেন।'' কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে পঞ্চায়েত ভোট হলেও ফলাফলের বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না বলে মনে করেন অধ্যক্ষ। তাঁর কথায়, ''কেন্দ্রীয় বাহিনী কোনও ফ্যাক্টর নয়। কয়েকটা লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে, রুটমার্চ করল তাতে মানুষের বিরাট কিছু পরিবর্তন হবে না। মানুষ আগে থেকেই সব ঠিক করে রেখেছে। তা ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে, মানুষ নিশ্চয়ই সেটা মনে রাখবেন।'' পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে রাজ্যে সেই অর্থে বিশেষ কোনও রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা নেই বলে দাবি করে স্পিকারের মতে, বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় ঘটনা ঘটছে। শুধু যে সরকার পক্ষ (শাসকদল) ঝামেলা করছে তা নয়, যারা বিরোধী দলে রয়েছে তাদেরও অনেক প্ররোচনা রয়েছে। আজকাল মিডিয়াকে দেখানোর জন্য অনেক কিছু হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে দেখবেন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে। বিরোধীরা যে সংখ্যক মনোনয়ন জমা দিয়েছে, প্রচার হচ্ছে তাতে বাধা পাচ্ছে বলে তো মনে হয় না। একাধিক দফায় নির্বাচন সম্পন্ন করার যে দাবি উঠেছে সেই প্রসঙ্গে স্পিকারের মতে, ''বিষয়টি কমিশনের। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলব, সবাই ভোটের জন্য প্রস্তুত। এই মুহূর্তে ফের মেয়াদ বাড়ালে তাতে অনেক ক্ষতি হবে।''

কোর্ট চত্বরে কলতলার ঝগড়া, শোভন-রত্নার ঝামেলা দাঁড়িয়ে দেখলেন বৈশাখী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুলাইঃ বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে শোভন চট্টোপাধ্যায় ও রত্না চট্টোপাধ্যায়ের। শনিবার তার শুনানি ছিল আলিপুর আদালতে। সেখানে একদিকে যেমন হাজির ছিলেন রত্না, অন্যদিকে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে হাজির হন শোভনও। শুনানি চলছিল। মাঝে চা বিরতিতে এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি উদ্ভূত হয় কোর্ট চত্বরে। রত্না, শোভন, বৈশাখী তিনজনই তখন বাইরে। আচমকাই তুমুল বিতণ্ডা সেখানে। অভিযোগ, ওদিকে রত্না চিৎকার করে চলেছেন। এদিকে ছাড়ার পাত্র নন শোভনও। ব্যক্তিগত কুসাকে সামনে রেখেই কোর্ট চত্বরে দু'জনের ঝামেলা লাগে বলে অভিযোগ। প্রায় ১০ মিনিটের বেশি সময় এই পরিস্থিতি ছিল বলে অভিযোগ। এরপরই সেখানে হাজির হয়

পুলিশ। কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বেহালা পূর্বের বিধায়ক তথা কলকাতার পুরনিগমের কাউন্সিলর রত্না চট্টোপাধ্যায়। বহুদিন ধরেই তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে। এর আগেও শুনানি হয়েছে। তবে প্রথম থেকেই রত্না সন্তানদের স্বার্থে এই বিয়ে থেকে বেরিয়ে আসতে নারাজ। এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে যখন মামলার শুনানি ছিল, রত্না বলেছিলেন, এই মামলা চলবে। আবার শোভনকে বলতে শোনা গিয়েছিল, এটা এটা ডেড ম্যারেজ কেস। এর আগে একাধিকবার রত্না-শোভনের তরজা সংবাদমাধ্যমের সামনে এসেছে। দু'জনই দু'জনের চারিত্রিক শিথিলতার অভিযোগ তুলছেন, এ ছবিও দেখা গিয়েছে। সম্পত্তি থেকে সম্পর্ক, নানা সময় এ নিয়ে নানা কথা বলেছেন তাঁরা। এর আগে শুনানির সময়ও আদালতে রত্নার লোকজন ঢুকে শোভনদের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। তবে এমনভাবে তাঁদের ভরা হাটে ঝগড়া এর আগে দেখা যায়নি। যদিও এ নিয়ে রত্না বা শোভনের কোনও বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। তবে বৈশাখী জানিয়েছেন, চায়ের বিরতি চলাকালীন রত্না শোভনকে দেখে অনেকক্ষণ ধরেই খারাপ মন্তব্য করছিলেন। এরপরই পাল্টা জবাব দেন শোভন।

মূল্যবৃদ্ধি রোধে পদক্ষেপ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুলাইঃ বাজারে সবজির দাম হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্যবৃদ্ধির ওপর রাশ টানতে তাঁর নির্দেশে আজ টাস্ক ফোর্সের বৈঠক ডেকেছিলেন মুখ্যসচিব এইচকে দ্বিবেদী। নবান্নে এই বৈঠকে এদিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সবজির দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখতে হবে। তাই দুটি বড় পদক্ষেপ নেওয়া হল। প্রথমত, কলকাতা শহর ও সংলগ্ন এলাকায় সুফল বাংলা স্টলের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। সোমবার থেকে এই সব স্টলে বাজার দরের তুলনায় ১৫ শতাংশ কম দামে আলু, ডিম থেকে সবজি বিক্রি করা হবে। যে সব এলাকায় এখনই স্টল করা যাবে না, সেখানে সকাল বিকেল সুফল বাংলার গাড়ি এসে দাঁড়াবে। পছন্দ মত সবজি কিনে নিতে পারবেন সাধারণ মানুষ। সোমবার থেকেই পুরসভার বাজারগুলি সহ সমস্ত বড় বড় বাজারে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা যাবেন। তাঁরা দেখবেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা আলু, পেঁয়াজ, ডিম মজুত করছেন কিনা। পাইকারী দরের সঙ্গে খুচরো বাজারের দামের অস্বাভাবিক তফা হচ্ছে কিনা। প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পাইকারী ও খুচরো দামের মধ্যে ২ থেকে ৩ টাকার বেশি তফাৎ রাখা যাবে না।

মহারাষ্ট্রে বিয়েবাড়ি ফেরত বাসে আগুনে ঝলসে মৃত ২৫ শোকস্তব্ধ মোদী ও শাহের, আর্থিক সাহায্য ঘোষণা

মুম্বই, ১ জুলাই ঃ মহারাষ্ট্রের বুলধানা জেলায় সমৃদ্ধি মহামার্গ এক্সপ্রেসওয়েতে (মুম্বই-নাগপুর এক্সপ্রেসওযে) বিয়েবাড়ি ফেরত বাসে ভয়াবহ আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে ২৫ যাত্রীর। এই ঘটনায় কমপক্ষে ৮ জন আহত হয়েছেন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মৃতদের মধ্যে ৩টি শিশু রয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রের নাগপুর থেকে পুণে যাচ্ছিল বাসটি। বাসটিতে প্রায ৩২ জন যাত্রী ছিলেন। শনিবার ভোররাত ১.৩০ মিনিট নাগাদ বাসটিতে হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়। ডেপুটি পুলিশ সুপার বাবুরাম মহামুনি বলেছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতে কমপক্ষে ৩২ জন যাত্রী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাসটি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে। বুলধানার এসপি সুনীল কাদাসানে বলেছেন, টায়ার ফেটে যাওয়ার কারণে বাসটি উল্টে যায়, তারপরই আগুন ধরে যায়।পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার গভীর রাতে বাসটি বিয়েরাড়ির যাত্রীদের নিয়ে ফিরছিল। তখনই বাসটিতে আগুন লেগে যায়। বাসের ডিজেল ট্যাঙ্ক ফেটে যাওয়ার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান। দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে বুলধানা পুলিশের ডেপুটি এসপি বাবুরাও মহামুনি বলেন, বাস থেকে কমপক্ষে ২৫টি মৃতদেহ বার করা হয়েছে। বাসটিতে ৩২ জন যাত্রী ছিলেন। অনেকে আহত হয়েছেন। আহতদের বুলধানার একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।''ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফা়নবিশ প্রমুখ। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী গিরিশ মহাজন বলেছেন, বাসের চালক ও কন্ডাক্টরকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেছেন, প্রয়োজন হলে ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে দেহগুলি শনাক্ত করা হবে।

তিস্তার জামিনের আর্জি খারিজ গুজরাট হাইকোর্টে, অবিলম্বে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

আহমেদাবাদ, ১ জুলাই ঃবিশিষ্ট সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদের জামিনের আবেদন শনিবার খারিজ করে দিল গুজরাট হাই কোর্ট। জামিন-আর্জি খারিজ করে দিয়ে অবিলম্বে তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। ২০০২ সালে গুজরাট হিংসায় তথ্যপ্রমাণ বিকৃত করার অভিযোগ উঠেছে তিস্তার বিরুদ্ধে। সেই মামলায় তিস্তার জামিনের আর্জি খারিজ করে দিল গুজরাটের উচ্চ আদালত।২০০২ সালে গোধরা পরবর্তী গুজরাট হিংসা নিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক প্রচার চালানোর অভিযোগ উঠেছে তিস্তা শেতলবাদের বিরুদ্ধে। ২০২২ সালের ২৫ জুন তিস্তাকে গ্রেফতার করেছিল গুজরাট পুলিশ। গ্রেফতার হওয়ার প্রায় আড়াই মাস পরে জামিন পেয়েছিলেন তিনি। গুজরাটের জঙ্গি দমন শাখার (এটিএস) হাতে ধৃত তিস্তার আবেদনে সাড়া দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছিল। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক মামলা এখনও বিচারাধীন রয়েছে।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৫ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭১ ডলারের কাছাকাছি। যদিও শনিবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিযান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

বার্ষিক অমরনাথ যাত্রার সূচনা হয়ে গেল, বালতাল থেকে পবিত্র গুহার উদ্দেশে রওনা পুণ্যার্থীরা

শ্রীনগর, ১ জুলাইঃ দীর্ঘ বছরভর প্রতীক্ষার অবশেষে অবসান, চলতি বছরের অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়ে গেল শনিবার থেকে। ৬২ দিনের তীর্থযাত্রা চলবে আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। শনিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরওয়াল জেলার বালতাল বেস ক্যাম্প থেকে অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছে। তীর্থযাত্রা ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। ডেপুটি কমিশনার শ্যামবীর বলেছেন, সকলের সফল যাত্রা কামনা করছি। পুণ্যার্থীদের তাঁদের জন্য উপলব্ধ সমস্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় সাত হাজার থেকে আট হাজার পুণ্যার্থী রযেছেন। রেজিস্ট্রেশন এখনও চলছে। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা সাহায্য করার জন্য সর্বত্র আছে।এবারের অমরনাথ যাত্রায় পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের বিষয়টিকেও অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ডিআরডিও-র দ্বারা নির্মিত হাসপাতালে ইতিমধ্যেই উদ্বোধন করা হয়েছে, এই হাসপাতাল থাকার ফলে জরুরি সময়ে চিকিৎসা সুবিধা পাবেন পুণ্যার্থীরা। বালতাল এবং চন্দনওয়ারি হাসপাতালগুলিকে সর্বাধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত করা হয়েছে।পাশাপাশি জাতীয় তামাক নিযন্ত্রণ কর্মসূচি (এনটিসিপি)-র অধীনে অমরনাথ যাত্রাকে তামাকমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আবার পুণ্যার্থীদের খাবার নিয়ে কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে অমরনাথ তীর্থযাত্রা পরিচালন বোর্ড। কোন কোন খাবার নেওয়া অথবা খাওয়া যাবে না, তার একটি তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। ফাস্ট ফুড, নরম পানীয়, জিলিপি, হালুয়ার মতো মিষ্টি, পুরী এবং ছোলা ভাটুরার মতো তৈলাক্ত খাবারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে অমরনাথ বোর্ড। পুণ্যার্থীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই এই ধরনের খাবারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তাঁরা।

ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিম্নমুখীই সক্রিয় রোগী কমে ১,৫১৩, মৃত্যু একজনের

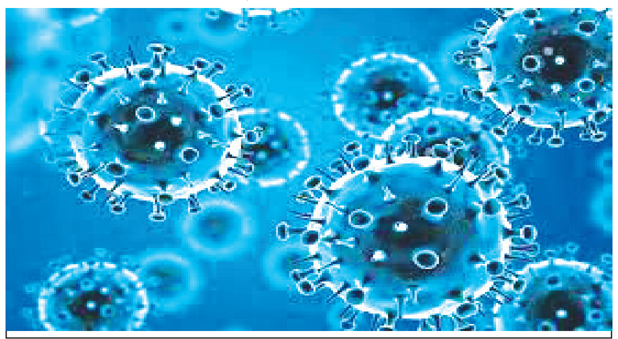

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই ঃভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৪০ জন। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৫১৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯০৬।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬০,৮০৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৪৪৫ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৩৮,৯০৬ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩০ জুন সারা দিনে ভারতে ৪৮,৪১১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতীয় নৈতিকতা ব্যক্তি থেকে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে এবং বর্তমানে আন্তর্জাতিকস্তরে সঠিক অনুশীলন বলে স্বীকৃতি পেয়েছে

নয়াদিল্লি, ১জুলাইঃপ্রধানমন্ত্রী মোদীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে তাঁর কর্মসূচির অন্যতম হল ব্যক্তিঃস্বাতন্ত্র্য, আন্তর্জাতিকতাবাদ ও বহুমুখিনতার পুনর্জাগরণের প্রসার এবং বিশ্বে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম সরকারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে ২০ জুন নিউইয়র্কে অবতরণ করেছেন । ২০১৪-য় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম । তার আগে হোয়াইট হাউস থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই সফর ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গভীর নৈকট্য এবং মার্কিন ও ভারতীয়দের মধ্যে যোগাযোগকে পুনঃস্বীকৃতি দেবে । নিশ্চিতভাবে বিশ্বের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম গণতন্ত্রের মধ্যে মৈত্রী আরও দৃঢ় হবে । যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল ভারতকে বিশ্বের দরবারে হাজির করানোর প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্বপ্নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে । ব্যক্তিগত গভীর বিশ্বাসে আন্তর্জাতিক সিলমোহর দেওয়া যাবে এবং বিশ্ব মঞ্চে ভারতের নেতৃত্ব প্রকাশ পাবে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম কর্মসূচির অন্যতম রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের উদযাপন, যা সরাসরি এই তিন নীতির প্রতিফলন । রাষ্ট্রসংঘে তিনি বলেছেন, যোগা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত -এর মূল উদ্দেশ্যের প্রতিফলন, যা সারা পথিবীর কাছে একটি আদর্শ । এতে অন্ত ঃদৃষ্টির প্রসার ঘটে । আমাদের বিরোধ, অবরোধ, প্রতিরোধ দূরীভূত হয় । ভারত চিরকাল মিলন, মানিয়ে নেওয়া এবং আত্মীকরণের প্রাচীন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী । এবং যোগা বসুধৈব কুটুম্বকমের ধারণারই প্রসার ঘটায় । ২০২৩-এ প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা আরও একবার সফল হয়েছিল, যখন আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ উদযাপনের সিদ্ধান্ত হয় এবং ঐতিহাসিক লাইফ(এলআইএফই) উদ্যোগের সূচনা করেন তিনি । সবই একই নীতি অনুসরণ করে চালিত । দুটি ক্ষেত্রেই একান্ত ভারতীয় নৈতিকতা ব্যক্তি থেকে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে এবং বর্তমানে আন্তর্জাতিকস্তরে সঠিক অনুশীলন বলে স্বীকৃতি পেয়েছে । মিলেটে আছে প্রভূত পুষ্টি । ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির প্রয়াস নিলে দীর্ঘ মেয়াদে এর উৎপাদন এবং ব্যবহারও বাড়বে । একইরকমভাবে পরিবেশবান্ধব, জীবন শৈলীর পরিবর্তনে আমরা ব্যক্তিগতভাবে আরও স্বচ্ছ এবং সবুজ গ্রহ তৈরি করতে পারবো ।এই নীতির দ্বারাই চালিত হয়েছে জি-২০-তে ভারতের সভাপতিত্ব এবং গ্লোবাল সাউথের কন্ঠস্বর হয়ে উঠতে পেরেছে ভারত । মৌলিক, সামাজিক চুক্তির বন্ধন এবং নতুন ব্যক্তিবাদ, নতুন আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং নতুন বহুমুখিনতার পক্ষে সওয়াল প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াসের ভিত্তি হয়ে উঠেছে ।নতুন ব্যক্তিবাদের উত্থানের জন্য ডিজিটাল ক্ষমতায়ন অনেকটাই দায়ী । তাই ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বকালে ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার(ডিপিআই)-এর প্রসার পেয়েছে অগ্রাধিকার । ভারতই প্রথম দেশ যে এই তিনটি মৌল ডিপিআই-একটি অভিন্ন পরিচায়ক ব্যবস্থা, চটজলদি আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে ব্যক্তিগত তথ্য বিনিময়ের মঞ্চ তৈরি করতে পেরেছে । সবমিলিয়ে এই তিনটি স্তর গণপরিষেবা ব্যবস্থা এবং নাগরিকের ক্ষমতায়ণে রূপান্তর ঘটিয়েছে এবং উদ্ভাবনের বিকাশ ঘটেছে অভুতপূর্বভাবে । বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়দের ৯৯ দশমিক ৯ শতাংশ গণপরিষেবা পেতে আধার আই ডি ব্যবহার করেন । ইউপিআই-এর মাধ্যমে ভারতীয়রা প্রতিদিন ৩০ লক্ষ লেনদেন করে এবং এই দেশ বিশ্বের বৃহত্তম প্রযুক্তিঃচালিত অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে । ভারত তার ডিপিআই দক্ষতা সারা বিশ্বের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছে এবং গ্লোবাল নর্থের মনোযোগ আকর্ষণ করছে । সফরের প্রথম দিনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল রোমার বলেছেন যে, ভারত সারা বিশ্বকে সঠিক পথ দেখাতে পারে । বিশেষ করে আধার এবং ডিজিলকারের মতো প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কোয়াড নেতাদের এবং ইইউ-ভারত বাণিজ্য প্রযুক্তি পরিষদে সাম্প্রতিক বিবৃতিতেও ডিপিআই-এর রূপান্তরকারী ক্ষমতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ।প্রধানমন্ত্রী মোদী মানুষ এবং গ্রহের মধ্যে একটি নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী । ভারতের জন্য ২০৭০-র মধ্যে শূন্য কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্য স্থাপন করেছেন তিনি । তবে, তিনি জানেন, জলবায়ু নিয়ে নতুন ভাবনার উদয় হলেই একমাত্র নতুন আন্তর্জাতিকতা সম্ভব হবে । এইজন্যই ভারত এবং ফ্রান্স যৌথভাবে ২০১৫-য় আন্তর্জাতিক সৌর জোট গড়ে তুলেছে, যেখানে সব দেশ যৌথভাবে সুলভে সৌরশক্তি ব্যবহার করে দূষণহীন শক্তির চাহিদা মেটাতে পারবে । বর্তমানে এই জোটের সদস্য ১১৪ টি দেশ । আর এই জোটে ' সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিড ' কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী । এটি এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভাবনা যেখানে একটি অভিন্ন গ্রিডের মাধ্যমে বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রিডের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে পুনর্নবিকরণযোগ্য শক্তিকে পাঠানো যাবে বিভিন্ন দেশে । জলবায়ু বিষয়ে আরও এক পা এগিয়ে ২০১৯-এ প্রধানমন্ত্রী অনেককে নিয়ে কোয়ালিশান ফর ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (সিডিআরআই) স্থাপন করেন । জলবায়ু এবং বিপর্যয়ের ঝুঁকি সামলানোর উপযোগী শক্তঃ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে । অন্যান্য দেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের প্রশংসা করেছে সিডিআরআই স্থাপনের জন্য এবং ইউএসএআইডি অর্থ এবং কারিগরি সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ।সবচেয়ে বড় কথা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সংস্কারের পক্ষে ভারতের সওয়াল জোরালো হয়ে উঠেছে সারা বিশ্বে । ফেব্রুয়ারী মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদী জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধানদের আর্জি জানিয়েছিলেন বহুমুখী উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য । এপ্রিলে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভাষণে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রসংঘের সনদকে একপেশে বলে উল্লেখ করে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ৫ স্থায়ী সদস্যের ভেটো দেওয়ার ব্যবস্থার সমালোচনা করেন । তিনি বলেছিলেন অন্য দেশের তুলনায় ওই ৫ টি দেশের বিশেষ অধিকার থাকা উচিত নয় । এই দুটি ক্ষেত্র থেকেই বোঝা যায় ভারতের অবস্থান । অতএব, রাষ্ট্রসংঘ এবং অন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার অবশ্যম্ভাবী ।গত ৯ টি বছর ভূরাজনৈতিক এবং ভূঅর্থনৈতিক অনেক পালাবদলের সাক্ষী থেকেছে পৃথিবী- বিশ্ব জুড়ে অতিমারি, সংঘর্ষ এবং আর্থিক মঃদা দেখা গেছে । এই সময়ককালে ভারত এবং মার্কিন সম্পর্ক নিশ্চিতভাবে আরও দৃঢ় হয়েছে, যার ইঙ্গিত পাওয়া যায় গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগে, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে । কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী মোদীর রাষ্ট্রসংঘে উপস্থিতি এবং প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে সাক্ষাতের মধ্যে যে বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে, সেগুলি হল ব্যক্তিঃস্বাতন্ত্র্য, আন্তর্জাতিকতাবাদ, বহুমুখিনতার পুনর্জাগরণের প্রসারের প্রয়োজনীয়তা এবং বিশ্বে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের মূল্য ।

অসমঃইসিআই-এর লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রের খসড়া ডিলিমিটেশন প্রস্তাবকে স্বাগত মুখ্যমন্ত্রীর

ধুবড়ি (অসম), ১ জুলাইঃ অসমে লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রের যে খসড়া ডিলিমিটেশন প্রস্তাব ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) প্রকাশ করেছে, তাকে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।গত বুধবার এখানে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগাভ্যাসের পর উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে বার্তালাপ করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ভারতের নির্বাচন কমিশনের অসমে লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত খসড়া ডিলিমিটেশন প্রস্তাব সম্পর্কে এক জিজ্ঞাসার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, প্রকাশিত খসড়া ডিলিমিটেশনের প্রস্তাবে তিনি সন্তুষ্ট। এই খসড়াকে তিনি স্বাগত জানান। তিনি বলেন, ' টেলিভিশনে খবরটি দেখেছি। প্রকাশিত খসড়া ডিলিমিটেশনের প্রস্তাবে জনসাধারণের উৎসাহ আমার নজর কেড়েছে। নাটকীয়ভাবে বেড়েছে জনতার উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস। অসম তথা দেশের জনসাধারণের ভবিষ্যতের জন্য তৈরিকৃত খসড়ায় অসমের খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র)-দের স্বার্থ নিশ্চিত করা হয়েছে।'' শব্দের প্রকৃত মানে সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেন, যাঁরা মূল আদিবাসী, ভূমিপুত্র তাঁরাই খিলঞ্জিয়া। ড. শর্মা যোগ করেন, ' আহোম, চুতিয়া, বড়ো, কারবিরা খিলঞ্জিয়া না হন, তা-হলে খিলাঞ্জিয়া কে? এটি এমন নয় যে বর্ণ বৈষম্যের কারণে একজন ব্যক্তি কেবল খিলঞ্জিয়া।'মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব জোরের সঙ্গে বলেন, বরাক উপত্যকার নাগরিককুল ডিলিমিটেশনের এই খসড়ায় নিরাপদ। পাশাপাশি উত্তর-অসমের আহোম এবং চুতিয়ারা প্রথমবারের মতো নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবেন।ডিলিমিটেশনের ফলে তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র জালুকবাড়ি বিলুপ্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, ' আমার নিজের আসন হারিয়েছি। কিন্তু এটা কোনও ব্যাপার নয়। কারণ আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি, আমি যেখানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব, সেখানেই জনতা আমাকে তাঁদের ভালোবাসা দিয়ে স্বাগত জানাবেন।'প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রথম, লখিমপুর এবং ধেমাজি আহোম ও চুতিয়াদের জন্য দুটি আসন যোগ হয়েছে। ২০০৭ সালের খসড়ায় যোরহাট আসন কাটা হয়েছিল। গত বছর ডিব্রুগড় এবং তিনসুকিয়া আসনও কমানো হয়েছিল, কিন্তু এবার অপরিবর্তিত রয়েছে। সুতরাং বেশি কেন্দ্র যোগ না করে এবারের খসড়া অত্যন্ত ভালো ও পরিচ্ছন্ন হয়েছে। নেতোরা মহা-উৎসাহের সঙ্গে এসে ওই ব নির্বাচনী এলাকার অটল প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সমগ্র অসমকে রক্ষা করবেন।তিনি বলেন, ' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, গোয়ালপাড়া জেলা, রাভা এবং বড়ো সম্প্রদায়ের সবাই বকো, কামরূপ গ্রামীণ জেলা পর্যন্ত সুরক্ষিত। গুয়াহাটি, তিনসুকিয়া, ধেমাজি, লখিমপুর, বাকসায় আসনের বর্ধিত সংখ্যা দেখে আমরা আর কী আশা করতে পারি?'কংগ্রেস দলের নিন্দা করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, কংগ্রেসের ব্যর্থতা অসমিয়া ' ব্যর্থতা নয়। কারণ কংগ্রেস কার ভোটে খেলে এবং কার ভোটে জয়ী হয় তা সবাই জানে। কংগ্রেসের ব্যর্থতা ভারতীয় ব্যর্থতা নয়, তারা ক্রমাগত তাদের জন্য কাঁদবে, তাদের কান্না থামাতে কেউ আসবে না।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ' যতই প্রতিবাদ করুক, অসমিয়া ভারতীয়রা অসম রাজ্যের জন্য সংসদীয় এবং বিধানসভা কেন্দ্রের ডিলিমিটেশনকে সহজাতভাবে সঠিক বলে প্রশংসা করবে। কংগ্রেস যখন কাঁদে, আমরা কেবল তাঁদের দেখে হাসতে পারি, স্বভাবসুলভ কটাক্ষ মুখমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার।

প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত, বন্যা নিয়ে আলোচনা

সুজন চক্রবর্তী, আসামঃ নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারি বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন আসাম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্বশর্মা। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি আসামরাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবগত করেন। এর পাশাপাশি বন্যা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের গ্রহণ করা পদক্ষেপের বিষয়ে ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শুনেছেন মোদি। বন্যা মোকাবিলায় কেন্দ্র সরকার সবধরনের সহায়তা করবে বলে এদিন আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্বশর্মা রাহুল গান্ধীর মণিপুর ভ্রমণের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, মণিপুরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কোনও রাজনৈতিক নেতার নয়। বরং সেই দায়িত্ব রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের। রাহুল গান্ধীর মণিপুর ভ্রমণের ফলে এর কোনও পরিবর্তন হবে না। শুধু সংবাদ মাধ্যমে খবরই প্রকাশিত হবে। সেক্ষেত্রে একটি রাজ্যের দুর্দশার সময় রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করা একদমই উচিত নয়।

উষ্ণ ''জুলাই''-এ এবার স্বাভাবিকই হবে বর্ষার বৃষ্টিঃআইএমডি

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই ঃউষ্ণ ''জুলাই''-এ এবার স্বাভাবিক হবে বর্ষার বৃষ্টি। এমনই পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পূর্ব উত্তর প্রদেশ এবং দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশ বাদ দিয়ে জুলাই মাসে সমগ্র দেশে বর্ষা স্বাভাবিক হতে পারে। আইএমডি-র মহাপরিচালক মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র বলেছেন, জুন মাসে বৃষ্টির যে ঘাটতি দেখা দিয়েছে, সেই ঘাটতি মেটাবে জুলাইয়ের বর্ষণ।জুন মাসে ১৬টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তুলনামূলক কম বৃষ্টিপাত হয়েছে, বিহার এবং কেরলে যথাক্রমে স্বাভাবিকের চেয়ে ৬৯ শতাংশ এবং ৬০ শতাংশ কম বৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন রাজ্য গরমের দহনজ্বালায় জ্বলেছে, নাজেহাল অবস্থা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে। যাইহোক, আইএমডি জানাল, জুলাইয়ে এবার স্বাভাবিকই হবে বর্ষার বৃষ্টি।

লাগাতার বৃষ্টিতে ঊর্ধ্বমুখী টমেটোর দাম, গুজরাট ও তামিলনাড়ু সহ দেশের সর্বত্রই বিকোচ্ছে বেশি দামে

নয়াদিল্লি, ১ জুলাইঃ লাগাতার বৃষ্টির জেরে টমেটোর দাম ক্রমশই বাড়ছে। গুজরাট ও চেন্নাই-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ১২০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম বিক্রি হচ্ছে টমেটো। টমেটোর দাম বৃদ্ধির ফলে প্রয়োজনের তুলনায় কম টমেটো কিনছেন ক্রেতারা। ফলে বিক্রেতারা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।শনিবার সকালে চেন্নাইয়ের কোয়ামবেদু পাইকারি বাজারে ১২০ টাকা প্রতি কেজিতে বিক্রি হয়েছে টমেটো। ক্রেতারা বলছেন, টমেটোর দাম ১২০ টাকা প্রতি কেজি ছাড়িয়েছে। আবার দিল্লি, হায়দরাবাদ, কলকাতা-সর্বত্রই বিগত কয়েকদিন ধরে সব্জির দাম ঊর্ধ্বমুখী। স্বাভাবিকভাবেই পকেটে টান পড়ছে ক্রেতাদের।

অসমে বন্যা পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নতি, বন্যার্তের সংখ্যা ২০ হাজারের নীচে

গুয়াহাটি, ১ জুলাই ঃ অসমে বন্যা পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। বন্যার্তের সংখ্যাও কমেছে ২০ হাজারের নীচে। তবে উজান অসমের লখিমপুর এবং ডিব্রুগড় জেলার বন্যা পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। এদিকে শুক্রবার শেষ রাত থেকে আবার বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ফলে ফের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশংকায় ভুগছেন মানুষ।গতকাল শুক্রবার রাতে রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতর কর্তৃক জারিকৃত রিপোর্টে এ খবর দিয়ে বলা হয়েছে, অসমের বন্যা পরিস্থিতির বেশ উন্নতি হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুয়ায়ী এ পর্যন্ত বন্যার্তের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষে থেকে কমে হয়েছে ১৯,৬৫৬। বৃহস্পতিবার এই সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৮ হাজার এবং বুধবার ছিল ৮৩ হাজার। তবে এখনও লখিমপুর, ডিব্রুগড়, বরপেটা, গোয়ালপাড়া, গোলাঘাট, যোড়হাট, বজালি এবং কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার কিছু অংশে বন্যার জল রয়েছে। অবশ্য নতুন করে কোনও প্রাণহানির খবর নেই। প্রসঙ্গত, এ বছরের প্রথম বন্যায় মৃতের সংখ্যা সাতে দাঁড়িয়েছে। জল নেমে যাওয়ায় অধিকাংশ মানুষ স্বগৃহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে।অন্যদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় নলবাড়ি, বরপেটা, ধুবড়ি, করিমগঞ্জ ও শোনিতপুর জেলায় মোট ২৫টি বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া নলবাড়ি, চিরাং, শোণিতপুর, ধুবড়ি এবং গোয়ালপাড়া সহ বেশ কয়েকটি জেলায় সেতু, রাস্তা, কালভার্ট এবং জলসেচের খালও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বন্যায়। চিরাং, যোরহাট এবং শোণিতপুর থেকেও নদীবাঁধ ভাঙনের খবর পাওয়া গেছে, বলা হয়েছে রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের রিপোর্টে।

২১ জুলাই মেসির অভিষেক ম্যাচ ঘিরে যে পরিকল্পনা করছে ইন্টার মিয়ামি

যুক্তরাষ্ট্র, ১ জুলাইঃ আগামী ২১ জুলাই ইন্টার মিয়ামিতে মেসির অভিষেক হতে পারে। এ নিয়ে সাজো সাজো রব। জানা গেছে, মেসির অভিষেক ম্যাচে স্পেশাল জার্সি পরে মাঠে নামবে ইন্টার মিয়ামি।যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার দল ইন্টার মিয়ামির সঙ্গে সুপারহিরো কমিক বই প্রকাশক মার্ভেলের সহযোগিতায় একটি বিশেষ জার্সি তৈরি করা হচ্ছে। যেটি পরে অভিষেক ম্যাচে খেলবেন মেসি। তবে মেসির অভিষেক ম্যাচের পর আবার মিয়ামি নিয়মিত জার্সি পরে খেলবে।গত দুদিন আগে ইন্টার মিয়ামি টুইটারে মার্ভেল এবং এডিডাসের সহযোগিতায় নির্মিত জার্সিটি নিয়ে একটি টুইট করে। টুইটে ইন্টার মিয়ামি লেখে, ''এডিডাস ও মার্ভেলের সহযোগিতায় দুর্দান্ত এক জার্সি আসছে মেসির অভিষেকে।''

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২জুলাইঃরবিবার, ১৬ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২১জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৬ আষাঢ়মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৬ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৬ আষাঢ়মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০৪এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৭৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শনিবার । জোয়ার-সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে

রাশিফল

মেষরাশিঃআশাবাদী হোন এবং উজ্জল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে।। সংসারে শান্তিহবে

বৃষভ রাশিঃআপনি আপনার ইতিবাচক মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার চারপাশের মানুষের মনে ছাপ ফেলতে পারবেন। অর্থ ব্যয় হবে

মিথুন রাশিঃআজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেদিকে আপনার নজর রাখা দরকার হতে পারে আজ।

কর্কট রাশিঃসামান্য জিনিসে মন দেবেন না। আপনি আজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের অধিকারী হবেন

সিংহ রাশিঃআপনার প্রবল সহনশীলতা এবং নির্ভীকতা ভীষণভাবে মানসিক ক্ষমতার উন্নতি করবে। সংসারে শান্তি হবে

কন্যা রাশিঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। বিদেশ যাত্রা হবে

তুলা রাশিঃআপনার জন্য নিছকই আনন্দ এবং মজা-যেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন।। অর্থ ব্যয় হবে

বৃশ্চিক রাশিঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগ করে থাকেন

ধনু রাশিঃনিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা হবে

মকর রাশিঃআজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন। সংসারে শান্তি হতে পারে

কুম্ভ রাশিঃআধ্যাত্মিক চেতনার উত্থান কোন সাধু ব্যক্তির কাছ থেকে স্বর্গীয় জ্ঞান আহরণের জন্য আপনাকে কোন ধর্মীয় স্থানে পরিদর্শন করাতে পারে। অর্থ ব্যয়

মীন রাশিঃবন্ধুবান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু অতিরিক্ত খাওয়া এবং মদ সম্পর্কে যত্নশীল হোন। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে গিয়ে আপনার ভালো বন্ধুর

মাংসের দোকানের কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ জুলাই ঃ মাংসের দোকানের এক কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে হাওড়ার জগত্বল্লভপুরে চাঞ্চল্য। ঘটনায় আটক ১। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়ার জগত্বল্লভপুর বিধানসভা এলাকার এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে শুক্রবার রাতে একটি মাংসের দোকানের তিন কর্মী একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া করেছিলেন। এরপর রাত তিনটা নাগাদ হঠ্যাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে মোস্তাকিম নামের মাংসের দোকানের এক কর্মীর মৃত্যু হয়। যদিও অস্বাভাবিক মৃত্যু নাকি অন্য কোনও রহস্য ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ওই এলাকায় রয়েছে এই মাংসের দোকানটি। ওই মাংসের দোকানে কর্মরত প্রত্যেকেই ভিন রাজ্যের বাসিন্দা। প্রায়শই তারা মদ্যপান করে হই হুল্লোড় করত। ঘটনার পর থেকেই তিনজনের মধ্যে একজন নিখোঁজ, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জগত্বল্লভপুর থানার পুলিশ। একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

হাওড়ায় প্রসূতি মায়েদের ফল বিতরণ

শনিবার ১ জুলাই ঃ চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে হাওড়া জেলা হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে মহিলাদের হাতে এবং শিশুদের হাতে ফল, দুধের প্যাকেট সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর খাদ্যসামগ্রী প্রদান করেন হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। সুজয়বাবু এদিন ব্যক্তিগত উদ্যোগেই হাওড়া জেলা হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের প্রায় দেড়শ জন মায়ের হাতে ফল এবং বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেন। তিনি চিকিৎসক হিসেবেই এদিন চিকিৎসক দিবসে এই সামগ্রী প্রদান করেন।

হাওড়ার থানামাকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এবার একই পরিবারের তিন জা এর জোর টক্কর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুলাই ঃ হাওড়ার থানামাকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এবার একই পরিবারের তিন জা এর জোর টক্কর। রীতিমতো নজর কেড়েছে গ্রামসভার ভোট। থানামাকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকার পাড়ায় বোস পরিবারের তিন জা এর ভোটের লড়াই এবার ভোটের ময়দানে আলাদা নজর কেড়েছে। একই পরিবারের তিন জা তিন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়ে এবার ভোটের ময়দানে নেমেছেন। অনেকের অভিযোগ, পানীয় জল থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট আরও উন্নয়ন প্রয়োজন ওই এলাকায়। এই ব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কাকলি বোস বলেন, আমি তৃণমূলের হয়ে লড়ছি। আগের নির্বাচনেও তৃণমূল জিতেছিল। এটা জেনারেল সিট। নির্বাচনে আমার এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি, নির্দল। আমার বাড়িতে আমার মেজ জা নীলিমা বোস কংগ্রেস থেকে এবং খড়তুতো জা পিঙ্কি বোস বিজেপি থেকে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতির ময়দানে তাঁরা প্রতিদন্দ্বী হলেও বাড়িতে কোনওরকম রাজনীতি হয়না। আমাদের সংসার জগৎ আলাদা। আর রাজনীতির জগৎ আলাদা। এখনও পর্যন্ত আমাদের সংসারের মধ্যে রাজনীতির প্রভাব পড়েনি। আশা করব পরেও পড়বে না। সংসার আলাদা হলেও আমরা একই বাড়িতে আছি। ভোটের ময়দানে সমালোচনা হবেই। তবে আমি আশাবাদী। সার্বিকভাবে এলাকার উন্নয়ন চাইছি। আমি চেষ্টা

করব এলাকার উন্নয়নের। যদি জিতে যাই তাহলে যাদের স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভান্ডার হয়নি, তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করব। জলের সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করব। বিজেপি প্রার্থী বাড়ির খুড়তুতো জা পিঙ্কি বোস বলেন, এটা নিয়ে কিছু বলার নেই। আমি দিদিভাইকে স্লিপ, লিফলেট দিয়ে এসেছি। শুধুমাত্র দিদিভাই নয় যে যে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই গিয়েছি। নির্বাচনে নামব কিনা তা নিয়ে মনে দ্বন্দ্ব ছিল। কোনও দিন কিছু করিনি। হঠাৎ একটা পদক্ষেপ নেওয়া সেই নিয়ে চিন্তা হচ্ছিল। পরে ভেবেছি মানুষ যদি চায় তাহলে উন্নয়ন করব। প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়েছি। কি হবে তা জানিনা। তবে আমি আশাবাদী। বাড়ির মেজ জা কংগ্রেস প্রার্থী নীলিমা বোস বলেন, আমি হাত চিহ্নে দাঁড়াচ্ছি। আগে আমি পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্দলের হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। এবার গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে দাঁড়িয়েছি। বোস পরিবার থেকে ৩ জন দাঁড়াচ্ছি। বাইরের রাজনৈতিক তাপ পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি। যে যার মতো প্রচারে যাচ্ছি। জিতে গেলে প্রথমে মানুষের সব কথা শুনব। গুরুত্ব দেব রাস্তাঘাট, জলের ব্যবস্থা করার উপর। এই ভোটের বিষয়ে পরিবারের সদস্য কৃশানু বোস বলেন, কে কোন দলকে ভালবাসে, কোন আদর্শে চলবে এটা তার ব্যাক্তিগত ব্যাপার। আমি ওকে মানসিকভবে সহায়তা করি। যেখানে মানুষের সেবা করতে, পার্টির কাজ করতে, জণগনের উন্নতি করতে এগিয়ে এসেছে সেই ব্যাপারে আমি স্বাগত জানিয়েছি। যতটা আমার সাহায্য করার তা করব। আমাদের সঙ্গে দাদাদের ভাল সম্পর্ক। ওনাদের যে দলে দাঁড়ানোর ব্যাপারে মনে হয়েছে তারা সেই দলের হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তবে মানুষের উন্নয়নের প্রয়োজন। পরিবারের আরেক সদস্যা আলপনা বোস বলেন, জায়েদের মধ্যে আগে যা সম্পর্ক ছিল এখনও সেই রকমই ভাল সম্পর্ক রয়েছে। সকাল থেকে দেখছি সকলেই প্রচারে বেরচ্ছে। ভোটের দিন যা করার তাই করব। পরিবারের আরেক সদস্যা অনুশ্রী বোস বলেন, আমার বাড়ির তিনজন ভোটে দাঁড়িয়েছেন। কোনও সমস্যা নেই। সকলের সঙ্গেই আমি রয়েছি। ভালই লাগছে। সকলের সঙ্গে আমি কথা বলছি। তবে রাজিনীতি নিয়ে কারও সঙ্গে কথা হয়নি।

জাতীয় স্তরের উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ বেলুড় মঠে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ জুলাই ঃ জাতীয় স্তরের উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হলো শনিবার বেলুড় মঠের বিবেকানন্দ সভাগৃহে। রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠ আয়োজিত স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য জাতীয় স্তরের উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হল। শনিবার এই উপলক্ষে বেলুড় মঠ বিবেকানন্দ সভাগৃহে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করতে হাজির হন ছাত্রছাত্রীরা।

কেন্দ্রীয় সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের আর্থিক সাহায্য ও বেলুড় মঠের সঙ্গে যৌথ অংশগ্রহণে এই প্রতিযোগিতার ঘোষণা করা হয় গত ১২ জানুয়ারি স্বামিজির জন্মদিনে। রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন বলে জানা গেছে। দেশব্যাপী এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন অনুষ্ঠানে সফল প্রতিযোগী এবং দলগুলির হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় ভক্তগণ সহ অন্যান্য আরও অনেক ব্যাক্তিগণও উপস্থিত ছিলেন।

বর্ষায় হুগলি নদীর ভাঙন ঠেকাতে উদ্যোগ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুলাই ঃ বর্ষায় হুগলি নদীর ভাঙন ঠেকাতে রাজ্যের সেচ দফতর নদীর পাড়ে বাঁশের তৈরি বিশেষ আকৃতির খাঁচা বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে। দফতর সূত্রে খবর, মাটির বস্তা, ইঁটের টুকরো ফেলেও নদী ভাঙন রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে বাঁশের তৈরি এই বিশেষ ধরণের খাঁচা দিয়ে নদীর স্রোত অনেকটাই প্রতিহত করা সম্ভব হবে বলে তাঁদের দাবি। এই খাঁচার মধ্যে ইট ভরে জলে বসানো হয়। খাঁচার আকৃতি বিশেষ ধরনের হ্ওয়ার কারনে খুব সহজেই জলের স্রোত প্রতিহত করা সম্ভব। হাওড়া গ্রামীন এলাকায় হুগলি নদী ভাঙন রোধে এইভাবে বাঁশের খাঁচা বসিয়ে বাঁধ মেরামতের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

ই প্রেসক্রিপশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুলাই ঃ আজ থেকে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে ই প্রেসক্রিপশন ব্যবস্থা চালু হয়ে গেল। আর হাতে লেখা নয়, এখন থেকে কম্পিউটারে টাইপ করে চিকিৎসকদের ওষুধ লিখতে হবে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, আপাতত প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের ৯১৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে ২০১টিতে ই প্রেসক্রিপশন চালু করা হয়েছে। মহকুমা থেকে জেলা, স্টেট জেনারেল ও সুপারস্পেশ্যালিটি স্তরের হাসপাতালগুলির ৫০ শতাংশ ওয়ার্ডকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। সরকারি সূত্রে বলা হয়েছে, রোগীর চাপ ও ভিড়ের কথা মাথায় রেখে এমন একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে, যাতে ই প্রেসক্রিপশনে কোনও সমস্যা না হয়। ইতিমধ্যে এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে মাল ও বিধাননগর মহকুমা হাসপাতাল, বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, হাওড়ার কয়েকটি গ্রামীণ ও ব্লক হাসপাতাল, এসএসকেএম এবং মেডিক্যাল কলেজের গ্যাস্ট্রো এন্টেরোলজি বিভাগে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। গত দেড় বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে এই প্রক্রিয়া চলার পর এখন রাজ্যের সর্বত্র তা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হল। এর জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোর তৈরির পাশাপাশি স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা সিদ্ধার্থ নিয়োগী। তিনি বলেন, ই প্রেসক্রিপশন চালুর ফলে রোগীর সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে এবং প্রয়োজনে পরবর্তীকালে তা ব্যবহারও করা যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কলকাতার মহানাগরিক ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় এর জন্ম ও মৃত্যু দিন উপলক্ষে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় এর মূর্তি তে মাল্যদান করছেন কলকাতা পৌরসভার উপমহানাগরিক ও চেয়ার পার্সেন এছাড়াও মাল্যদান করেন মাননীয় মেয়র পরিষদ (উদ্যান) এবং কলকাতা পৌরসভার আধিকারিক গন।

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠে স্বাস্থ্য সচেতনতার শিবির

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ১ জুলাই ঃ স্বাস্থ্যই সম্পদ এই বিশ্বাসে আমরা সকলেই বিশ্বাসী। আজ প্রবাদ প্রতিম চিকিৎসক ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়ের ১৪১ তম শুভ জন্ম এবং মৃত্যুর দিন উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ

আদ্যাপীঠ ডিসপেন্সারের উদ্যোগে একটি স্বাস্থ্য সচেতনতার শিবিরের অনুষ্ঠান ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য চেকআপের একটি শিবিরে অনুষ্ঠিত হলো আদ্যাপীঠ নাট মন্দিরে। অনুষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন ব্রহ্মচারী বিবেক ভাই। এই শিবিরে চক্ষু বিভাগ দন্ত বিভাগ সাধারণ চিকিৎসা ও অন্যান্য প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা। এই শিবিরে আদ্যাপীঠের আবাসিক ছাত্রছাত্রীরা ও বাইরের বহু লোক এই পরিষেবা পায় । ব্রহ্মচারী বিবেক ভাই জানান এই ধরনের কর্মশিবির আগামী দিনে আরও হবে বলে জানান। তথ্য ও ছবি সুবল সাহা।

গাঁজা পাচার রুখতে বড় সাফল্য চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের

বনস্পতি দে, ব্যান্ডেল, ১ জুলাই ঃ গাঁজা পাচার রুখতে ফের একবার বড় সাফল্য চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের। উদ্ধার হয়েছে ১০ কেজি গাঁজা যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় চার লাখ টাকা। ঘটনায় ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে একজন মহিলাও। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার ভোরবেলায় একটি হলুদ ট্যাক্সিতে করে ওই লাখ লাখ টাকা দামের গাঁজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশের সন্দেহ, পাচারের উদ্দেশেই সেই গাঁজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। চুঁচুড়া থানার পুলিশকর্মীরা ব্যান্ডেলের সাহাগঞ্জ এলাকায় নাকা চেকিং চালাচ্ছিলেন। সেই সময়ে, একটি হলুদ ট্যাক্সির গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। তাই ট্যাক্সিটিকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন পুলিশকর্মীরা। ট্যাক্সিতে সেই সময় চালক ছাড়াও এক পুরুষ ও এক মহিলা ছিলেন। গাড়িটি কলকাতার দিক থেকে আসছিল। ট্যাক্সির চালক ও যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলার পর সন্দেহ আরও বাড়ে পুলিশের। এরপর তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। ট্যাক্সি থেকে উদ্ধার হয় বান্ডিল বান্ডিল গাঁজা। ওজন সব মিলিয়ে প্রায় ১০ কেজি। এরপরই ওই তিনজনকে গ্রেফতার করে নেয় পুলিশ। ট্যাক্সির চালকের নাম পুরুষোত্তম ঝাঁ। আর বাকি দু'জন যাত্রী সাগর তামাং ও কল্পনা হালদার। এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধারের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে নাকা চেকিং পয়েন্টে পৌঁছে যান চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এনফোর্সমেঃট শাখার এসিপি বিশ্বজিৎ ঘোষ। চুঁচুড়া থানার অফিসাররাও পৌঁছে যান।

শতবর্ষের আলোকে নরসিংহ দত্ত কলেজ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ জুলাই ঃ শতবর্ষের আলোকে হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজ। বছরভর চলবে অনুষ্ঠান। পদযাত্রা দিয়ে হলো সূচনা। গৌরবের সঙ্গে শতবর্ষে পদার্পণ করলো হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজ। এই উপলক্ষে শনিবার ১লা জুলাই সকালে শতাব্দী উদযাপনের সূচনা উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার আযোজন করা হয়। কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর সোমা বন্দোপাধ্যায় জানান, আজ নরসিংহ দত্ত কলেজের গৌরবময় ১০০ বছর। এই শতাব্দী উদযাপন উপলক্ষে আমরা আগামী এক বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আযোজন করেছি। আজ শতবর্ষের দোরগোড়ায় পা দিয়ে এই শুভ লগ্নে আমরা নরসিংহ দত্ত কলেজের গেট থেকে শতবার্ষিকী পথ পরিক্রমা এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার আয়োজন করেছিলাম। ওই পদযাত্রা কদমতলা, পাওয়ার হাউস, পঞ্চাননতলা, হাওড়া ময়দান, ফাঁসিতলা, বেলিলিয়াস রোড হয়ে আবার কলেজে এসে শেষ হয়। প্রসঙ্গত, এদিনের পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা ডক্টর সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্র শর্মা, দিব্যেন্দু মুখার্জি, সন্দীপ দত্ত, পৃথ্বীশ রায় সহ কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, প্রাক্তনীরা।

৭৫ তম চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস দিবস উদযাপন করেছে আইসিএআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুলাই ঃ দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া গর্বিতভাবে তার ৭৫ তম চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস দিবস উদযাপন করে, ১ জুলাই, ১৯৪৯-এ তার প্রতিষ্ঠাকে চিহ্নিত করে। এই গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষটি অত্যাবশ্যককে স্বীকৃতি দিয়ে. দেশব্যাপী ডাক্তার দিবস উদযাপনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভূমিকা এবং দায়িত্ব উভয়.পেশাই সমাজে ধারণ করে। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের প্রায়শই আর্থিক স্বাস্থ্যের ডাক্তার হিসাবে গণ্য করা হয়, ব্যবসা এবং অর্থনীতির মঙ্গলে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উপর জোর দেয়।জাতি গঠনের চেতনাকে আলিঙ্গন করে, দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া সক্রিয়ভাবে পেশাদার, স্টেকহোল্ডার এবং জনসাধারণকে সারা দেশে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য নিযুক্ত করে। এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য বৃদ্ধি, উন্নয়ন, এবং জাতির সামগ্রিক অগ্রগতিতে অবদান রাখা। এই বছরের উদযাপনটি ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর স্মরণে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব এর বছরব্যাপী দেশব্যাপী পালনের সাথে মিলে যায়। এই মাইলফলক উপলক্ষ্যে সারাদেশে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জন জাগ্রত অভিযানের মাধ্যমে আর্থিক ও কর সাক্ষরতা অভিযান, ব্যাপক বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে স্থায়িত্বের প্রচার, রক্তদান শিবির পরিচালনা, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রচেষ্টায় জড়িত হওয়া এবং আরও

অনেক কিছু।১৯৪৯ সালে পার্লামেণ্টের একটি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, ইন্ডিয়ার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ইনস্টিটিউট একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা যা ভারতে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির পেশাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দায়ী। অটল প্রতিশ্রুতির সাথে, ICAI দায়বদ্ধতা, সততা এবং স্বচ্ছতার নীতিগুলিকে সমুন্নত রাখে, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগকে এগিয়ে রাখে। জাতি-নির্মাণে একজন নিবেদিত অংশীদার হিসেবে, ICAI এর পূর্ব ভারত আঞ্চলিক পরিষদ ১ জুলাই, ২০২৩-এ ইনস্টিটিউটের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসকে স্মরণীয়. করে রাখতে আইকনিক ডে ইভেন্টের আয়োজন করার জন্য অত্যন্ত গর্ব ও উৎসাহ গ্রহণ করে। ক্টকএর নেতৃত্বে কলকাতার রাসেল স্ট্রিটে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে সিএ পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। দেবায়ন পাত্র, পূর্বাঞ্চলের চেয়ারম্যান, পূর্ব ভারত আঞ্চলিক পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের সাথে। উদযাপনের মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত ছিল ৭৫টি চারা রোপণ, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অংশ হিসাবে একটি পরিচ্ছন্নতা অভিযান, একটি বিনিয়োগকারী সচেতনতা কর্মসূচি এবং রক্তদান শিবির।

সাধারণ ব্যবস্থাপক বেগুনি লাইনের মাঝেরহাট স্টেশন পরিদর্শন করেছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ০১ জুলাই ঃ শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে আজ ০১.০৭.২০২৩ তারিখে জোকা -এসপ্ল্যানেড করিডোর (বেগুনি লাইন) এর মাঝেরহাট স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। শ্রী রেড্ডি আজ সকালে মাঝেরহাট স্টেশনের পরিদর্শন শুরু করেছিলেন যেখানে রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল) আধিকারিকরা তাকে সাম্প্রতিক সময়ের কাজের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমস্ত মুলতুবি কাজগুলি সম্পূর্ণ করার তাদের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেছিলেন। শ্রী রেড্ডি এখানে পূর্ব রেলের মাঝেরহাট স্টেশন, সম্পত্তি উন্নয়ন ইউনিট, প্ল্যাটফর্মের স্তর, AFC-PC গেটের প্রস্তাবিত স্থান, ভাযাডাক্ট ইত্যাদির সাথে যাত্রী বিনিময় পয়েন্টগুলি পরিদর্শন করেছেন। এছাড়াও তিনি প্লট নং ৩৪১, ডায়মন্ড হারবার রোড পরিদর্শন করেছেন, যেখানে একটি অননুমোদিত কাঠামোর কারণে এই স্টেশনের কাজ শেষ হতে বিলম্ব হচ্ছে। পরিদর্শনের পরে, শ্রী রেড্ডি উর্ধ্বতন মেট্রো এবং আরভিএনএল আধিকারিকদের সাথে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন যেখানে তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সেই জমিতে এই দখল (জিম হতে হয) অপসারণ করতে এবং সেখানে পরিকল্পিত কাজ সম্পূর্ণ করতে স্থানীয় .কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিতে নির্দেশ দেন। প্রথম দিকে তিনি সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের অনুরোধ করেছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার জন্য শহরের সমস্ত মেট্রো প্রকল্প যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে। তিনি ঊঙ্গগ্ন আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন যে ২০২৩ সালের পুজোর আগে মাঝেরহাট স্টেশনের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর জন্য। একবার চালু হয়ে গেলে মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশনটি কলকাতা এবং এর আশেপাশে হাজার হাজার লোকের জন্য খাবার সরবরাহ করবে, তিনি যোগ করেছেন। মাঝেরহাট মেট্রোর কাজ পর্যালোচনা করে জেনারেল ম্যানেজার সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সবাইকে সময়সীমা মেনে চলার পরামর্শ দেন।

রোদ-বৃষ্টির খেলায় মেতেছে দক্ষিণবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুলাই ঃ কখনও রোদ, কখনও আবার বৃষ্টি। রোদবৃষ্টির এই খেলায় মেতেছে কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে আবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিও হচ্ছে। আবহাওয়া রয়েছে মনোরমই, তাপমাত্রার পারদও করছে ওঠানামা। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আবার ভারী বৃষ্টিপাতের কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, মালদহ, দুই দিনাজপুরে বৃষ্টি আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

প্রার্থীদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে বুথে বুথে দৌড়াতে হচ্ছে বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১ জুলাই ঃ ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর ভাঙ্গন মেরামতিতে বুথে বুথে ছুটছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ভোটের দামামা বাজার আগেই রাজ্য বিভিন্ন প্রান্তে দীর্ঘ ৪০ দিন ব্যাপী নবজোয়ার নামক জনসংযোগ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তরুণ প্রজন্মের মন জয় করেছে তৃনমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাঁর পরপরই কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটে তৃনমূলের প্রার্থী তালিকায় নব জোয়ার কর্মসূচির সাফল্যের বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে। রাজনীতির ময়দানে একের পর এক নতুন মুখদের দেখা মিলেছে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায়। পরিসংখ্যান বলছে ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় ৯৫ শতাংশ মুখই নতুন। সেই নিরিখে রাজ্যের অধিকাংশ বুথেই প্রার্থী দিতে পারেনি বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও সি পি আই এমের রেড

ভলান্টিয়ারদের সক্রিয়তায় মাত্র ১শতাংশ বুথে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু ভোট যতই এগিয়ে আসছে ততই যেন নতুনভাবে সক্রিয় হয়ে উঠছে বঙ্গ বিজেপি। বিধানসভায় ভরাডুবির পরই ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল বিজেপির অন্দরে। সেই ভাঙ্গন মেরামত তো দূরের কথা ক্ষত স্থানে মলম লাগাতেই ভুলে গিয়েছিল বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। সেই কারণেই বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পরপরই বিজেপির বহু শীর্ষ নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকদের তৃণমূলে যোগদান করতে দেখা গিয়েছিল। তাই স্থানীয় সংগঠন গুলি ভেঙে যাওয়ার কারণে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী খুঁজতে হিমশিম খেতে হয়েছে বিজেপিকে। আর সেই সব প্রার্থীদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে বুথে বুথে দৌড়াতে হচ্ছে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীদের। ১লা জুলাই বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে ভোট প্রচার ও জনসংযোগ কর্মসূচিতে পা মেলাতে শ্যামপুরে আসেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। শনিবার শ্যামপুরের হোগলাশী মোড় থেকে দেউলী বাজার পর্যন্ত পদযাত্রা করেন তিনি, সঙ্গে ছিলেন হাওড়া জেলা গ্রামীন বিজেপির সভাপতি অরুনোদয় পাচৌধুরী।

প্রেসিডেন্সি জেলে পার্থকে আংটি পরতে দেওয়ায় সুপারের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুলাই ঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আংটি কাণ্ডে পদক্ষেপ কারা দফতরের। এবার প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারের বিরুদ্ধে হেস্টিংস থানায় দায়ের অভিযোগ। জেলের ভিতর পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আংটি পরে থাকতে দেওয়ায় আদালতের নির্দেশে প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারের বিরুদ্ধে পুলিশে দায়ের হল অভিযোগ। অভিযোগ দায়ের করলেন ডিআইজি (কারা)। যদিও অভিযোগের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্সি জেলের সুপার দেবাশিস চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর দায়ের করেনি পুলিশ। এই ঘটনায় দেবাশিসবাবুর বিপদ বাড়ল বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে আংটি কী ভাবে এল তার জবাবে সন্তুষ্ট ছিল না আদালত। জবাব চেয়ে দেবাশিসবাবুকে আদালতে তলব করেছিলেন বিচারক। সেখানে তিনি বলেন, পার্থবাবুর আঙুল থেকে

অনেক চেষ্টা করেও আংটি খোলা যায়নি। এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট ছিল না আদালত। ওদিকে বিষয়টি আদালতে ওঠার কয়েক দিনের মধ্যে সেই আংটি পার্থর হাত থেকে খুলে ফেলা হয়। দেবাশিস বাবুর বক্তব্যে অসন্তুষ্ট আদালত আইজিকে অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন। আইজি জানান, পার্থবাবুর হাত থেকে জোর করে আংটি খোলার চেষ্টা হলে তাঁর আঘাত লাগতে পারত। যার ফলে বিপাকে পড়তে হত জেল কর্তৃপক্ষকে। তবে আইজির সেই ব্যাখ্যাতেও সন্তুষ্ট হয়নি আদালত। এর পর কারা দফতরের ডিআইজিকে প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানাতে নির্দেশ দেন বিচারক। সেই নির্দেশ মেনে, শনিবার হেস্টিংস থানায় দেবাশিসবাবুর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন ডিআইজি কারা। প্রসঙ্গত, গত ১৯ এপ্রিল আদালতে প্রথম পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আংটির ব্যাপারটি ওঠে। ইডির আইনজীবী বলেন, পার্থ এতটাই প্রভাবশালী যে তাঁকে জেলে আংটি পরে থাকতে দেওয়া হচ্ছে। ভার্চুয়াল শুনানিতে পার্থবাবুকে হাত তুলে দেখাতে বলেন ইডির আইনজীবী। দেখা যায়, পার্থর আঙুলে রয়েছে ২টি আংটি। এর পরই এব্যাপারে জেল সুপারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২১২ সংখ্যা, রবিবার, ১৬ আষাঢ় ১৪৩০

পাকিস্তান কি যুদ্ধ চাইছে?

সম্পাদকীয় ১

পাকিস্তান কি যুদ্ধ চাইছে? সেই চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তানের সেনা বিভাগ থেকে। এইভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যদি পাকিস্তান বারবার মার খেতে থাকে তাহলে কিন্তু পাকিস্তানের কোনও অস্তিত্ব টিঁকে থাকবে না ভবিষ্যতে সেটা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, ভবিষ্যতে পাকিস্তান টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। পাকিস্তান বলে আর কোনও রাষ্ট্র থাকবে না। এটা ঠিক কিনা সেটা ভবিষ্যত বলতে পারবে। কিন্তু আগামি দিনে পাকিস্তানকে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। না হলে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক মর্যাদা হারাতে শুরু করেছে। তবে সেটা পরমানু যুদ্ধে পরিণত হবে কিনা তা বলা যাচ্ছে না। ভারতের ওপরে পরমানু হামলা যদি পাকিস্তান করে তাহলে ভারতের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর ভারত যদি পাল্টা পরমানু অস্ত্র প্রয়োগ করে তাহলে পাকিস্তান একেবারে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে উবে যাবে। দেখতে পাওয়া যাবে না। সেই ভয়টা পাকিস্তান পাচ্ছে। পাকিস্তানের কাছে গোপন বহু পরমানু অস্ত্র রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর প্রয়োগ করতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ একবার যদি ভারতের পরমানু পাকিস্তানের ওপরে এসে পড়ে তাহলে গোটা পাকিস্তান ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে। পাকিস্তানকে আর খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল হবে। বিজেপি আসতেই পাকিস্তানের অবস্থা খুব খারাপ হতে শুরু করে দিয়েছে। নাভিঃশ্বাস উঠতে শুরু করেছে পাক প্রধানমন্ত্রী সাহবাজ শরিফের। তিনি এমনভাবে চলাফেরা করছেন যাতে তার ওপরে কোনও হঠাৎ করে আক্রমণ না এসে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ এখন হাতের পুতুল মাত্র। তিনি পাকিস্তান সেনাদের কাছে হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন। তিনি যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে কী হবে পাকিস্তান সেনা বিভাগ থেকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা দিতে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ চান না ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে। পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তাদের টাকার কোনও মূল্য নেই। শেয়ার বাজারের পাকিস্তানের কোম্পানির কোনও দাম নেই। এর একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পাকিস্তানকে জঙ্গি রাষ্ট্র বলে আন্তর্জাতিক স্তরে ঘোষণা দেওয়া। জঙ্গিরাই পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তান সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। তার সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। এরাই ভারত আক্রমণ করার মদত এবং বুদ্ধি দিতে শুরু করে দিয়েছে পাক প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু তিনি একটি ব্যালান্স রেখে কথা বলে চলেছেন। ব্যালান্স না থাকলে যে কোনও সময়ে তাঁর গদি চলে যেতে পারে। ভারতের বিরুদ্ধে কথা না বলে কেউই পাকিস্তানের গদিতে বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারে নি। সব সময়ে ভারতকে গাল পাড়তে হবে। না হলে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বিদেশ মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হওয়া একেবারে অসম্ভব। নাওয়াজ শরিফ মোদির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার ফলে তাঁকে গদি ছেড়ে চলে যেতে হল। এখন আবার নওয়াজ শরিফের কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। বেনজির ভুট্টোও ভারতের সঙ্গে একটি মৈত্রী ভাব দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার ফলে তাকে প্রাণটা দিতে হল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি খুব কড়া ধাঁচের লোক। তিনি কারোর সম্পর্কে বেশি কথা বলেন না। ঠাণ্ডা মাথার রাজনীতি করার লোক হচ্ছেন মোদি।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে কার পাল্লা ভারি

সম্পাদকীয় ২

পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দল ছাড়াও বিরোধী দল আসন লাভ করবে। এবারে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটে বাম দল থেকে শুরু করে বিজেপি দল ভালো আসন লাভ করার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। বাম দলের নেতারা বলতে শুরু করেছেন যে তারা এতকাল ধরে যেসব পঞ্চায়েত আসন হারিয়েছে তা অধিকার করার চেষ্টা করবে। সেই কারণে গ্রামাঞ্চলে বাম সমর্থকেরা এখন থেকেই নির্বাচনী প্রচার করতে শুরু করেছে। এবারে বিজেপি দলও আশা প্রকাশ করছে যে তারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভালো ফল করবে। কংগ্রেস দল থেকে বলা হয়েছে এবারে দল মালদা এবং মুর্শিদাবাদে পঞ্চায়েত নির্বাচন ভালো ফল করতে পারে। কংগ্রেস আরও আশা প্রকাশ করছে যে নদিয়া জেলাতেও ভালো ফল লাভ করবে। পঞ্চায়েত নির্বাচন কংগ্রেস যেভাবে শূন্যতে পরিণত হয়ে যেতে শুরু করেছিল এবারে তা আর হবে না। কংগ্রেসের পঞ্চায়েত নির্বাচন কৃষকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে। বরাবরই কংগ্রেস দল কৃষকদের পাশে থেকেছে। এদিকে বাম দল কৃষকদের সমর্থন হারাতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা আবার কৃষকদের সমর্তন পেতে শুরু করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের ভোট নিয়ে পঞ্চায়েত আসন লাভ করে। তৃণমূল কংগ্রেস এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভালো ফল করবে। সবাই ভাবতে শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস শেষ হয়ে গিয়েছে। গত বিধানসভার নির্বাচনে এমন হাওয়া উঠেছিল যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠন করতে পারবে না। কিন্তু নির্বাচন ফল ঘোণা হতে দেখতে পাওয়া গেল যে তৃণমূল কংগ্রেস বিধানসভার নির্বাচন ভালো আসন সংগ্রহ করে সরকার গঠন করেছে। বিরোধী দলগুলি ভোটারদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেও ভোটাররা বিভ্রান্ত হয়নি। তারা কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের ওপরে আস্থা রেখেছে। তার ফলে তৃতীয় বারের জন্য সরকার গঠন করলো তৃণমূল কংগ্রেস। পঞ্চায়েত নির্বাচন এই সব খেলা দেখতে পাওয়া যাবে বলে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জিতছে বলা যেতে পারে।

ভগিনী নিবেদিতা ধর্মজ্ঞান

ভগিনী নিবেদিতা আয়ারল্যাণ্ড থেকে এসেছিলেন ভারতে নারী জাগরণ ঘটাতে। তিনি জাতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবী অরবিন্দকে তিনি অনুপ্রাণিত করেন বিপ্লবী আন্দোলন করতে। বরোদার রাজ পরিবারের আমন্ত্রণে তিনি বরোদায় গিয়েছিলেন। সেখানে বিপ্লবী অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। সেখানে বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে। বাংলায় এসে অরবিন্দ আশ্রয় লাভ করেছিলেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। সেখান থেকে তিনি বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। 'বন্দেমাতরম' এবং 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদনার কাজ করতেন। তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও পরবর্তীকালে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে গিয়েছিলেন।

ভারতে দ্বিতীয় 'সিপাহী বিদ্রোহ'র পরিকল্পনা

রবীন্দ্র কুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ভারতে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৮৫৭ সালে বারাকপুর থেকে। এবারে আর একটি 'দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ' নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলেন রাসবিহারী বোস এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)। ভাইসরয় এবং গর্ডন হত্যার পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও চুপ করে বসে থাকার লোক নন রাসবিহারী। তিনি এবারে চিন্তা ভাবনা করলেন যে আর দেরাদুনে থাকা চলবে না। এবারে অন্য কোনও স্থান থেকে বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করতে হবে। বাংলা এবং চন্দননগরের ওপরে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে সেখান থেকে আর কোনও বিপ্লবী কাজকর্ম করা অসম্ভবে পরিণত হয়েছে। সেই সময়ে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, চন্দননগরের বিপ্লবী সমিতির সদস্য এবং রাসবিহারী বোসরা চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে দিলেন যে কলকাতা এবং চন্দননগর থেকে বিপ্লবীর কাজকর্ম অন্যত্র সরাতে হবে যেখানে ব্রিটিশ সরকারের নজর থাকবে না। বেনারস হচ্ছে ধর্মীয় স্থান। ফলে এই স্থানের দিকে ব্রিটিশ সরকারের নজর কম থাকবে। ১৯১৩ সালে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বেনারস গোষ্ঠীর নেতা রূপে চিহ্নিত হলেন। তবে তার আগেই তিনি ১৯০৮ সালে বেনারসে 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশ সরকার 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে শচীন্দ্রনাথ বেনারসের 'অনুশীলন সমিতি'এর নাম পরিবর্তন করে 'ইয়ং মেন'স অ্যাসোসিয়েশন' নাম রাখলেন। অনুশীলন সমিতি'র নাম বদল করা হল শুধু মাত্র ইংরেজদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। তিনি আবার অভিভাবকদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করলেন। সেই কমিটি তৈরি করার একমাত্র লক্ষ্য হল অভিভাবকেরা যাতে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সহযোগিতা করেন। ১৯১২ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত এই অভিভাবক কমিটি সদসর্য খুবই সক্রিয় ছিল। ''formed a new party the object of which was to get in touch with the Bengal anarchists an to carry on a similar work in the United Provinces. The obtaining of arms and ammunation, the manufacture of bombs, the distribution of seditious literature, and tampering with the loyalty of the troops were among the means to be employed. From this time the activities of Sachindra and his friends became definitely criminal in character. Sachindra did in fact get in touch with the Bengal anarchists through one Makhan babu who introduced him to Sasanka Mohan Hazra, and Sachindra used to visit Bengal time to time and obtain both funds and bombs from that source. In the autumn of 1913 seditious literature was distributed by hand to a number of schools and colleges in Benares, while some numbers pasted sedtious leaftets on walls, and other copies of leaflets were distributed through the post. (The Judgement of Benares Conspiracy Case, as reported in the Statesman of February, 15, 1916) '' এদিকে ইউরোপ চঞ্চল হতে শুরু করে দিয়েছে। অস্ত্রে ঝনঝনানি

শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। যুদ্ধের একটি অভাস আগে থেকেই ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ পেয়ে গিয়েছে। ব্রিটিশ গোপনে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। রাসবিহারী ভাবলেন এটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। ব্রিটিশ শক্তি যখন ইউরোপের যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তখন চরম আঘাত হানতে হবে। তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারত থেকে সরে যেতে বাধ্য। সেই কারণে দেরাদুন থেকে কোনও রকম আর বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করা যাবে না। বেনারস হচ্ছে উপযুক্ত পরিবেশ। ধর্মীয় পাঠস্থানের আড়ালে বিপ্লবী কর্মযজ্ঞ চলতে থাকবে। ব্রিটিশ রাজ শক্তি যখন ইউরোপের যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তখন ভারতের সমস্ত বাসিন্দা এবং ভারতীয় সেনারা একত্র হয়ে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে তারা বাধ্য হবে ভারত ত্যাগ করতে। বেনারসে আছেন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। তাঁর রাসবিহারী সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। বিপ্লবী শিরীষ ঘোষের সঙ্গে আলোচনাা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবারে একেবারে আত্মনিয়োগ করতে হবে দেশের বিপ্লবী আন্দোলনে। রাসবিহারী দেরাদুনের ফরেস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউটের থেকে চিকিৎসার কারণ দেখিয়ে বেশ অনেক দিনের জন্য ছুটি নিলেন। পিতাকে একটি চিঠি লিখলেন। সেই চিঠিটা তাঁর পিতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পড়ল শিরীষ চন্দ্র ঘোষের ওপরে। রাসবিহারীর পিতা বিনোদ বিহারী বোস তখন সিমলাতে। ১৯১৪ সালে এপ্রিল মাসে তিনি পুত্রের চিঠিটা হাতে পেলেন। ''Dear Baba, After crores of salutations, my submission in this that you have surely heard by this time I am now entangled in a net of dangers of most terrible nature. Though God knows that I am wholly innocent, yet through the influence of my stars, I am today in the eye of all, an accused in the Delhi case. This is perhaps my last letter. But I trust you will never look upon me as faithless and guilty. I say in the name of God that I am wholly innocent. Be that as it may, everything is happening through the influence of stars, and I too am being carried along in their revolutions. What can I do? Man can never alter fate. Besides, when the mightiest government is my antagonist, it will be extremely difficult (for me) to obtain justice in the court (of law). However, whatever, is decreed by fate, will happen. I have been dreaming of how you might get happiness in end of your life, when the terrible bolt from heaven fell. Don'y waste money for nothing by engaging a pleader for me, for it is almost an impossible to fight against the government..I resign everything into the hand of God; do pray to Him for my welfare. óó (Two Great Indian Revolutionaries - Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-121)। রাসবিহারী বেনারসে এসে উপস্থিত হলেন। বসতিপূর্ণ জনবহুল এলাকা মিসির পোখরাতে বসবাস করতে শুরু করলেন রাসবিহারী। বাড়ির মালিক ছিলেন একজন সরকারী স্বাস্থ্য আধিকারিক যিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সমর্থক। ''At Benares Rash Behari gave a new momentum to the revolutionary forces and "practically took charge of the movememt" with Sachindra Nath Sanyal as his chief Lieutenant. The main plank of his operation was to organise an armed rising by the Bengal, Panjub and U.P. revolutionaries acting in unison with the British Indian army. Among the persons who used to frequent the Misir Pokhara residence of Rash Behari we came across Sachindra Nath Sanyal, Nalini Mohan Mykherjee, Narendra Nath Banerjee, Preo Nath Bhattacharya, Bibhuti Bhusan Halder, Ashutosh Roy, Manmatha Biswas etc.óó (Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-122-123)। রাসবিহারী যা চিন্তা করেছিলেন তাই ইউরোপে ঘটতে শুরু করলো। ১৮ জুন ১৯১৪ সালে যুগোশ্লাভের জাতীয়বাদীরা এবং 'সারবেরিয়ান ব্ল্যাক হ্যাণ্ড মিলিটারি সোসাইটি' র সদস্যরা অস্ট্রো-হ্যাঙ্গেরিয়ান প্রিন্স আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দকে হত্যা করলো সারাজেভোতে। এর ফলে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সারবিয়া আক্রমণ করলো ২৩ জুলাই। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে ইউরোপ দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো। এরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করে দিল। যার ফলে শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে সম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আমেরিকা এবং কানাডাতে গদর দল মাথা চাড়া দিল। র‍্যাশিয়াতে বলশেভিক দল শক্তিশালী হল। ব্রিটিশ সেনা বাহিনীতে ভারতীয় সেনাদের সংখ্যা ছিল এক মিলিয়ন। এদের মধ্যে ২৬ হাজার ভারতীয় সেনারা প্রাণ হারালো। এই সময়েই রাসবিহারী এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আলোচনায় বসলেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে ভারতীয় জনগণ এবং ব্রিটিশ সেনা দলে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাদেরকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ করাতে হবে। এর আগে একবার কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এক সেনা সঙ্গে কথা হয়েছিল। কিন্তু তাদের তরফ থেকে কোনও উত্তর সেই সময়ে পাওয়া যায়নি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি একেবারে ভিন্ন। বহু ভারতীয় সেনারা ঘরবাড়ি ত্যাগ করে বিদেশের মাটিতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মারা পড়ছে। তারা বাধ্য হচ্ছে বিদেশে মাটিতে গিয়ে যুদ্ধ করতে। সেখানে ভারতীয় সেনারা মারা গেলে তাদের উপযুক্ত পারলৌকিক কাজকর্ম হচ্ছে না। এই সময়ে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে জাতীয় চেতনাকে বৃদ্ধি করতে পারলে তারা আর বিদেশে গিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে রাজি থাকবে না। ভারতীয় সেনাদের বোঝাতে পারলে তারাই বন্দুক ঘুরিয়ে ব্রিটিশ শক্তির দিকে তাক করবে। ইউরোপের যুদ্ধের সময়টাকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের কাজে লাগাতে হবে। তার জন্য দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ চাই। ব্রিটিশরা ব্যস্ত থাকবে ইউরোপ নিয়ে। সেই ফাঁকে ভারতে শুরু হবে দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ। এর সঙ্গে যুক্ত হবে ভারতের জনগণ।

(ক্রমশ...)

'রেখো মা দাসেরে মনে এই মিনতি করি পদে'

বিশেষ প্রতিনিধি

(সবার অলক্ষ্যে চলে গিয়েছে বাংলার রেনেসাঁসের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রয়াণ দিবস। তিনি ২৯ জুন, ১৮৭৩ সালে পরলোকগমন করেছিলেন। তাঁর সন্মার্থে এই প্রতিবেদন)

মাইকেল একেবারে বিপরীত দিকে পা চালাতে শুরু করে দিলেন। প্রাচ্য সভ্যতাকে ত্যাগ করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন। প্রাচীন ধর্মীয় খোলস থেকে বের হয়ে এসে নতুন ভাবে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তার জন্য তিনি বহু কষ্ট ভোগ করেছেন। রামায়ণের বহমান চিন্তার ধারাকে একেবারে নতুন দৃষ্টিকোন দিয়ে বিচার করলেন। 'মেঘনাদ বধ' কাব্য রচনা করলেন। সেখানে তিনি দেখালেন যে রাম, রাবণ রাজা মহারাজ হয়েও প্রকৃত অর্থে তাঁরা কিন্তু বীর নন। প্রকৃত বীর এবং শক্তির আধার হলেন মেঘনাদ। তিনি শক্তিশালী ধনুধর। মহান রাম, রাবণ চরিত্র মাইকেলের মনে কোনও রেখাপাত করতে পারেনি। 'মেঘনাদ'কেই তিনি রামায়ণের মহান বীর বলে উপস্থিত করলেন। প্রাচীন কাল থেকে রামায়ণ বা মহাভারতে এবং হিন্দু পুরাণ গ্রন্থে যে সব চরিত্রগুলি অবহেলিত হয়েছিল সেগুলিই মাইকেলের হাতে মহান হতে শুরু করলো। যুক্তি দিয়ে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের চরিত্রগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। মাইকেল হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে সাহেব হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে সেই সময়ে হিন্দু বলে গ্রহণ করতে একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর গায়ে হিন্দুদের কোনও রক্ত প্রবাহিত হবে না বলে তিনি খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করে ঘাঁটি সাহেবে পরিণত হলেন। লিখে ফেলেন 'ক্যাপটিভ লেডি' মহাকাব্য। বাইরনের 'দ্য লেডি অব স্যালোট' মতো মহাকাব্য রচনা করলেন ইরেজি ভাষাতে। ইংরেজি প্রতিষ্ঠিক কবি বাইরনকে অতিক্রম করার প্রবল ইচ্ছা থেকেই তিনি ক্যাপটিভ লেডি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন যার পাঠককূল বাঙালি ছাড়া আর কোনও ইংরেজ ছিল না। ইংরেজরা কিন্তু মাইকেলকে ইংরেজ কবি বাইরনের আসনে বসায় নি। বিদেশে থাকাকালীনই মাইকেল তাঁর নিজস্ব কবি সত্ত্বা এবং নিজের অবস্থান দেখে তা অনুভব করতে পেরেছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে যে মাইকেল সাহেব ইংরেজি কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন বিদেশে গিয়ে সেই মাইকেল আবার বাংলার কবি জগতে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বিদ্যাসাগর এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি মাইকেল সাহায্য করলেন। বিদ্যাসাগর তখন মাতৃভাষায় শিক্ষা অন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন জোর কদমে। ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার চর্চার শ্রীবৃদ্ধির দিকে মনসংযোগ করতে শুরু করেছেন বিদ্যাসাগর। এবারে সেই আন্দোলনে সামীল হলেন মাইকেল। তিনি আবার বিদ্যাসাগরের নারী শিক্ষা আন্দোলনকে সমর্থন করে বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা করলেন। বিদ্যাসাগরের নারী স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন দিলেন। বীরাঙ্গনা কাব্য এর পাশাপাশি লিখলেন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'। বিদ্যাসাগরে দেখানো পথ ধরে মাইকেল এবারে চলতে শুরু করলেন। 'মেঘনাদ বধ কাব্য' প্রথম প্রকাশ অনুষ্ঠানে মাইকেলসম্বর্ধনা বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন না। তবুও বিদ্যাসাগর মাইকেল বন্ধুত্বের কোনও চিড় ধরে নি। মাইকেলের বন্ধু মহল তখন তৈরি হয়েছিল প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গৌরদাস বসাক, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেশের তৎকালীন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। কিন্তু এই সব বন্ধুরা তাঁর দুর্দিনের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মাইকেলের পরিচয় খুব বেশি হলে ছয় বছর মাত্র। দুই জনের সামাজিক ভিন্নতা থাকলেও কিন্তু নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হতে পেরেছিল। সেখানে কোনও স্বার্থ কাজ করেনি। শুধু বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন মাইকে বাংলার চর্চায় বিশেষ মনোযোগী হোক। এই চাওয়াটা বিদ্যাসাগর নিজ স্বার্থে নয়, সমগ্র বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করতে চাওয়া। তিনি বাংলা ভাষা রত্নভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে মাইকেলকে সহযোগিতা করেছিলেন। বাংলা ভাষার বৃহৎ স্বার্থের দিকে তাকিয়ে একের পর এক মাইকেলের আবদারকে নীরবে সহ্য করে নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। এখানেই বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের জয় হল বলা যেতে পারে। যে ঈশ্বরচন্দ্র ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র চর্চা করে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেছিলেন সেই বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাস' বিধবা বিবাহ প্রচলন করে স্বাধীনতা তথা নারী মুক্তির কথাকে ব্যক্ত করলেন। আর মাইকেল 'বীরঙ্গানা কাব্য' এবং 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য রচনা করে প্রাচীন ভারতের নারী আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দিলেন। যাঁরা মহাকাব্যের যুগে অচ্ছ্যুত হয়েছিলেন তাঁরা মাইকেলের হাত ধরে সমাজের পদপ্রদীপে সামনে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে বিদ্যাসাগরের জয় হলো বলা যেতে পারে। মাইকেল স্বয়ং রাজনায়ারণ লিখেছেন,''You will be pleased to hear that the great Vidyasagar is almost a convert to the new poetical creed and is beginning to treat the 'apostle' who has propagated it with great attention, kindness, and almost affection'' বিদ্যাসাগর মাইকেলের ওপরে কোনও জোর খাটাননি। মাইকেলের চিন্তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেননি। উল্টে মাইকেল বিদ্যাসাগরের দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করে দিয়েছিলেন। মাইকেল যেসব কাব্য, নাটক রচনা করে গিয়েছেন তার মধ্যে প্রতিবাদের সুর শোনা গিয়েছে। সেই সব প্রতিবাদ বিদ্যাসাগর তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল সুস্থ শিক্ষিত সমাজ তৈরি করা। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি এগিয়ে চলতে শুরু করেছিলেন। সেই পথে চলার সাথী হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন মাইকেলকে। এখানেই বিদ্যাসাগরের নারী মুক্তি তথা মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থকতা।

হেরিটেজ বিষ্ণুপুর ঘোষপাড়া দুর্গাপুজো

রাজারহাট বিষ্ণুপুর ঘোষপাড়ার আটচালার দুর্গাপুজোর ইতিহাস। রাজারহাট বিষ্ণুপুর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নায়েব ছিলেন রামরাম ঘোষ। এক সময়ে কৃষ্ণনগরে বন্যা দেখা দিলে দুর্গাপুজো অনিশ্চিত হয়ে যায় কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে। তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জমিদারি দান করলেন নায়েব রামরাম ঘোষকে এবং তিনি নির্দেশ দিলেন সেখানে আটচালার দুর্গা প্রতিমার মণ্ডপ তৈরি করতে হবে। এই পুজো প্রায় চারশো বছর অতিক্রম করে চলেছে। রামরাম ঘোষের বংশধর অম্বিকাচরণ ঘোষের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন তাঁর নাম ছিল নিরঞ্জন ঘোষ। তিনি আবার রামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ ছিলেন। এই দুর্গা প্রতিমার কাঠামো তৈরি হয় উল্টোরথের দিন। বংশ পরম্পরায় পাল বংশের লোকেরা এই প্রতিমা তৈরি করে থাকে। ষষ্ঠীর দিন দেবী ঘট প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতীতে সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীতে পশু বলি দেওয়া হতো। ২০১৪ সাল থেকে পশু বলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দশমীর দিন কাঁধে করে দেবী প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার রীতি ছিল। কিন্তু এখন আর সেই রীতি নেই। দশমীর দিন

ঘোষ, বোস, এবং মিত্র পরিবারের সদস্যরা ছাড়া আর কারোর অধিকার নেই প্রতিমা স্পর্শ করার। রাতের বেলায় প্রতিমা নিরঞ্জন দেওয়ার পর কদলী পত্রে দেবী দুর্গা সহায় কথাটি লিখে রাখা প্রথা চালু আছে। অতীতে সমস্ত প্রজারা এখানকার প্রসাদ গ্রহণ করতো। আজও সেই প্রথা রয়েছে। কিন্তু তাতে ভাটা পড়েছে। বহু গ্রামের প্রজারা এখন আর গ্রামে না থেকে কলকাতায় এসে পুজো দেখে। তবে গ্রামের প্রজাদের জন্য এই তিন দিন খাওয়া দাওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে ঘোষ পরিবার। তাদের পুজোকে কেন্দ্র করে গ্রামে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সবাই এই পুজোতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। তার জন্য ঠাকুর দালানের ঘরগুলো খুলে দেওয়া হয়। সেখানে গ্রামের মহিলারা এসে বসবাস করতে থাকে। পুজোর পর যে যার ঘর চলে যায়। গ্রামের মেয়েরা পুজোতে অংশ গ্রহণ করে বটে। কিন্তু তারা দেবী প্রতিমা স্পর্শ করতে পারে না। ঘোষ বংশের মহিলারাই দেবীর অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে। এবং দেবী পুজোয় অংশ গ্রহণ করে। গ্রামের মহিলারা শুধু পুজোর অন্য কাজ করে থাকে।

নগরোন্নয়ন ও তার প্রভাব নিয়ে দুদিনব্যাপী জাতীয়স্তরের সেমিনারের আয়োজন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ জুলাই ঃ নগরোন্নয়ন ও তার প্রভাব নিয়ে দুদিনব্যাপী জাতীয়স্তরের সেমিনারের আয়োজন করলো উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ। সেমিনারের শুভ সূচনা করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। পাশাপাশি ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। শনিবার এই সেমিনারের আয়োজন হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সেমিনারের আহ্বায়ক অরিন্দম বসাক জানান, পার্বত্য এবং উপপার্বত্য অঞ্চল ভূমিকম্প ও ধস প্রবণ বলে চিহ্নিত। এই সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য শিলিগুড়ি, পার্বত্য অঞ্চল এবং দার্জিলিঙে নগরায়নের ফলে জলের সমস্যা সহ একাধিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সে সব কথা মাথায় রেখে ভবিষ্যতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে কি করে নগরায়ন করা সম্ভব সে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই সেমিনারে মেয়র গৌতম দেব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টার নুপুর দাস, ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক দীপক কুমার মন্ডল ও রঞ্জন রায় সহ অন্যান্য অধ্যাপক ও অধ্যাপিকারা। এছাড়াও উপস্থিত ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সহ রিসার্চ স্কলাররাও।

সোনাউল্লা বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য, ঘটনাস্থলে পুলিশ ও কাউন্সিলর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ জুলাই ঃ বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমের ফ্যান সহ বেশ কিছু সামগ্রী চুরি এবং নষ্ট করল চোরের দল বলে অভিযোগ। বিদ্যালয়ে প্রায়সই চুরির ঘটনায় শনিবার চাঞ্চল্য তৈরী হয়েছে শহর জলপাইগুড়িতে। শনিবার সকালেই সোনাউল্লা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা এসে দেখেন বিদ্যালয়ের কয়েকটি সিলিং ফ্যান ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস চুরি হয়েছে। এরপর তারা দেখেন জানালা ভেঙে হাইস্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফ্যান চুরি গেছে। পুলিশকে বার বার জানিয়েছেন এখানে কয়েকজন নেশাগ্রস্ত যুবক এই ধরনের কাজের সাথে যুক্ত। যদিও পুলিশ এর আগের চুরির জন্য কয়েকজনকে ধরেছেন কিন্তু আবারও একই ঘটনা ঘটল এই বিদ্যালয়ে। শিক্ষক থেকে কাউন্সিলর পুরো ঘটনার জন্য চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কারণ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এতবার চুরি হবার পর ও আজ পর্যন্ত কোন সুরাহা কেন হল না।

ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম এবং মৃত্যু দিবস পালন করল ইংরেজবাজার পৌরসভা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ জুলাই ঃ প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম এবং মৃত্যু দিবস পালন করল ইংরেজবাজার পৌরসভা ও ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন। শনিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ মালদা শহরের মনস্কামনা রোড এলাকায় ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। মাল্য দান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ২০ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর চৈতালি ঘোষ সরকার, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সভাপতি ডা. তাপস চক্রবর্তী, সম্পাদক ডা. পীযূষ কান্তি মন্ডল সহ অন্যান্য চিকিৎসক ও পৌর আধিকারিকরা। আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানের পর বৃক্ষরোপণ, স্মৃতিচারণ সহ জেলা জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের মালদা জেলা শাখা। ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম এবং মৃত্যু দিবস পালন করা হয় ইংরেজবাজার পৌরসভা ও ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে।

সুখিয়া থেকে মানেভঞ্জন যাওয়ার রাস্তায় ধানের চারা লাগিয়ে প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ১ জুলাই ঃ দার্জিলিংয়ের সুখিয়া থেকে মানেভঞ্জন যাওয়ার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ওই রাস্তা মেরামত না হওয়ায়। ওই রাস্তায় ধানের চারা লাগিয়ে প্রতিবাদ জানালো হামরো পার্টি দল। দার্জিলিংয়ের অন্যতম আকর্ষণ সান্দাকফু, ফালুট যাওয়ার প্রধান রাস্তাই হল সুখিয়া থেকে মানেভঞ্জন যাওয়ার রাস্তা। তবে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ওই রাস্তা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় খানাখন্দে ভরে গেছে। বারবার বিভিন্ন মহলে জানিয়েও রাস্তা মেরামত না হওয়ায় অবশেষে শুক্রবার দুপুরে ওই রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় থাকা গর্তে ধানের চারা গাছ লাগিয়ে প্রতিবাদ জানালো হামরো পার্টি দল। এদিন হামরো পার্টি দলের সুখিয়া মানেভঞ্জন সমষ্টির সভাপতি দিপেন রাইয়ের নেতৃত্বে দলীয় কর্মী সমর্থকরা রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় ধানের চারা লাগিয়ে দেয়।

বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ জুলাই ঃ বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করলো সেনপাড়ার মিলন বেকারি রোডের বাসিন্দারা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থা রাস্তাটির। এখন বর্ষাকাল, রাস্তায় অবস্থা কঙ্কালসার। রাস্তার মধ্যে বড় বড় গর্তে বৃষ্টির জল জমে ভগ্ন দশা অবস্থা। গর্তে যখন তখন যে কোন যানবাহন পড়ে গিয়ে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে এলাকাবাসী জানান। এলাকাবাসী ননী গোপাল সেন বলেন, দীর্ঘ বছর ধরে এই রাস্তার বেহাল দশা, এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষও এই রাস্তায় চলাচলে দুর্ভোগের শিকার। দিন বাজার থেকে কোনো টোটো, গাড়ি কেউই ভাড়া আসতে চায় না। পুরসভায় বলা সত্বেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আমরা চাই এই ভাঙ্গা রাস্তা দ্রুত মেরামত করা হোক।এদিন রাস্তা অবরোধের জেরে ঘুরপথে যেতে হয় স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন যানবাহনের। টোটো চালক দীনবন্ধু রায় বলেন, এই রাস্তা ধরে আমরা প্রতিদিনই শহরে যাতায়াত করি কিন্তু রাস্তার এতোটাই বেহাল দশা যে যখন তখন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এভাবেই যাতায়াত করি। রাস্তা অবরোধের কথা শুনে ঘটনাস্থলে আসেন ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বরূপ মন্ডল। তিনি স্বিকার করে বলেন, দীর্ঘ সাত বছর ধরে এই রাস্তা খারাপ ছিল। তার মধ্যে আমরুদ প্রকল্পের পানীয় জলের পাইপ বসানোর পর। রাস্তা সেভাবে মেরামত হয়নি। তাই বর্ষাকালে কিছু জায়গায় গর্ত হয়ে জল দাঁড়িয়ে পড়েছে। এতে সবার যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে। রবিবার থেকে এই ভাঙ্গা রাস্তার মধ্যে বেড মিশালি পড়বে। এবং এই রাস্তার কাজ এস্টিমেট করাও হয়েছে। বাকিটা সময়ের অপেক্ষা। দপ্তরে টাকা এলে দ্রুত এই কাজ সম্পূর্ণ করা হবে বলে তিনি জানান ।

নদীয়ায় দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে এসে সায়নী ঘোষ প্রসঙ্গে কটাক্ষ বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১ জুলাই ঃ শনিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়েই পঞ্চায়েত নির্বাচনে কৃষ্ণনগর ২৪ নং জেলাপরিষদের বিজেপি প্রার্থী গুরুপদ দে-র হয়ে কৃষ্ণনগরের ১ নং ব্লকের জোয়ানিয়া পঞ্চায়েতে সুচিয়া ভবানীপুর সহ নবদ্বীপ ব্লকের কানাইনগর এলাকায় প্রচারে আসেন রুদ্রনীল ঘোষ। সেখানেই বক্তব্যে তৃণমূল কংগ্রেস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একের পর এক আক্রমণ করতে দেখা গেল তাকে, পাশাপাশি বক্তব্যের শুরু ও শেষে তাকে বলতে শোনা যায় গরু খায় ঘাস ফুল, পুজোয় লাগে পদ্ম ফুল এ ছাড়াও গতকাল তৃণমূল নেত্রী সায়নী ঘোষের ইডির ডাকে হাজিরা প্রসঙ্গে বলে যেমন দীঘা- পুরী গেলে নির্দিষ্ঠ পোশাক পরতে হয় তেমনি তৃণমূলে থাকতে গেলে চুরি করতে হয়, না হলে চোরকে সমর্থন করতে হয়। এদিন তিনি দলীয় কর্মী ও স্থানীয়দের উদ্দেশ্যে বলেন নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে অশান্তি করার চেষ্টা করবে আপনারা সকলে এক হয়ে থাকবেন আর এটা ওরা কেন করবে জানেন কারন আমরা ভদ্র, তাই এবার ওরা কিছু করতে এলে আমরা আর ভদ্র থাকবো না। পাশাপাশি কানাইনগর বটতলায় রুদ্রনীল ঘোষকে স্বাগত জানায় অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের নবদ্বীপ ব্লক কমিটির সম্পাদক রনজিত মন্ডল, সেখানেও দলীয়, প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করেন রুদ্রনীল ঘোষ, সেখানে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি সায়নী ঘোষ প্রসঙ্গে বলেন আমাদের দুঃখ লাগে পেশায় উনি অভিনেত্রী, পাশাপাশি তিনি আরও বলেন বগটুই কান্ডে সবাই দেখেছে সেখানে সংখ্যা লঘু তৃণমূলীদের দিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা লঘু মানুষদের মেরেছে আর পরবর্তী সময়ে সেখানে গিয়ে মৃত ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে। সব মিলিয়ে একটু দেরিতে প্রচার শুরু করলেও লড়াইয়ের ময়দানে তৃণমূলকে বিজেপি যে এতটুকুও জমি ছাড়তে নারাজ তা বলাই বাহুল্য।

তৃণমূলের মিটিংয়ে যেতে অস্বীকার করায় রাতের অন্ধকারে এক সিপিআইএম কর্মীকে মারধরের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ জুলাই ঃ তৃণমূলের মিটিং এ যেতে অস্বীকার করায় রাতের অন্ধকারে এক সিপিআইএম কর্মীকে বেধড়ক ভাবে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর -১ নং ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিনগর গ্রামে। অভিযোগ উঠেছে হরিশ্চন্দ্রপুর ১৩ নং আসনের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী মকরম আলি ওরফে স্বপন আলি ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। আহত হয়েছেন সিপিআইএম কর্মী মজিবুল রহমান। তবে মারধরের অভিযোগটি একেবারেই ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন তৃণমূল। এই নিয়ে এদিন রাতে সিপিআইএম এর নেতা কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। আহত মজিবুল রহমানের পরিবার রাতেই স্বপন আলি সহ চার জনের নামে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন সন্ধ্যায় আলিনগর ১ নং বুথে ছিল তৃনমূলের বুথ মিটিং। তৃণমূলের কর্মীরা মিটিংয়ে যাওয়ার জন্য মজিবুল রহমানকে ডাকতে আসেন। তখন সে বাড়ি সামনে দাঁড়িয়ে ছিল এবং মিটিং এ যেতে সরাসরি অস্বীকার করেন। এতেই তৃণমূলের কর্মীরা তার উপরে চড়াও হয়ে বেধড়ক ভাবে মারধর করেন বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী স্বপন আলি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। সেও মজিবুল রহমানকে মারধর করেন এবং তার গলা টিপে শ্বাসরোধ করে মারার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। তৃণমূলের দলবলের মারধরে ঘটনাস্থলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন সিপিআইএম কর্মী মজিবুল রহমান। পরিবারের লোকেরা রাতে আহত মজিবুলকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করান। বর্তমানে সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে।

জঙ্গলমহলে ভাঙছে কুড়মি ঐক্য, নীরবে ঘর গুছিয়ে নিয়েছে শাসকদল

দুরন্ত বার্তা, জঙ্গলমহল, ১ জুলাই ঃ পঞ্চায়েতে জঙ্গলমহলে শাসকের বড় মাথাব্যথা কুড়মি ইস্যু। নেতৃত্ব অন। থাকলেও ভাঙন ধরছে কুড়মি ঐক্যে। সমাজের নির্দেশ অমান্য করে বহু ক্ষেত্রে শাসক ও বিরোধী শিবিরের প্রার্থী কুড়মিরাই। সপ্তাহ ঘুরলেই রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনে বাঁকুড়া সহ জঙ্গলমহলে শাসক দলের গলায় কাঁটার মতো বিঁধছে কুড়মি ইস্যু। নির্বাচনে কুড়মি ইস্যু যে রাজ্যের জঙ্গলমহলে শাসক দলকে রীতিমত অস্বস্তিতে রেখেছে তা স্বীকার করছে তৃণমূলও। তবে কুড়মিদের মধ্যেও বিভাজন স্পষ্ট হয়েছে। আন্দোলনকারী সমাজ নেতৃত্বের ডাক অমান্য করেই শাসক তৃণমূল-সহ অন্যান্য দলের প্রার্থী হয়েছেন কুড়মি সম্প্রদায়ের অনেকে। ফলে কুড়মি ভোট ভাগাভাগির অঙ্কও রীতিমত জটিল হয়ে উঠছে জঙ্গলমহলে। কেন্দ্রের কাছে সি আর ই কমেন্ট ও জাস্টিফিকেশান পাঠানোর দাবিতে বছর খানেক আগে থেকে জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতে নিজেদের আন্দোলন তীব্রতর করে কুড়মি সমাজের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন। রেল টেকা ডহর ছেকা, ঘাঘর ঘেরা-সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নিজেদের দাবিগুলিকে সরকারের কাছে তুলে ধরেন তাঁরা। সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়ায় নবজোয়ার কর্মসূচিতে গেলে তাঁকে আটকে কুড়মিরা জানান রাজ্য সরকার দ্রুত কুড়মিদের দাবি পূরণ না করলে সেক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে কুড়মিরা শাসক দলের পক্ষে থাকবে না। এদিকে রাজ্য সরকারব্যবস্থা না নেওয়ায় কুড়মিদের একাধিক সামাজিক সংগঠন ঘোষণা করে এই গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে কুড়মিরা শাসক দলকে সমর্থন করবে না। একই সঙ্গে তারা অন্য কোনো দলের পক্ষে থাকবে না বলেও জানিয়ে দেয়। এই ঘোষণার পর কুড়মি সমাজ নেতারা সিদ্ধান্ত নেয় জঙ্গলমহলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কুড়মি সমাজের পক্ষ থেকে প্রার্থী না দেওয়া হলেও সবক্ষেত্রেই তারা নির্দল প্রার্থীদের সমর্থন করবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জঙ্গলমহলের অধিকাংশ আসনে নির্দল প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে কুড়মিরা। আর তাতেই প্রমাদ গোনে রাজ্যের শাসক দল। শাসক দলের আশঙ্কা কুড়মি সমাজের কথা শুনে কুড়মি ভোট ব্যাঙ্ক নির্দলের পক্ষে গেলে সেক্ষেত্রে জঙ্গলমহলের বেশ কিছু ব্লকে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরের বহু আসনে অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়তে হবে তৃণমূলকে। কুড়মি ইস্যুতে বিপাকে পড়ার কথা কার্যত নির্বাচনের আগে স্বীকারও করে নিচ্ছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। তবে তাঁদের দাবি কুড়মি সমাজ আসলে বহুক্ষেত্রে ভোট ভাগাভাগি করে বিরোধীদেরই সুবিধা পাইয়ে দিতে চাইছে। এদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কুড়মিদের মধ্যেও ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়েছে বিভাজন। সামাজিক সংগঠনগুলির ডাক অগ্রাহ্য করেই কুড়মিদের একটা অংশ সরাসরি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হয়েছেন। যার মধ্যে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলেই কুড়মি প্রার্থীর সংখ্যা চোখে পড়ার মতো। কুড়মি নেতাদের দাবি, যে সমস্ত কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হয়েছেন তাঁদের আগামীদিনে বুঝিয়ে সমাজ আন্দোলনে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হবে। সমাজ আন্দোলন ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দুটি বিষয়কে ভিন্ন প্রেক্ষিত হিসাবে দাবি করে পাল্টা সামাজিক নেতাদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তৃণমূলের কুড়মি প্রার্থীরা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে সামাজিক আন্দোলনে সামিল কুড়মি নেতারা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দলের প্রার্থী হওয়া কুড়মিদের মধ্যে এই তরজার মাঝেই উঁকি দিচ্ছে একটি প্রশ্ন, নজিরবিহীন ভাবে কুড়মি ভোট ব্যাঙ্ক ভাগাভাগির অঙ্কে পঞ্চায়েত নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত জয়ের মালা উঠবে কার গলায়?

জলমগ্ন মালদা শহরের রথবাড়ি সাবওয়ে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ জুলাই ঃ দুই দিনের টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন মালদা শহরের রথবাড়ি সাবওয়ে। জল জমে প্রায় পুকুরের আকার ধারণ করেছে। এমন অবস্থায় চলাচলের অযোগ্য শহরের একমাত্র সাবওয়ে ব্যস্ততম এলাকার। বাধ্য হয়ে সাধারণ মানুষ রেললাইন পারাপার করছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সকাল থেকে মানুষ পারাপার করছেন রেললাইন। সঙ্গে চলছে ট্রেন। রেলের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য মালদা শহরের রথবাড়িতে তৈরি করা হয়েছে সাবওয়ে। কিন্তু নিকাশি ব্যবস্থা ভালো না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই প্রায় জলের তলায় চলে গেল সাবওয়ের রাস্তা। প্রচুর জল জমে থাকায় সকাল থেকে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে রথবাড়ি সাবওয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য।। এই রাস্তা দিয়ে নিত্যদিন কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। হঠাৎ করে জল জমে রাস্তা বন্ধ হয়ে পড়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে নিত্যযাত্রীরা। নিত্য যাত্রীদের অভিযোগ, সাবওয়ে তৈরি করা হলেও সঠিকভাবে বিকাশের ব্যবস্থা তৈরি করা হয়নি। এমনকি সাব এর পাশে রয়েছে হাইড্রেন সেই ড্রেনের থেকে সাবওয়ের রাস্তা অনেকটাই নিচু যার ফলে জল বাইরে বেরোতে পারছে না। রেলের কাজের গাফিলতি অভিযোগ তুলছেন সাধারণ মানুষ।

বাঁকুড়ায় তৃণমূলের পতাকা পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১ জুলাই ঃ বাঁকুড়ার রাইপুর ব্লকের ফুলকুশমা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধাও গ্রাম তৃণমূলের পতাকা আগুনে পুড়িয়ে ফেলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগের তীর বিজেপির দিকে। যদিও, ঘটনা অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। শনিবার সকালে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব দেখতে পান রাস্তার ধারে টাঙানো বেশ কয়েকটি পতাকা কেউ বা কারা খুলে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, তাতে কেউ বা কারা আগুন ধারিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনা ঘটার পরই তৃণমূল কর্মীদের সন্দেহ যে বিজেপি এই নোংরা রাজনৈতিক খেলা খেলছে। যদিও সেই দাবি অস্বীকার করে বিজেপি নেতৃত্ব বলেছে এই ধরনের নোংরা রাজনীতি তারা করছে।

গবাদি পশুর দেহ উদ্ধার, চিতার আতঙ্ক মেটেলিতে

দুরন্ত বার্তা, মেটেলি, ১ জুলাই ঃ গবাদি পশুর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার ঘিরে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়াল মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের খালপাড়া এলাকায়। জানা গেছে, শুক্রবার রাতে স্থানীয় বিমল সরকারের গোয়ালঘর থেকে উধাও হয়ে যায় একটি বাছুর। এরপর শনিবার সকালে স্থানীয়রা ওই বাছুরের ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখতে পান। প্রায় সপ্তাহখানেক আগে বিমল সরকারের বাড়ি থেকে আরও একটি ছাগল উধাও হয়ে যায়। চিতাবাঘই তুলে নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। লাগাতার এমন ঘটনায় চিতাবাঘের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এলাকায়। চিতাবাঘ ধরতে এলাকায় বন দফতরের তরফে খাঁচা বসানোর দাবি জানানো হয়েছে। বন দফতরের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস যাওয়া হয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই ব্যক্তি গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ জুলাই ঃ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ভক্তিনগর থানা সূত্রে জানা যায় গৌরব চক্রবর্তী এবং গৌরব সূত্রধর একই জায়গায় কাজ করতো, কোনো একটি বিষয় নিয়ে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে বচসা বাঁধে এরই মধ্যে গৌরব সূত্রধর গৌরব চক্রবর্তীকে গুলি করে। গুলিতে আহত ব্যক্তি শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনাটি ঘটে খাইখাই বাজার এলাকায়। এরপরই ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ তদন্তে নেমে ফকদই বাড়ি এলাকা থেকে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে ৭.৬৫ এমএম একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পাশাপাশি গ্রেপ্তার হয় গুলি চালানো ব্যক্তি গৌরব সূত্রধর। শনিবার তাদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

নলহাটি থেকে উদ্ধার বোমা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোটের মুখে রাজ্য থেকে বোমা উদ্ধার অব্যাহত । শনিবার ফের ব্যাগ ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার বীরভূমের নলহাটি থেকে। আজ বীরভূমের নলহাটি ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের মাঠ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় বোমা গুলি উদ্ধার হয়। নলহাটি পাথর শিল্পাঞ্চল যাওয়ার বাইপাস রাস্তার ধারে একটি ব্যাগে বোমা গুলি রাখা ছিল। পুলিশের অনুমান ব্যাগটিতে প্রায় ৭-৮ টি বোমা মজুত রয়েছে। খবর পেয়ে নলহাটি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে এলাকাটিকে ঘিরে রেখেছে। খবর দেওয়া হয়েছে বোম স্কোয়াডে। নাশকতার ছক কি উঠছে প্রশ্ন। এই প্রথম নয় এর আগেও বস্তা ভর্তি বোমা, বাক্স বাক্স জিলেটিন স্টিক উদ্ধার হয়েছে বীরভূমে। নলাহাটিতে চাঞ্চল্য। পরিত্যক্ত ঘরে রাখা হয়েছিল বোমা ও বিস্ফোরক। ডায়মন্ডহারবার, দুবরাজপুর, দিনহাটা, ভাঙড়, ইংরেজবাজারে বিপুল পরিমাণ বোমা উদ্ধার হয়েছে। দুবরাজপুরে বোমা বিস্ফোরণ হয়। রামপুরহাট থেকে দু'ড্রাম ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এবার বীরভূমে বিপুল পরিমাণ বোমা উদ্ধার হচ্ছে। পঞ্চায়েত ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই রাজ্য জুড়ে বোমা শিল্পের উৎপাদন বাড়ছে বলে কটাক্ষ বিরোধীদের।

লোকসানের মুখে মিষ্টি বিক্রেতারা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ জুলাই ঃ আমের মরশুমে লোকসানের মুখে মিষ্টি বিক্রেতারা। একেবারে তলানিতে ঠেকেছে মিষ্টি বিক্রি। নেই মিষ্টির বিক্রি তাই মাথায় হাত পড়েছে মিষ্টি ব্যবসায়ীদের । মিষ্টির দোকানে সাজিয়ে রাখা রয়েছে বিভিন্ন মিষ্টি যেমন - রসগোল্লা, কানসাট ছানার জিলিপি, সন্দেশ এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি। ক্রেতাদের দেখা নেই তাই কপালে চিন্তায় ভাঁজ পড়ছে মিষ্টি ব্যবসায়ীদের। প্রতিদিন মিষ্টি বানিয়ে মিষ্টি নষ্ট হচ্ছে। কারিগরদের টাকা দিতে হচ্ছে মিষ্টি তৈরির। তাই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন সকল মিষ্টির দোকানদার। এক মিষ্টির দোকানদার ডালিম সরকার বলেন, দোকানে মিষ্টি বানিয়ে সাজিয়ে রেখেছি। বিভিন্ন মিষ্টি যেমন - রসগোল্লা, কানসাট ছানার জিলিপি, নানারকমের সন্দেশ এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি। বিক্রি নেই মিষ্টির এখন সবাই আম কিনতে ব্যস্ত। সমস্যা দেখা দিচ্ছে ব্যবসায়।

বিজেপি সোর মাচায়ে চোরের দল ঃ ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১ জুলাই ঃ তিনদিন আগে ভোপালে প্রধানমন্ত্রী বাংলায় তেইশ হাজার কোটির ঘাপলা বলেছেন। সেটাকেই কটাক্ষ করে পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, আগেই যারা আসল চোর, তারাই সবাইকে চোর বলে। ফিরহাদ বলেন, দাড়িওয়ালা বলেছেন, দিদি, আপনার ভাণ্ডা ফুট গিয়া। রোজভ্যালি, সারদা, নারদা কাদের আমলে উৎপত্তি? কারা এসব করেছিল? সেবি কেন তাদের উপর সঠিকভাবে নজরদারি করে নি? সেবি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীন। তাহলে ঘোটালা কার? আমি তো বলবো, নিরব মোদী, মেহুল চোক্সী, বিজয় মালিয়াদের মতো ঋণখেলাপিদের দেশের সাধারণ মানুষ, গরীব মানুষের টাকা মেরে বিদেশে পালাতে সাহায্য করেছিল? কয়েক লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে আপনার দল। এভাবেই শনিবার তারাপীঠে একটি বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে কেন্দ্র সরকারকে আক্রমণ করেন রাজ্য পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এদিন পাইকরেও সভা ছিল পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের। তারাপীঠে ফিরহাদ মোদী কে উদ্দেশ্য করে বলেন, চব্বিশে আপনি থাকবেন না। তব তেরা কেয়া হোগা? আজ ইসকো ভরো, কাল ইসকো জেল মে ভরো। চব্বিশে সব পায় পয়সা হিসেব হবে। আরেক মোটা ভাই তো একুশে বলছে ইসবার দোশো পার। হয়েছে পগার পার। এবার সিউড়িতে বলেছে ইসবার পঁইত্রিশ। আমি বলি এবার ফিনিশ। ফিরহাদ কর্মীদের বলেন, মানুষের পাশে যান। যে ভাই বাড়ি পান নি বা একশো দিনের টাকা পান নি, তাকে জড়িয়ে বলুন, আপনারা কি অন্যায় করেছেন? মোদী সরকার সব টাকা আটকে দিয়েছে। মানুষকে বলুন, চব্বিশ পাল্টালে সব পাওয়া যাবে। সব থেকে বেশি কে ছটফট করছে জানেন? এক ভদ্র মহিলা, চোখ দিয়ে জল পড়ছে। আমাকে প্রায়ই বলেন, ববি, টাকা থাকলে সব দিয়ে দিতাম। আজকে গোদি মিডিয়া মোদীর পাবলিসিটি করছে। আমাদের মিডিয়া নেই। আমাদের শক্তি কর্মী। সবুজ সাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী সহ চুয়াত্তরটি প্রকল্প আমাদের পাবলিসিটি। বেটি পড়াও, বেটি বাঁচাও কোথায় গেল? উজালা গ্যাস এখন আন্ধেরা গ্যাস। মোদিজী, আপনার মনকি বাত শুনে কি হবে? মানুষের মন কি বাত শুনুন। চব্বিশের দেওয়াল লিখন হয়ে গেছে। আর জেনে রাখুন, চাঁদে কলঙ্ক থাকতে পারে, মমতার নেই। ফিরহাদ বলেন, যাঁরা টিকিট পান নি, তাদের দুঃখ হতে পারে। কিন্তু সবার উপরে দল। জেনে রাখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যায় করতে পারেন না। তেত্রিশ বছর ধরে মমতার ছায়া সঙ্গী। প্রথম থেকেই তৃণমূল করার পর দুবার নমিনেশন পাই নি। আমার সিটটা তাপস পালকে দেওয়া হয়েছিল। দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু মমতার উপর ভরসা ছিল। বলেছিলাম, মমতা তুমি লড়াই করো, আমরা তোমার সাথে আছি। তাই যখন দিলেন, উজা। করে দিলেন। এই সম্মান খুব কম জন পেয়েছেন। একদিকে কলকাতার মেয়র এবং অন্যদিকে মন্ত্রী। ফিরহাদ বলেন, ভেবে দেখুন, আমরা বাম করতে পারি না, কারণ তারা বর্ধমানের সাঁইবাড়িতে ছেলের রক্তমাখা ভাত মায়ের মুখে তুলে দিয়েছে। তারা কৃষকদের উপর নন্দীগ্রামে ও সিঙুরে গুলি চালিয়েছে। আমিও একসময় কংগ্রেসে ছিলাম। মার্কসবাদ লেলিনবাদের বিরুদ্ধে গান্ধী বাদ ও সুভাষ বাদ নিয়ে লড়াই করেছি। কিন্তু যে কংগ্রেস কর্মী শুধু হাতে ভোট দিয়েছিল বলে তার পাঞ্জা কেটে নেওয়া হয়েছিল, সেই কংগ্রেস করা যায় না। বিজেপি বাংলার সংস্কৃতি বোঝে না। বর্ণপরিচয় কার লেখা জানে না। আমরা জানি বাংলার মাটি, বাংলার জল। ওরা জানে খুন, রাহাজানি, গুজরাটে কোতল, ইউপিতে এনকাউন্টার। বাংলায় বড়ো বোনের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ছোট ভাইয়ের নাম ফিরহাদ হাকিম। এটাই বাংলার সংস্কৃতি। যারা চোখে সুরমা টেনে চোখ বড় করে পাউডার মেখে টক শোতে চেঁচামেচি করে, মানুষ তাদের চাই না। মনে রাখবেন, বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি চায়। আর আমাদের চাই ঐক্য।

'তৃণমূল, বিজেপি নয়, এবার পঞ্চায়েত ভোটে বামেদের ওপর ভরসা'-অশোক ভট্টাচার্য্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ জুলাই ঃ তৃণমূল, বিজেপি নয়, এবার পঞ্চায়েত ভোটে বামেদের ওপর ভরসা রাখছে সাধারণ মানুষ। শনিবার অম্বিকানগরে প্রচারে বেরিয়ে এমনটাই জানালেন সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য্য। লড়াইটা কঠিন হলেও হাল ছাড়তে নারাজ বাম নেতা অশোক ভট্টাচার্য্য। দলও তাঁর ওপরেই ভরসা রাখছে। সেই কারণে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে ডাবগ্রাম, ফুলবাড়ির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে। দায়িত্ব নিয়েই প্রার্থীদের সঙ্গে নিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন অশোক ভট্টাচার্য্য। সারাও মিলছে বেশ ভালোই। এদিন অম্বিকানগরে প্রচারে যান অশোক ভট্টাচার্য্য। লড়াইটা কঠিন হলেও ফল এবার বামেদের পক্ষেই। প্রচারে বেরিয়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন তিনি। তিনি আরও জানান, বিজেপি ভালো ভাবে পঞ্চায়েত চালাতে পারবে না। তৃণমূল ক্ষমতায় এসেও মানুষকে পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই পঞ্চায়েত চালানোর যোগ্য দল একমাত্র বাম। তাই তাদের ওপরেই এবার মানুষ আস্থা রাখবে বলে জানান তিনি।

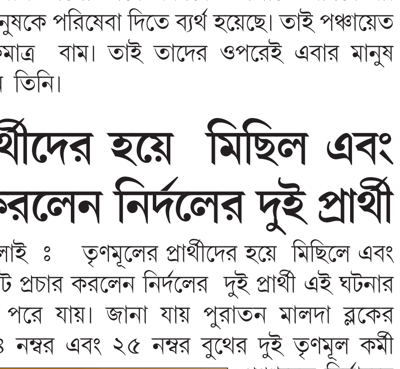

তৃণমূলের প্রার্থীদের হয়ে মিছিল এবং ভোট প্রচার করলেন নির্দলের দুই প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ জুলাই ঃ তৃণমূলের প্রার্থীদের হয়ে মিছিলে এবং তৃণমূল প্রার্থীদের হয়ে ভোট প্রচার করলেন নির্দলের দুই প্রার্থী এই ঘটনার ফলে এলাকায় সরগোল পরে যায়। জানা যায় পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি অঞ্চলের ২৪ নম্বর এবং ২৫ নম্বর বুথের দুই তৃণমূল কর্মী পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় টিকিট না পাওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে তারা আম প্রতীক নিয়ে নির্দলে দাঁড়িয়ে ভোট প্রচার শুরু করে কিন্তু শনিবার দুপুরে হঠাৎ করে দেখা যায় ২২ নম্বর বুথের ২৫ নম্বর আসনের নির্দল প্রার্থী রফিকুল ইসলাম এবং পার্শ্ববর্তী বুথ ২৪ নম্বরের নির্দল প্রার্থী মোর্শেদ আলীকে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনের মিছিলে ঘুরতে এবং ভোট প্রচার করতে দেখা যায়। এই বিষয়ে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের দুই নির্দল প্রার্থী জানান পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় টিকিট না পাওয়ায় ক্ষোভে তারা নির্দলে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে বুঝতে পারে যে ভোট ভাগাভাগির ফলে অন্য দল জিতে যেতে পারে তাই ওই এলাকার তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা তথা ব্লক তৃণমূলের সহ-সভাপতি ও মহিষবাথানি অঞ্চলের প্রাক্তন উপপ্রধান সারাফত আলীর পরামর্শে দুই নির্দল প্রার্থী পুনরায় তৃণমূলে যোগদান করে এবং দুই নির্দল প্রার্থীর হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেয় সারাফত আলী । এদিন তৃণমূলের প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে দুই নির্দল প্রার্থীও তৃণমূল প্রার্থীদের হয়ে ভোট প্রচার করে গোটা রাহুত গ্রাম ও কদমতলী এলাকায়।

রসনা

মুসুর ডাল, পুঁই শাকের সঙ্গে চিংড়ি মাছের ভর্তা, মুখে দিলেই স্বাদ মিলবে

লোকে বলেন, চিংড়ি মানেই নাকি ঘটির হেঁশেলের কারবার! আর বাঙাল বাড়িতে নাকি চিংড়ি 'জলের পোকা'! ঘটি-বাঙালদের হেঁশেল তরজা চিরকালের, কিন্তু স্বাদে-আহ্লাদে রসনা তৃপ্তিতে তো কোনও বাঁধা নেই? আর এই ঘটিবাঙাল রান্নায় যাঁরা পড়েন তাঁরা নির্ভেজাল

খাদ্যরসিক। সে যাই হোক, এই পরিসরে ঘটিবাঙাল প্রসঙ্গ টানার অন্যতম কারণ চিংড়ির এই ভর্তার রেসিপি। যেখানে ওপার বাংলার রান্নার ছোঁয়াও রয়েছে।

তাহলে উপকরণগুলো দেখে নিন- কুচো চিংড়ি ২০০ গ্রাম, মুসুর ডাল ১ কাপ, ২টো বড় সাইজের পিঁয়াজ কুচি, ১টা গোটা রসুন কুচি, ১টা মাঝারি টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, সরষের তেল, নুন, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো।

১. প্রথমে মুসুরডাল খানিক রসুন, লঙ্কা দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। ডাল শুকনো যেমন হয়, সেরকমভাবে শুকিয়ে এলে নামান।

২. একটা কড়ায় তেল গরম করে নুনহলুদ মাখিয়ে চিংড়িগুলো ভেজে তুলে নিন। মিক্সিতে একবার ঘুরিয়ে নিন। নইলে ভর্তা মাখতে গিয়ে অসুবিধে হবে। গার্নিশের জন্য কয়েকটা চিংড়ি গোটা রাখতে পারেন চাইলে।

৩. মাঝারি টমেটোটা স্লাইজ করে কেটে তাওয়ায় তেল ব্রাশ করে খানিক এপিঠওপিঠ করে পুড়িয়ে নিন।

৪. এবার কড়ায় রাখা বাকি তেলে রসুন কুচি, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে সেদ্ধ করা শুকনো ডাল, মিক্সিতে হালকা পেস্ট করা ভাজা চিংড়ি, লঙ্কা গুঁড়ো, নুন, চিনি ১ চিমটি (অপশনাল) দিয়ে ঢিমে আঁচে নাড়াতে থাকুন। একদম শুকনো হয়ে গেলে নামিয়ে একটা পাত্রে রাখুন।

৫. খানিক ঠান্ডা হয়ে এলে কাঁচা পিঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি আর ১ চামচ সরষের তেল দিয়ে ভর্তা মেখে নিন। চাইলে ধনেপাতা দিতে পারেন এতে মন্দ লাগবে না। গরম ভাতের সঙ্গে একেবারে অমৃত এই মুসুর ডাল দিয়ে চিংড়ি ভর্তা।

পুঁই শাকের সঙ্গে চিংড়ি মাছের ভর্তা-

বাঙালির পাতে চিংড়ির কদর বরাবর। কখনও পুঁই শাকের সঙ্গে, কখনও সর্ষে বাটা দিয়ে জমে ওঠে পেটপুজো। ডাব চিংড়ি কিংবা মালাইকারিতেও কোনও আপত্তি নেই। এহেন চিংড়ির আরও একটি পদ এখন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। কী সেই পদ? চিংড়ি মাছের ভর্তা। সহজ পদ্ধতিতেই তৈরি করা যায় সুস্বাদু এই খাবার।

উপকরণ-খোসা ছাড়ানো চিংড়ি মাছ, তেল (সর্ষের তেল হলে ভাল হয়),

পিঁয়াজ,রসুন,কাঁচা লঙ্কা,শুকনো লঙ্কা,আর ধনেপাতা।

পদ্ধতি - চিংড়ি মাছ নিয়ে প্রথমে তাতে নুন ও হলুদ ভাল করে মাখিয়ে নিন। তা এক জায়গায় ঢেকে রেখে। পিঁয়াজ কুঁচিয়ে নিন। ধনেপাতা কুচি কুচি করে কেটে রাখুন। রসুন ছুলে রাখুন ও কাঁচা লঙ্কা ছোট ছোট করে কেটে নিন। এবার কড়াইয়ে তেল দিন। গরম তেলে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে ভেজে নিন। বেশি কড়া করে ভাজবেন না। তেল থেকে মাছগুলো তুলে নিয়ে তাতে

পিঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা দিয়ে ভেজে নিন। নরম করে ভাজবেন।

আবার একটু তেল নিন। এবার তাতে গোটা শুকনো লঙ্কা ভেজে তুলে নিন। কিছু ধনেপাতা দিয়ে সামান্য নরম করে ভেজে তুলে নিন। ভাজা শুকনো লঙ্কা একটা পাত্রে নিয়ে হাত দিয়ে ডলুন। এবার মিক্সিতে সমস্ত কিছু একসঙ্গে দিয়ে পেস্ট করে নিন। চাইলে শিলনোড়া দিয়েও বেটে নিতে পারেন। বাটার পর একবার নুনের স্বাদটা ঠিক আছে কিনা দেখে নেবেন। এবার গোটা মিশ্রণে একটু সর্ষের তেল দিয়ে ভাল করে মেখে নিলেই তৈরি গরমাগরম চিংড়ির ভর্তা। গরম ভাতের সঙ্গে একবার খেলে বারবার খেতে ইচ্ছে করবে।

সেদ্ধ ডিম দিয়ে বানাতে পারেন স্বাস্থ্যকর স্যালাড!

প্রোটিন এবং পুষ্টি উপাদানের পাওয়ার হাউস বলা হয় ডিমকে। যে

কারণে চিকিৎসকরা প্রতি দিন অন্তত একটি করে ডিম খাওয়ার পরামর্শ দেন। তবে ডিম ভাজা বা পোচ নয়, এ ক্ষেত্রে ডিম সেদ্ধ খাওয়াই সবচেয়ে উপকারী।

রোজ রোজ সেদ্ধ ডিম খেতে নাও ভালো লাগতে পারে। সেদ্ধ ছাড়াও ডিম খাওয়ার আরেকটি স্বাস্থ্যকর উপায় হল স্যালাড। এগ স্যালাড স্বাদে যেমন অতুলনীয়, তেমনই স্বাস্থ্যকর। আর ঝটপট বানিয়েও ফেলা যায়। কী ভাবে তৈরি করবেন ডিমের স্যালাড? তারই প্রণালী রইল এখানে।

উপকরণ-৬-৭টা সেদ্ধ ডিম, একটা আলু সেদ্ধ, স্বাদ অনুযায়ী লবণ ও চিনি, ১৪ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, হাফ কাপ দুধ, অর্ধেক গাজর, অর্ধেক ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ কুচি, বাঁধাকপি কুচানো, পাতিলেবুর রস, পার্সলে পাতা, পুদিনা পাতা।

প্রণালী-সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়িয়ে মাঝখান থেকে অর্ধেক করে কেটে নিন। এর মধ্যে ২'৩টে ডিমের কুসুম বার করে রাখবেন। মিক্সিতে সেদ্ধ আলু, ডিমের কুসুম, নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, সামান্য চিনি এবং অল্প দুধ দিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিন। পেস্টটি বেশি ঘন হয়ে গেলে আরও একটু দুধ ঢেলে মিক্সি আরও একবার ঘুরিয়ে নিন। একেবারে ক্রিমি পেস্ট তৈরি হবে। ডিমগুলো ছোটো ছোটো টুকরো করে নিন। গাজর ও ক্যাপসিকাম একেবারে সরু লম্বা করে কেটে রাখবেন। বাঁধাকপির ভেতরের সাদা অংশটা খুব সরু করে কুচিয়ে নিন। ডিমের সঙ্গে গাজর কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, পেঁয়াজ কুচি, বাঁধাকপি কুচানো দিন। তারপর এতে আলুকুসুমদুধের পেস্ট দিন। পাতিলেবুর রস এবং গোলমরিচ গুঁড়ো ছড়িয়ে দেবেন। টাটকা পার্সলে ও পুদিনা পাতা থাকলে তা কুচিয়ে দিন। আর না হলে ড্রাই পার্সলে এবং পুদিনাও ব্যবহার করতে পারেন। এবার দু'টি চামচের সাহায্যে সমস্ত উপকরণ ভালো ভাবে মাখিয়ে নিন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল স্বাস্থ্যকর এগ স্যালাড!

সকালের জলখাবারে ঝটপট বানিয়ে নিন ওটস অমলেট!

সকালবেলায় চটজলদি কী জলখাবার বানানো যায়, তা নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়েন গৃহকর্ত্রীরা। লুচি, পরোটা বানানোর মতো সময় থাকে না। আর রোজ রোজ ব্রেকফাস্টে সেই একঘেয়ে কর্নফ্লেক্স, পাউরুটি কেউ খেতেও চায় না। তাই আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একেবারে নতুন রকমের এক রেসিপি। ব্রেকফাস্টে বানিয়ে নিতে পারেন ওটসের অমলেট। এটি খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনই স্বাস্থ্যকর। আর খুব অল্প সময়ে ঝটপট বানিয়েও ফেলা যায়। দেখে নিন কী ভাবে তৈরি করবেন।

উপকরণ- হাফ কাপ ওটস, পরিমাণমতো দুধ, ২টি ডিম, স্বাদমতো নুন, ১৪ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, অর্ধেক ক্যাপসিকাম, একটা পেঁয়াজ, একটা টমেটো কুচি, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা কুচি, ধনে পাতা কুচি, গ্রেট করা গাজর, পরিমাণমতো তেল। প্রণালী মিক্সিতে ওটস মিহি করে গুঁড়িয়ে নিন। একটা বড় বাটিতে ওটস পাউডার নিন। এর সঙ্গে পরিমাণমতো দুধ ভাল ভাবে মিশিয়ে নিন। ওটস দুধের এই মিশ্রণটি ১০ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। ক্যাপসিকাম ও পেঁয়াজ মিহি করে কুচিয়ে রাখবেন। অন্য একটি পাত্রে নুন ও গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ডিম ফেটিয়ে নিন ভাল ভাবে। গাজরের খোসা ছাড়িয়ে গ্রেট করে রাখবেন। এবার ওটসের মিশ্রণে ক্যাপসিকাম কুচি, পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, ধনে পাতা কুচি ও নুন ভাল করে মিশিয়ে নিন। এর সঙ্গে গ্রেট করা গাজরও মিশিয়ে নেবেন। তারপর ফেটানো ডিম দিয়ে দিন। সমস্ত উপকরণ খুব ভাল করে মেশান। ফ্রাইং প্যানে সাদা তেল গরম করে অমলেটের ব্যাটার ঢেলে দিন। কম আঁচে মিনিট দুয়েক ঢাকা দিয়ে রান্না হতে দিন। দু'মিনিট পর ঢাকনা খুলে অমলেট উল্টে দিন। আরও মিনিট দুই রান্না হতে দিন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল ওটস অমলেট। গরম গরম পরিবেশন করুন।

সর্বোচ্চ সংখ্যক লোকো উৎপাদন করে চিরেকার রেকর্ড

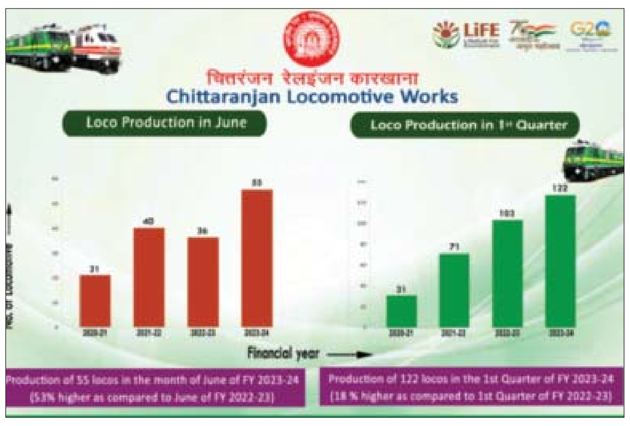

চিত্তরঞ্জন, ১ জুলাই ঃ চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস (চিরেকা) ২০২৩ সালের জুন মাসে রেকর্ড ৫৫টি লোকো এবং ৩০.০৬.২০২৩ পর্যন্ত FY ২৩-২৪ এর প্রথম ত্রৈমাসিকে ১২২টি লোকো উৎপাদন করে লোকোমোটিভ উৎপাদনে আরেকটি মাইলফলক অর্জন করেছে। এটি জুন মাসের জন্য সর্বকালের সেরা উৎপাদন চিত্র এবং যেকোনো আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিক। এই অর্জন নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, ব্যতিক্রমী দক্ষতা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার ফল।জনাব দেবী প্রসাদ দাশ, জেনারেল ম্যানেজার এই কৃতিত্বের জন্য 'টিম চিরেকা'কে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং এই কৃতিত্বের জন্য নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তা, তত্ত্বাবধায়ক এবং কর্মীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। তিনি আশা করেন যে চিরেকা লোকোমোটিভ উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার ঐতিহাসিক কর্মক্ষমতা এবং অর্জন অব্যাহত রাখবে। এই অসামান্য অর্জন উদ্ভাবন, দক্ষতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি চিরেকার অটল অঙ্গীকারের সাক্ষ্য।

রাতে রুটির সঙ্গে রেঁধে ফেলুন পেশোয়ারী চিকেন, মনের সুখে চেটেপুটে খাবে সকলে!

চিকেনের যে ধাঁচেই রান্না করা হোক না কেন, তার স্বাদের কোনও তুলনা হয় না। ভাত, রুটি, পরোটা যে কোনও কিছুর সঙ্গে খেতেও বেশ ভাল লাগে। তবে একঘেয়ে রান্না সব সময় ভাল লাগে না। মাঝেমধ্যে একটু স্বাদ বদল করতে সকলেই চান। তাই আজ আপনাদের জন্য রইল একেবারে ভিন্ন স্বাদের রেসিপি পেশোয়ারী চিকেন। স্বাদে অতুলনীয় চিকেনের এই পদ আপনার মন জয় করবেই! ছুটির দিনে বা ঘরোয়া যে কোনও অনুষ্ঠানে রাঁধতে পারেন এটি। দেখে নিন কী ভাবে তৈরি করবেন।

উপকরণ- এক কেজি মুরগির মাংস, গোটা গরম মশলা, স্বাদ অনুযায়ী লবণ ও চিনি, হলুদ গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, আদা ও রসুন বাটা, পরিমাণমতো সর্ষে তেল, পরিমাণমতো ঘি, জয়িত্রী, গোটা শাহী জিরা, পেঁয়াজ কুচি, এক ইঞ্চি আদা, কয়েক কোয়া রসুন, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা, ২টো টম্যাটো, কাজুবাদাম, টক দই, জায়ফল ও জয়িত্রী গুঁড়ো। প্রণালী মুরগির মাংস ভাল করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। মাংসতে গোলমরিচ গুঁড়ো, আদা ও রসুন বাটা, নুন, হলুদ মাখিয়ে ১৫ মিনিট ম্যারিনেটের জন্য রাখুন। পেঁয়াজ, আদা, রসুন এবং কাঁচা লঙ্কা একসঙ্গে বেটে নিন। টমেটো টুকরো করে কেটে নিন। কাজু বাদাম মিহি করে পেস্ট করে নিন। কড়াইয়ে সর্ষে তেল গরম করে গোটা গরম মশলা, জয়িত্রী, শাহী জিরা ফোড়ন দিন। ফোড়ন একটু নেড়েচেড়ে নিয়ে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজতে থাকুন। পেঁয়াজ লালচে হয়ে এলে তাতে দিয়ে দিন পেঁয়াজআদারসুন বাটা। মশলা কষাতে থাকুন। কাঁচা গন্ধ চলে গেলে চিকেন দিয়ে দিন। সঙ্গে নুন ও চিনি দেবেন। টমেটো একটু নরম হয়ে এলে চিকেন দিয়ে দিন। কম আঁচে মিনিট দশেক ঢাকা দিয়ে মাংস সিদ্ধ হতে দিন। অন্য একটি ফ্রাইং প্যানে দুই টেবিল চামচ ঘি গরম করুন। তাতে গরম মশলা গুঁড়ো, জায়ফল এবং জয়িত্রী গুঁড়ো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করুন। খেয়াল রাখবেন যাতে মশলা যেন পুড়ে না যায়। এতে দিয়ে দিন টক দই ও কাজুবাদাম বাটা। প্রয়োজনে সামান্য জল দিন। মশলা ভাল করে কষাতে থাকুন। তেল ছেড়ে এলে এতে মাংস দিয়ে দিন। ফের কষান। দইয়ের মিশ্রণ যেন মাংসে পুরোপুরি মিশে যায়। পেশোয়ারী চিকেন সাধারণত একেবারে কষা হয়। তবে একটু গ্রেভি চাইলে এতে সামান্য গরম জল দিয়ে ফুটিয়ে নিতে পারেন। পোলাও, ফ্রায়েড রাইস, রুটি, পরোটা, ভাত, যে কোনও কিছুর সঙ্গেই চোখ বুজে খেয়ে ফেলা যায় এই পদ।

আত্মঘাতী অসমের নেলি পুলিশ ফাঁড়ির কনস্টেবল হাইলাকান্দির বাসিন্দা সোনি নাথ

মরিগাঁও (অসম), ১ জুলাই ঃ মধ্য অসমের মরিগাঁও জেলার অন্তর্গত জাগিরোড থানাধীন নেলি পুলিশ ফাঁড়িতে গলায় ফাঁস জড়িয়ে কর্তব্যরত জনৈক কনস্টেবল আত্মহত্যা করেছেন। আত্মঘাতী পুলিশ কনস্টেবলকে বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দির বাসিন্দা সোনি নাথ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। জানা গেছে, নেলি পুলিশ ফাঁড়ির ব্যারাকের পিছনে আজ সকালে সোনি নাথকে গলায় ফাঁস জড়িয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যান মরিগাঁওয়ের পুলিশ সুপার হেমন্তকুমার দাস। তিনি নিজে ঘটনার তদারকি করে তদন্ত করছেন। নেলি ফাঁড়িতে কর্তব্যরত তাঁর কয়েকজন সহকর্মী জানান, মাত্র তিন মাস আগে অসম পুলিশের কনস্টেবল পদে যোগদান করেছিলেন সোনি। প্রেমজনিত কারণে তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন বলে তাঁদের ধারণা।

মেগা বিহু ইভেন্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে গেছেন বিহুবতীরাঃ মুখ্যমন্ত্রী

ডিব্রুগড় (অসম), ১ জুলাই ঃ গত ১৩ এপ্রিল গুয়াহাটির সরুজাই স্পোর্টস কমপ্লেক্সে মেগা বিহু ইভেন্ট আজ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে স্থান পেয়েছে। বিশ্ব রেকর্ড গড়ে গিনিজ বুক অব ওয়ার্ল্ডে স্থান করেছে অসমের বিহু। এটা বিহুবতী (বিহু নৃত্যশিল্পী) এবং বিহুয়া (ঢোলবাদক)'দের কাছে একটি স্বীকৃতি যাঁরা অসমের লোকশিল্পকেকে আরও উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। ওই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অসমের সংস্কৃতি, পোশাকপরিচ্ছদ ও যোগ্যতাকে বিশ্বস্তরে উন্নীত করেছেন শিল্পীরা, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজি ডিব্রুগড়ের মানকটা ফিল্ডে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে গুয়াহাটির সরুসজাই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সর্ববৃহৎ সম্মিলিত বিহুনৃত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বদৃষ্টান্ত স্থাপনকারী বিহুয়াবিহুবতী, ওজা এবং প্রশিক্ষকদের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ অসম সরকারের তরফ থেকে শংসাপত্র এবং ২৫ হাজার টাকার চেক পুরস্কার তুলে দিয়ে তাঁদের সম্মান জানিয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমের জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক চেতনার বাহক বিহুকে বিশ্ববাসীর কাছে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশাল বিহুনৃত্য কার্যসূচি রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডকারী মেগা বিহু ইভেন্টে অংশগ্রহণকারীদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আজ মানকটায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত পুরস্কার স্বরূপ ২৫ হাজার টাকা পড়াশোনা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজে লাগাতে মুখ্যমন্ত্রী বিহুবতী ও বিহুয়াদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বলেন, টাকাগুলি যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এর রিটার্ন বহুগুণ হবে। ড. শর্মা বলেন, গোটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে প্রায় ৩০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। তবে আমি নিশ্চিত, যদি সুবিবেচনাপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয় তবে আয় বহুগুণ হবে, বলেন তিনি।অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস দফতরের প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, অসমের দুই মন্ত্রী সাংস্কৃতিক দফতরের বিমল বরা ও রঞ্জিতকুমার দাস, বিধায়কগণ যথাক্রমে প্রশান্ত ফুকন, তরঙ্গ গগৈ, বিনোদ হাজরিকা, পোনাকন বরুয়া, চক্রধর গগৈ, তেরস গোয়ালা, পদ্মশ্রী হেমোপ্রভা চুতিয়া সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যখন থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসমিয়া গামোছা পরা শুরু করেছেন, তখন থেকেই এর ব্যবহার সারা দেশ থেকে বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়েছে। তাঁর প্রত্যাশা, বিশ্বমঞ্চে বিহুর প্রচারের পাশাপাশি বিহু নৃত্যও শীঘ্রই সারা দেশে অন্যান্য জনপ্রিয় নৃত্যশৈলীর মতোই জনপ্রিয় হবে এবং মাস্টার প্রশিক্ষকদের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষকে বিহু শেখানোর জন্য সারা দেশে ভ্রমণ করতে হবে।

উত্তর পূর্ব রেলে বিশাখাপত্তনম-বেনারস বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ০১ জুলাই ঃ ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার জন্য, ০৮৫৮৮ বিশাখাপত্তনম-বেনারস বিশেষ ট্রেন, যা ইতিমধ্যে রেল প্রশাসন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, ০৫ এবং ১২ জুলাই, ২০২৩-এ চলবে এবং ০৮৫৮৭ বেনারসবিশাখাপত্তনম বিশেষ ট্রেন চলবে ০৬ এবং ১৩ জুলাই, ২০২৩-এ চলবে। ০২ রাউন্ডের জন্য বাড়ানো হচ্ছে। এটিতে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কোভিড -১৯ সম্পর্কিত সময়ে জারি করা সমস্ত মান অনুসরণ করতে হবে।০৮৫৮৮ বিশাখাপত্তনম-বেনারস স্পেশাল ট্রেন বিশাখাপত্তনম থেকে ০৫ ও ১২ জুলাই, ২০২৩ তারিখে ১২.৩০ টায় ছেড়ে যাবে, সিংহাচলম থেকে ১২.৪৮ টায়, কোট্টাভালাসা ১৩.১৫ টায়, ভিজিয়ানগরাম থেকে ১৩.৪.১৩ টায়, পার্বতীপুর ১৩.৪ টায়।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী প্রায় ১.৯ লক্ষ টাকা মূল্যের সামগ্রী উদ্ধার করল

মালিগাঁও, ০১ জুলাই ঃ ২৭ থেকে ২৯ জুন, ২০২৩ তারিখের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) নিজেদের জোনের মধ্যে নিয়মিত তল্লাশি ও অভিযান চালানোর সময় যাত্রীদের সামগ্রী চুরি

করার অভিযোগে জড়িত ১৩ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে চালানো এই অভিযানে তারা কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, দলগাঁও, কামাখ্যা ও গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে থেকে আনুমানিক ১,৯২,০০০ টাকা মূল্যের বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী সফলভাবে উদ্ধার করে। ২৯ জুন, ২০২৩ তারিখের একটি ঘটনায় নিউ জলপাইগুড়ির আরপিএফ এসকর্টিং টিম যাত্রীর কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে চলন্ত অবস্থায় ১৫৬৫৮নং (ব্রহ্মপুত্র মেইল)ট্রেনে তল্লাশি চালানোর সময় ০২ জন ব্যক্তিকে প্রায় ১০,০০০ টাকা মূল্যের চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন সহ গ্রেপ্তার করে। এরপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের জিআরপিকাটিহারের অফিসার ইন চার্জের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২৮ জুন, ২০২৩ তারিখের অন্য একটি ঘটনায় কাটিহারের আরপিএফ সিপিডিএস (ক্রাইম প্রিভেনশন অ্যান্ড ডিটেকশন স্কোয়াড) টিম কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে নিয়মিত তল্লাশি ও অভিযান চালানোর সময় ৩ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তাদের থেকে যাত্রীদের চুরি করা প্রায় ৪০,০০০ টাকা মূল্যের ৩টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। পরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের জিআরপিকাটিহারের অফিসার ইন চার্জের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২৭ জুন, ২০২৩ তারিখে আলিপুরদুয়ারের আরপিএফ টিম দলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি চালানোর সময় একটি ব্যাগ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তির ব্যাগ থেকে বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী সহ প্রায় ৭০,০০০ টাকা মূল্যের একটি চুরির ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়। একই দিনে কাটিহার, কামাখ্যা ও গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে আরপিএফ অভিযান চালিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে প্রায় ৭২,০০০ টাকা মূল্যের বিভিন্ন সামগ্রী চুরির কাণ্ডে অভিযুক্ত ৭ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট আউটপোস্টগুলির ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং আইন অনুযায়ী মামলা করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) কিশোর কিশোরীদে উদ্ধার করা, দালালদের গ্রেপ্তার করা, মাদক সামগ্রী, যাত্রীদের ফেলে যাওয়া অথবা চুরি যাওয়া ব্যাগ ইত্যাদি উদ্ধার করা থেকে শুরু করে রেল ব্যবহারকারীদের পূর্ণ মাত্রায় নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সবসময় এক ডাইনামিক ভূমিকা পালন করে আসছে। যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজের পাশাপাশি রেল ব্যবহারকারীদের দিকনির্দেশ ও সাহায্য করার ক্ষেত্রেও তারা প্রশংসনীয় পরিষেবা দিয়ে আসছে। ট্রেনে যাত্রা করার সময় কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে রেল যাত্রীরা ১৩৯ (টোলফ্রি) নম্বরে কল করতে

Name Change

I BABUZAM MANDAL S/O TAFILDDIN MANDAL R/OBVILL-NALDI, PO-RAJEN DRAPUR, PS-BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS - 743291 SHALL HENCE FORTH BE KNOWN AS BABUJAN MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/06/2023

Name Change

I TAPAS GOSWAMI S/O NIRAD BARAN GOSWAMI R/O RUCHIRA RESIDENCY,TOWER - 7, FLAT - 8/4,369 PURBACHAL KALITALA ROAD, KOLKATA-700078. WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPAS KUMAR GOSWAMI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/06/2023.TAPAS KUMAR GOSWAMI AND TAPAS GOSWAMI ONE AND SAME IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUPRIYA SAHA (old name) S/O BABLU SAHA R/O 60, P.C. GHOSH ROAD,NEAR PANCHANANTALA MANDIR, PATIPUKUR, PO-SREEBHUMI, PS-LAKE TOWN, KOLKATA - 700048, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUPRIYO SAHA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/06/2023. SUPRIYO SAHA AND SUPRIYA SAHA both are ONE AND SAME IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, BIDESH RANJAN DAS (old name) S/O LATE JAMINI DAS Presently residing at VILL-AGADORO PO AGADORO,PS SUTHATA, DIST PURBA MEDINIPUR-721635 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BIDESH DAS, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/07/2023. BIDESH RANJAN DAS and BIDESH DAS both are same and one identical person.

Name Change

I, HASHEN MOLLA (old name) S/O ABDUL HAMID MOLLA Presently residing at V-127,S.A FAROQUE ROAD PO BARTALA,KOLKATA-700018 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ABDUL HASEM MOLLA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/07/2023. HASHEN MOLLA and ABDUL HASEM MOLLA both are same and one identical person.

Name Change

I, SAKINA BHANPURWALA (old name) W/O HUSSAIN BHANPURWALA Presently residing at 18/B KUSTIA ROAD, SHAKIL TOWER, P.S - TIJALA KOLKATA, PINCODE - 700039 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SAKINA HUSSAIN BHANPURWALA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/07/2023. SAKINA BHANPURWALA and SAKINA HUSSAIN BHANPURWALA both are same and one identical person.

Name Change

I, ABDULLAH KHAN (old name) S/O MUJIBAR KHAN Presently residing at VILL-MAKRA, P.O-TOARA, P.SBAGDAH, BONGAON, PIN-743297 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ABDULLA KHAN, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/07/2023. ABDULLAH KHAN and ABDULLA KHAN both are same and one identical person.

Name Change

I, MST SALIMA BIBI (old name) W/O MD AZIZUR RAHAMAN KHAN Presently residing at Vill-Purba Belaria, PO & PS Mograhat, Dist-South 24 Parganas, Pin-743355 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MST SALIMA KHAN, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/07/2023. MST SALIMA BIBI and MST SALIMA KHAN both are same and one identical person.

Name Change

I, NEHAL SRIMAL (old name) W/O ROHIT SRIMAL Presently residing at 20/1B, Nivedita Lane, Baghbazar, PO-Girish Avenue, PS-Shyampukur, Kolkata-700003 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NEHA SRIMAL, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/07/2023. NEHAL SRIMAL and NEHA SRIMAL both are same and one identical person.

Name Change

I, TRISHA MUKHERJEE (old name) D/O GOUR MUKHERJEE Presently residing at 11/5, Sarat Chatterjee Road, Parnasree Pally, Kolkata-700060 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PRIYANSHI MUKHERJEE, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/07/2023. TRISHA MUKHERJEE and PRIYANSHI MUKHERJEE both are same and one identical person.

Name Change

I, BIRENDRA PAYRA (old name) S/O DIBAKAR CHANDRA POYRA Presently residing at 5, Purbachal School Road, Haltu, Circus Avenue, Kolkata-700078 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BIREN POYRA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/07/2023. BIRENDRA PAYRA and BIREN POYRA both are same and one identical person.

Name Change

I, PRAVAT JANA (old name) S/O PULIN BEHARI JANA Presently residing at 23C/4, Shib Krishna Daw Lane, Kankurgachi, PS- Phoolbagan,Kolkata - 700054 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PRABHAT JANA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/06/2023. PRAVAT JANA and PRABHAT JANA both are same and one identical person.

Name Change

I, ROHIM ALI SARDER (old name) S/O GOLAMNABI SARDAR Presently residing at Vill+PO- Amtala, PS-Canning, Dist-South 24 Pgs-743337 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RAHIM ALI SARDAR, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/07/2023. ROHIM ALI SARDER and RAHIM ALI SARDAR both are same and one identical person.

Name Change

I, GOLAMNABI SARDER (old name) S/O KACHEM SARDAR Presently residing at Vill+PO- Amtala, PS-Canning, Dist-South 24 Pgs-743337 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) GOLAMNABI SARDAR, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/07/2023. GOLAMNABI SARDER and GOLAMNABI SARDAR both are same and one identical person.

Name Change

I PARTHA PAL S/O AJIT KUMAR PAL R/O GANGA GREENS, BLOCK - B,7TH FLOOR, FLAT-706,19 G.T. ROAD, BHADRAKALI, PS- UTTARPARA, HOOGHLY - 712232, WEST BENGAL. DECLEAR THAT MY MINOR SON SUBHAM PAL ALIAS ANGSHUMAN PAL AND SUBHAM PAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANGSHUMAN PAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/06/2023. SUBHAM PAL ALIAS ANGSHUMAN PAL AND SUBHAM PAL AND ANGSHUMAN PAL ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MAYANK SUHASARIA (old name) S/O RAJESH KUMAR SUHASARIA residing at Piramal Sagarmal, Station Road, Barakar, Post Barakar, PS-Kulti, Dist-Paschim Bardhaman, Pin-713324 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MAYANK KUMAR SUHASARIA, vide an affidavit sworn before the Notary Public Asansolon 30/06/2023. MAYANK SUHASARIA and MAYANK KUMAR SUHASARIA both are same and one identical person.

Name Change

I, SUKUR MALLICK (old name) C/O AKKASH ALI MALLICK Presently residing at Vill-BhaduaDhoba Para, PO-Bhagabatipur, PS-Chanditala, Dist-Hooghly, Pin-712701 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SUKUR ALI MALLICK, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/07/2023.SUKUR MALLICK and SUKUR ALI MALLICK both are same and one identical person.

Name Change

I, ARSIFA BEGUM (old name) W/O SUKUR ALI MALLICK Presently residing at Vill-Bhadua Dhoba Para, PO-Bhagabatipur, PS-Chanditala, Dist-Hooghly, Pin-712701 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ARSHIFA BEGUM, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/07/2023. ARSIFA BEGUM and ARSHIFA BEGUM both are same and one identical person.

Name Change

I SAKINA D/O LATE SAIFUDDIN CHUDAWALA R/O EKTA LOTUS,18 GOBRA GORASTHAN ROAD,BLOCK-3,FLAT NO-5B, KOLKATA-700046, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAKINA RATLAMWALA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/06/2023.

Name Change

I, KRISHNA (old name) W/O SANKAR PRASAD BISWAS ,DOB-10/08/1989 residing at Vill-Angarpukuria, PO-Boaldah, PS-Bongaon, Dist-North 24 Parganas, Pin-743235 WB India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name KRISHNA BISWAS D/o ANGAD BISWAS M/o SHIBANI BISWAS instead of KRISHNA D/O RAJ KUMAR M/O KUSUM, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Executive Magistrate at Bongaon, 24 Parganas(N) on 06/04/2023.

Name Change

I, SUBHOJIT TALUKDER (old name) S/O SUJIT TALUKDER Presently residing at Jyangra-Sukantapally, PO-Jyangra, PS-Baguiati, Kolkata-700059 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SUBHAJIT TALUKDER, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/07/2023.SUBHOJIT TALUKDER and SUBHAJIT TALUKDER both are same and one identical person.

Name Change

I, PRANAYA KUMAR DUTTA (old name) D/O PRAFULLA KUMAR DUTTA Presently residing at UJL020307, UJJWALA THE CONDOVILLE,RAJARHAT,NEW TOWN,P.S-ECOPARK, KOLKATA-700156 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PRANAY DUTTA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/07/2023.PRANAYA KUMAR DUTTA and PRANAY DUTTA both are same and one identical person.

Name Change

I, NARENDRA DUGAR (old name) S/O KANHAIYA LAL DUGAR Presently residing at 128, Rashbehari Avenue, Sarat Bose Road, Kolkata-700029 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NARENDRA KUMAR DUGAR, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/07/2023.NARENDRA DUGAR and NARENDRA KUMAR DUGAR both are same and one identical person.

Name Change

I, ABDUL ALI ABDUL RASID (old name) S/O ABDUL RASID Presently residing at - PASCHIM PARA, P.O-KHANYAN, P.S-PANDUA, PIN-712147 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ABDUL ALI, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/07/2023. ABDUL ALI ABDUL RASID and ABDUL ALI both are same and one identical person.

এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদা জেলা পরিষদের ৩২ নম্বর আসনের তৃণমূলের সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী হয়েছেন লিপিকা বর্মন ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, মালদা , ১ জুলাই ঃ এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদা জেলা পরিষদের ৩২ নম্বর আসনের তৃণমূলের সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী হয়েছেন লিপিকা বর্মন ঘোষ । দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির পছন্দের মনোনীত প্রার্থীকে এখন বিপাকে ফেলতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিরোধী দল বিজেপি এবং বাম-কংগ্রেসের জোট। তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, মালদা জেলা পরিষদের ইংরেজবাজারের ৩২ নম্বর আসনের প্রার্থী যেভাবে নির্বাচনী প্রচারে সাড়া ফেলে দিয়েছেন, তাতে বিরোধীদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। প্রার্থীকে বলতে হচ্ছে না, সাধারণ মহিলারাই বলছেন লক্ষীর ভান্ডার আর স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের কথা। আর বিরোধীদের কাছে উন্নয়নমূলক প্রচারের কোনও কিছুই নেই। ফলে এবারের লিপিকা বর্মন ঘোষের জয় এক প্রকার নিশ্চিত, বুঝতে পেরেই এখন বাম-রাম তলে তলে তৃণমূলকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছে, এমনই অভিযোগ দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সীর। উল্লেখ্য , মাত্র ২৯ বছর বয়সেই মালদা জেলা পরিষদের প্রথম প্রার্থী হয়েছেন ইংরেজবাজার ব্লকের মহদীপুরের গৃহবধূ লিপিকা বর্মন ঘোষ। যদিও কলেজ অধ্যায় শেষ করে বিবাহ জীবন শুরু। তারপরেই রাজনীতির আঙিনায় নেমেছেন লিপিকাদেবী। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন লিপিকা বর্মন ঘোষ। পরবর্তীতে তিনি ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দায়িত্ব পান। পরিবারে দুই নাবালক ছেলে রয়েছে। এছাড়াও স্বামী, শাশুড়ি, ননদ, দেওর, ভাসুর সকলকে মিলেই একান্নবর্তির পরিবার। গ্রামের খেটে খাওয়া আরো পাঁচটা গৃহবধূদের মতোই লিপিকাদেবী এখনো তার বাড়িতে রাখা গবাদি পশুর পালন তিনি নিজে হাতেই করেন। আর নির্বাচনের সময় সকাল থেকেই সংসার সবমিলিয়ে প্রচারে নেমে পড়ছেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির মালদা জেলা পরিষদের প্রথম পাঁচজন পছন্দের প্রার্থী তালিকায় রয়েছেন লিপিকা বর্মন ঘোষ। আর সেই তৃণমূলের জেলা পরিষদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে এখন কোন ইস্যু খুঁজে পাচ্ছে না বিরোধীরা। মালদা জেলা পরিষদের এই ৩২ নম্বর আসনেই তৃণমূলের পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন তপতী দাস । বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী রয়েছেন কৃষ্ণা সুতার ঘোষ। কার্যত তৃণমূলের যুবরাজ অভিষেক ব্যানার্জির পছন্দের প্রার্থীকে এখন কিভাবে বিপাকে ফেলা যায় , তা নিয়েই ভেবে কুলকিনারা করতে পারছে না বিরোধীদলগুলি। নির্বাচনী প্রচারে যেখানেই যাচ্ছেন প্রার্থীকে আর নতুন করে কিছু বলতে হচ্ছে না। এখন মহিলাদের মুখে মুখে শুধু লক্ষীর ভান্ডার । আর বিধবা ভাতা থেকে বার্ধক্য ভাতা , কন্যাশ্রী, যুবশ্রী মতোন আরও সরকারি প্রকল্পতো রয়েছেই। এছাড়াও স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে মানুষ যে চিকিৎসার সুবিধা পাচ্ছেন তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। তৃণমূল প্রার্থী নিজের বলার আগেই সাধারণ মানুষ এইসব সুবিধা পাওয়ার কথা আগ বাড়িয়ে বলে ফেলছেন। উল্লেখ্য, মালদা জেলা পরিষদের ৩২ নম্বর আসনটি মহদিপুর, যদুপুর ১,২ এবং কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে বেষ্টিত। আর এইসব গ্রামীন এলাকায় সকাল হতেই দলীয় অন্যান্য নেতাকর্মীদের সঙ্গেই নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে পড়ছেন তৃণমূলের প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষ। তিনি বলেন, সংসার সামলিয়ে রাজনীতির ময়দানে নেমেছি। দিদির সৈনিক হিসেবে আমি আজীবন কাজ করে যেতে চাই। আমাদের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির আদর্শকে সামনে রেখেই নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছি। আমাকে নতুন করে কিছু বলতে হচ্ছে না। যেখানেই যাচ্ছি। বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধার কথা মানুষ আমার সামনে তুলে ধরছে। আর বিরোধীরা এখন নতুন কোন ইস্যু খুঁজে না পেয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। আসলে ওদের নির্বাচন ছাড়া খুঁজে পাওয়া যায় না। মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নকেই ব্যাপকভাবে দুহাত তুলে সমর্থন করছে। যদিও বিরোধী দল বিজেপি প্রার্থী তপতী দাস এবং জোট প্রার্থী কৃষ্ণা সুতার ঘোষদের বক্তব্য, তারাও বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে নির্বাচনী প্রচার সারছেন মানুষের সমর্থন পাচ্ছেন।

ঘুমপাড়ানি গুলিতে মৃত্যু হাতির

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১ জুলাই ঃ অবাধ্য হাতিকে বাগে আনতে ছোঁড়া হল ঘুমপাড়ানি গুলি। হাতি ঘুমিয়ে পড়লে পরে তাকে তুলে নিয়ে ছাড়া হবে জঙ্গলের অন্যত্র। ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে হাতির তাণ্ডব যেভাবে চলছে, তাতে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। দুদিন আগে ঝাড়গ্রামের কাজলা গ্রামে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হয় হাতির আক্রমণে। শেষমেশ বন দফতর তৎপর হয়। এদিন ঝাড়গ্রামের কাজলা গ্রামের একটি জঙ্গলে ওই হাতিটিকে চিহ্নিত করে সেটিকে ট্রাঙ্কুলাইজ করার চেষ্টা করা হয়। ভোর ৪ টে থেকে চেষ্টা করে সকাল ৮ টা নাগাদ ট্রাঙ্কুলাইজ করার কাজ শেষ হয়। টিমটি শেষমেশ তাদের কাজে সফল হয়। হাতিটিকে ঝাড়গ্রাম ডিয়ার পার্কে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার চিকিৎসা করে অন্যত্র ছাড়া হবে এটিকে। অন্তত তেমনই জানিয়েছে বন দফতর। কিন্তু বিপর্যয়ের তখনও বাকি ছিল। ট্রাঙ্কুইলাইজ করা সেই হাতির মৃত্যুর খবর এল। অনুমান, ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়তে গিয়ে ট্রাঙ্কুইলাইজারের মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হয় হাতিটির। তবে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ ডিএফও, সিসিএফ।

বৃষ্টি উপেক্ষা করেও, মানুষের ঢল মুরারইয়ে, পঞ্চাশ জন সিপিএম কর্মীর তৃণমূলে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১ জুলাই ঃ তুমুল বৃষ্টি মুরারইয়ে। সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করেও, মানুষ কষ্ট করে রাজ্য পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর বক্তব্য শুনলেন। ফিরহাদ বলেন, তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে হত্যা করার পর, নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরে কৃষকদের উপর গুলি চালার পর সিপিএম শেষ হয়ে গিয়েছিল বাংলা থেকে। এখন সেই সিপিএম ও কংগ্রেস উঁকিঝুঁকি মারছে। তবে মানুষ বুঝতে পারছে। তাই সিপিএম কর্মীরা দলে দলে তৃণমূলে যোগদান করছেন। মুরারই এক ব্লক সভাপতি বিনয় ঘোষের নেতৃত্বে তাই হয়েছে। এদিন ভুরিয়া গ্রাম থেকে পঞ্চাশ জন সিপিএম কর্মী তৃণমূলে যোগদান করেন ফিরহাদ হাকিমের হাত থেকে পতাকা নিয়ে। শনিবার মুরারই কলেজ মাঠের নির্বাচনী সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা ও স্থানীয় বিধায়ক মোশাররফ হোসেন, ব্লক সভাপতি তৃণমূল বিনয় কুমার ঘোষ, জেলা সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

‘নেক্সট’ পরীক্ষার বিরোধীতা করে নির্দেশিকার প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ জুলাই ঃ মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের জন্য আয়োজিত ‘নেক্সট’ পরীক্ষার বিরোধীতা করে পরীক্ষার জন্য আসা নির্দেশিকার প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখালো ছাত্রছাত্রীরা। শনিবার বিকেলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রধান গেটের সামনে এই পরীক্ষার জন্য আসা নির্দেশিকার প্রতিলিপি জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। এদিন এই পরীক্ষার বিরোধিতা করে তারা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভেতর থেকে একটি মিছিল করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রধান গেটের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের অভিযোগ এই নেক্সট পরীক্ষার জন্য প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে পুনরায় প্রথম বর্ষের সিলেবাস থেকে প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। তার ফলে তারা নানা সমস্যায় পড়বে। ফলে ডক্টরস ডে এর দিন এই পরীক্ষার বিরোধিতা করে তারা প্রতিবাদে সামিল হয়।

আসানসোলে বন্ধ ঘরে জলন্ত উনুন রেখে ঘুম, মৃত ১ অসুস্থ ৫

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১ জুলাই ঃ আসানসোলের দক্ষিণ থানার মাহিশীলা কলোনির অরবিন্দপল্লিতে বাড়ির মধ্যে জ্বলন্ত উনুন রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। দরজা-জানলা বন্ধ থাকায় সেইভাবে অক্সিজেন বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেনি। সেই কারণে ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। আর অসুস্থ হলেন সেই পরিবারেরই পাঁচ জন। অসুস্থদের মধ্যে একজন শিশুও রয়েছে। প্রত্যেকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি। মৃত মহিলার নাম হাসি নাথ (৪৭)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অরবিন্দপল্লিতে তিলোক নাথ পরিবার বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। তিলোক ও তাঁর স্ত্রী সাধারণত রুটি তৈরি করে বিক্রি করতেন। শুক্রবার রাতে রুটি বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর উনুন নেভাতে ভুলে গিয়েছিলেন তাঁরা। সন্ধ্যায় বাড়িতে তাঁর মেয়ে জামাই নাতনিও এসেছিলেন। সবাই রাতে একসঙ্গে খাওয়া সেরে ঘুমিয়েও পড়েন। শনিবার সকাল আটটা -সাড়ে আটটা বাজার পরেও পরিবারের কেউ গেট না খোলায় স্থানীয় মানুষজনের সন্দেহ হয়। গেটে আওয়াজ করলেও কোনওরকম সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন পুলিশকে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ গিয়ে তালা ভেঙে দেখে, পুরো বাড়ি ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে। অচেতন অবস্থায় ছ'জন পড়ে রয়েছে। তড়িঘড়ি তাঁদের আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করে ও এক শিশু-সহ পাঁচ জনকে অসুস্থ অবস্থায় আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। তাদের শারীরিক পরিস্থিতি এখন অনেকটাই ভালো বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছে। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মহিশীলা কলোনি এলাকায়।

রাস্তার দাবিতে ভাতারের বিধায়ককে হাঁটু কাদায় হাঁটালেন গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, ভাতার, ১ জুলাই ঃ ভোটের প্রচারে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী। দীর্ঘদিন গ্রামের রাস্তা সারাই না হওয়ায় বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারীকে এক হাঁটু কাদায় নামালেন এলাকাবাসীরা। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের ব্যক্তব্য বিধায়ক হেঁটে দেখুন লাগে? গ্রামবাসীরা কোনও সমস্যার মধ্যে দিয়ে নিত্যদিন যাতায়াত করে সেটা বুঝবেন বিধায়ক। তবে যদি রাস্তার সাড়াইয়ের উদ্যোগ নেন। কার্যত স্বীকার করে নিলেন বিধায়ক রাস্তা খারাপ। ভোটের জন্য কাজ দেরি হচ্ছে ভোটের পরেই রাস্তা তৈরীর কাজ শুরু হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। শনিবার সকালে, ভাতারের কালুর চট্টগ্রামের প্রচারে যান ভাতার পঞ্চায়েত সমিতির ৯ নম্বর আসনের প্রার্থী আব্দুর রউকের সমর্থনে এলাকার বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী গ্রামের মানুষের কাছে ভোট চাইতে গেলে বিপত্তিতে পড়ে। গ্রামবাসীরা তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়, অবিলম্বে এই রাস্তা মেরামত করতে হবে। এই মুহূর্তে এই এক হাঁটু কাঁদার রাস্তায় আপনাকে হাঁটতে হবে। বিপাকে পড়ে বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী, ওই কাদা রাস্তায় বেশ কিছুটা হাঁটলেন এরপরে গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করেন যে খুব শীঘ্রই রাস্তা করে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার ঢুকে গেছে, পঞ্চায়েত ভোটে প্রচার ও জোড় কদমে চলছে। বৃষ্টি শুরু হতেই রাজ্যের জেলায় জেলায় রাস্তার বেহাল দশা। কয়েক পশলা বৃষ্টিতেই একাধিক রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন অনেক রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে সেই সব এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াত। পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের কালুত্বক গ্রামের স্কুল মোড় এলাকায় গ্রামের মূল সংযোগকারী রাস্তা বেহাল দশা। বর্ষা এলে কাদা ও হাটাজলে দায় হয়ে ওঠে এলাকাবাসীদের। এই অবস্থায় ভোটের প্রচারে গিয়ে বিপাকে পড়লেন বিধায়ক ।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ইলেকট্রিশিয়ানের

দুমকা, ১ জুলাই ঃ ঝাড়খন্ডের হাঁসডিহা ডেইরি টেকনোলজি কলেজে বৈদ্যুতিক কাজ চলাকালীন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইলেকট্রিশিয়ান সুমন্ত মাহাতো (২৭) মারা যান। সুমন্ত বোকারো জেলার কাসমার থানার অন্তর্গত খুদিবেরা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তথ্য অনুসারে, সুমন্ত মাহাতো তার অন্য দুই সহকর্মীর সাথে হাঁসডিহার ডেইরি টেকনোলজি কলেজে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম মেরামতের কাজ করছিলেন। শনিবারও কাজ চলাকালীন কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থিত ট্রান্সফরমারের একটি ফেজ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় বিদ্যুৎ দফতরকে না জানিয়ে বিদ্যুতের খুঁটির সুইচ বন্ধ করে খুঁটিতে ওঠেন সুমন্ত মাহাতো। বিদ্যুতের খুঁটির তার স্পর্শ করার সাথে সাথেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনার পরপরই কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

অ্যান্টি হান্টিং অপারেশন মুন্সিরহাটে

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ১ জুলাই ঃ ‘যৌথ পরিবেশ মঞ্চ ’ মাজু সাব ইউনিটের সদস্য সৌরভ দত্ত সম্প্রতি মাজু বাজারে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করে একটি স্টেশনারি দোকানের সামনে দুই চোরাশিকারী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজনের কাছে প্যাকেটে মধু ও অন্য জনের হাতে তীরের ফলা যুক্ত দুটি বাঁশের লম্বা দন্ড। সৌরভ তাদের কাছে গিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তারা বলে, তারা মুন্সিরহাটে এসে তাঁবু খাটিয়ে রয়েছে। এলাকায় তাঁরা মধু ও তার পাশাপাশি বন্যপ্রাণী শিকার করে। সৌরভ তাঁদের বলে, এই কাজটা বে আইনি। এর জন্য তাঁদের শাস্তি ও জরিমানা হতে পারে। এই কথা শুনে তাঁরা ভয়ে তীরের ফলা যুক্ত দুটি লম্বা বাঁশের দন্ড ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। সৌরভ জানায়, ‘চোরাশিকারীদের সঙ্গে কথাবার্তা হওয়ার সময় তাঁদের কথাবার্তা ও ফটো তুলে ছিলাম। চোরাশিকারীরা পালিয়ে যাওয়ার পর আমার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি থাকার জন্য মুন্সিরহাট প্রেসে ফ্লেক্স ছাপিয়ে ফেরার সময়ে লক্ষ্য করি, মুন্সিরহাটের একটি জায়গায় দু ’ তিনটি অনগ্রসর শ্রেণীর পরিবার তাঁবু খাটিয়ে রয়েছে । এটা দেখে সৌরভ সেই খবর বন দফতরের আরবান রেঞ্জের অফিসারকে সকালের ঘটনাটা জানায়। তাঁরা কোথায় তাঁবু খাটিয়ে রয়েছে সেটাও জানান। এই খবর শোনার পর বিকালে বন দফতরের আরবান রেঞ্জের কর্মীরা মুন্সিরহাটের ওই স্থানে এসে একটি মৃত বাদুর উদ্ধার করে। এরপর বন দফতরের আরবান রেঞ্জের কর্মীরা চোরা শিকারি দল সহ তাঁদের পরিবারের লোকজনদের বন্য প্রাণী হত্যা করার জন্য শাস্তি ও জরিমানা প্রসঙ্গে অবহিত করেন। এর পাশাপাশি বন্য প্রাণী বাঁচানোর জন্য তাঁদের সচেতন করে। পরে তাঁদের মুন্সিরহাট স্টেশনে ট্রেনে চাপিয়ে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়। সৌভিক জানান, চোরাশিকারীদের ফেলে যাওয়া তীরের ফলা যুক্ত দুটি বাঁশের লম্বা দন্ড বন দফতরের কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আজকের এই অ্যান্টি হান্টিং অপারেশনের সহযোগিতা করে ‘হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চ ’ র মাজু সাব ইউনিট।

মধ্যপ্রাচ্যের ‘মুখ্য ভূমিকাকারী’ দেশ ভারতের অভূতপূর্ব উত্থান

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই ঃ বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়গুলির ওপর নজর রেখে এক বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকার বিদেশ নীতির বিষয়ে লেখা একটি নিবন্ধে মধ্যপ্রাচ্যে ‘মুখ্য ভূমিকাকারী’ দেশ হিসেবে ভারতের উত্থানকে কয়েক বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ভূ-রাজনৈতিক উন্নয়নের একটি দিক হিসেবে উল্লেখ করেছে। লেখায় ইজরায়েল, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রধান দেশগুলির সঙ্গে নতুনদিল্লির গভীর ও ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের দিক তুলে ধরা হয়েছে। এতে পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের অবস্থান ও সাগ্রহ ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে। এই দেশগুলি নতুন বহুমুখীতা থেকে উপকৃত হবে। এই নিবন্ধের লেখক স্টিভেন এ কুক যুক্তি দিয়ে জানিয়েছেন যে মধ্যপ্রাচ্যের অংশীদাররা যদি ওয়াশিংটনের বিকল্প খুঁজতে থাকে তাহলে নুতন দিল্লিকে পছন্দের মধ্যে রাখা ভালো। নিবন্ধের লেখক প্রায় এক দশক আগে তার ভারত সফরের কথা স্মরণ করেছেন। ভারতীয়রা মধ্যপ্রাচ্যে কী বড় ভূমিকা নিতে পারে? সে প্রশ্নও তাঁর মনে জেগেছিল। তাঁর সফরের ১০ বছরের মধ্যে একাধিক পরিবর্তন এসেছে। কুক লিখেছেন, মার্কিন কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞরা বেজিং-এর প্রতিটি কূটনৈতিক পদক্ষেপে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং মধ্যপ্রাচ্যে চীনের বিনিয়োগকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। ওয়াশিংটন বছরের পর বছর ধরে ওই অঞ্চলে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ভূ-রাজনৈতিক উন্নয়নের দিক উপেক্ষা করেছে। আর মধ্যপ্রাচে, ভারত একটি মুখ্য ভূমিকাকারী দেশ হিসেবে উঠে এসেছে। নিবন্ধে বলা হয়েছে, যখন উপসাগরের প্রসঙ্গ আসে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং সৌদি আরব দৃঢ়ভাবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক প্রসারিত করার উপায় খোঁজে । ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং সৌদি আরবের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিষয়টি লেখক এই নিবন্ধে তুলে ধরেছেন। ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের দৃঢ় সম্পর্কের বিষয়ে বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৭ সালে ইজরায়েল সফর করেন। এরপর তাঁর সমকক্ষ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এক বছর পরে ভারত সফর আসেন। এতে প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি সহ নানা ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত হয়। অতীতে ভারতের ব্যবসায়ীরা ইজরায়েলে বিনিয়োগ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। কুক বলেছেন, দেশের ছোট বাজার এবং বিতর্কিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই তাঁরা সরে এসেছিলেন। তবে এটা পরিবর্তন হয়েছে। ২০২২ সালে আদানি গোষ্ঠী এবং ইজরায়েলের এক অংশীদার হাইফা বন্দরের জন্য ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি টেন্ডার জিতে নেয়। ভারত-ইজরায়েল মুখ্য বাণিজ্য চুক্তির জন্য আলোচনাও চলছে। নিবন্ধে বলা হয়েছে ভারত-ইজরায়েল সম্পর্ক জটিল। ভারত প্যালেস্তাইনদের সমর্থনে অবিচল রয়েছে। অন্যদিকে ইরানের সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। নতুন দিল্লি সেখান থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমানে তেল কেনে। মোদীর সম্প্রতি দু-দিনের মিশর সফরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই নিবন্ধে। ভারত-মিশরের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে। মিশরের রাষ্ট্রপতি আব্দেল ফাতহে আল সিসি ভারতের ৭৪ তম সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ক্ষমতায় বসার পর থেকে মিশরের রাষ্ট্রপতির এই নিয়ে তৃতীয় বার নতুন দিল্লি সফর ছিল। নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে চীনের মতো ভারতও মিশরকে একটি প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচনা করে, যার মাধ্যমে আফ্রিকা এবং ইউরোপে পণ্য পাঠানো সম্ভব । গত জুন মাসে মোদীর ওয়াশিংটন সফরে ছিল উৎসবের মেজাজ। প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। এমনকি প্রধানমন্ত্রী মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণও দেন। লেখক কুক যুক্তি দিয়ে জানিয়েছেন যে এতে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের সমস্ত ইতিবাচক দিক খুলে গেছে। পরিকল্পনা মতো নতুন দিল্লি ওয়াশিংটনের কৌশলগত অংশীদার হতে চাই। তবে যখন মধ্যপ্রাচ্যের কথা আসে তখন ভারত ইরান প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েল থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেয়। এটা অসম্ভব যে নতুন দিল্লি ওয়াশিংটনকে গুরুত্ব দেবে না, যেমনটা বেজিং এবং মস্কো করে থাকে। ভারত সব সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও গুরুত্ব দিয়েছে। তবে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন দিল্লির ক্ষমতার উত্থানকে গুরুত্ব দেওয়ার সময় এসেছে, সে কথাও নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

দলীয় পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা লাউদোহায়, আক্রান্ত দেড় বছরের শিশু

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে তপ্ত হচ্ছে রাজনৈতিক ময়দান। দলীয় পতাকা লাগোনোর মাশুল, আর তার জেরে বিজেপি প্রার্থীর ওপর হামলা অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। হামলার হাত থেকে রেয়াত পেল না প্রার্থীর দেড় বছরের শিশু সন্তান। শুক্রবার রাত্রে ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল লাউদোহার কাটাবেড়িয়া গ্রামে। ঘটনার প্রতিবাদে ও অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবীতে অবস্থান বিক্ষোভ বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পালের। আগামী ৮ জুলাই রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগেই প্রার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। শুক্রবার সন্ধ্যায় পাণ্ডুবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের কাঁটাবেড়িয়া এলাকায় নির্বাচন উপলক্ষ্যে দলীয়কর্মী সমর্থকরদের নিয়ে পতাকা লাগানোর কাজ করছিলেন বিজেপি প্রার্থী সন্তোষ ভূঁই। অভিযোগ ওই সময় দুর্গাপুর ফরিদপুর তৃণমূল ব্লক সভাপতি সুজিত মুখার্জি ও তার সাগরেদ দীনেশ কর্মকার দলবল নিয়ে সন্তোষ ভূঁইয়ের ওপর হামলা চালায়। এলোপাথাড়ি মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। সন্তোষকে বাঁচাতে তার স্ত্রী ও মা প্রতিরোধ করলে তাদের ওপরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি সন্তোষবাবুর দেড় বছরের শিশু সন্তানকে ধাক্কা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে রাত ১১ টা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল। ঘটনার প্রতিবাদে গ্রামেই দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন অগ্নিমিত্রা পাল। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিমিত্রা পাল জানান, শুধু বিজেপির পতাকা লাগানো অপরাধ। আর তাতেই প্রার্থীকে মারধর করা হয়। প্রার্থীর স্ত্রী ও বয়স্ক মাকেও মারধর করা হয়। দেড় বছরের বাচ্চাকে রেয়াত দেয়নি। তাকেও ধাক্কাধাক্কি করল তৃণমূল ব্লক সভাপতি সুজিত মুখার্জি ও তার সাগরেদ দীনেশ কর্মকার। তিনি বলেন, গণতন্ত্র নেই। অপরাধ একটাই, বিজেপির দলীয় পতাকা লাগানো যাবে না। এখানে বিরোধীদের কোন ও ক্রিয়াকলাপ করা যাবে না। তিনি আরও বলেন, বিষয়টি কেন্দ্রীয় চাইল্ড কমিশনেও অভিযোগ জানাবো। যদিও বিজেপির সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে দুর্গাপুর ফরিদপুর তৃণমূল ব্লক সভাপতি সুজিত মুখার্জি জানান, অভিযোগ ভিত্তিহীন মিথ্যা। কোনও বিজেপি কর্মীকে মারধরের ঘটনা ঘটেনি । বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল অহেতুক এলাকায় এসে শুধু নাটক করেছেন। ভোটের আগে এলাকা অশান্ত করার চেষ্টা করছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে লাউদোহা থানার পুলিশ।

গুয়াহাটিতে আবারও বেড়েছে দুধের দাম

গুয়াহাটি, ১ জুলাই ঃ পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক আজ ১ জুলাই থেকে গুয়াহাটি মহানগরে বাড়ানো হয়েছে দুধের দাম। আজ থেকে পাইকারি হারে প্রতিলিটার গো-দুগ্ধের দাম একলাফে পাঁচ (৫.০০) টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। ফলে এখন থেকে পাইকারদের কাছ থেকে ৫৩ টাকার পরিবর্তে ৫৮ টাকা দিয়ে দুধ কিনবেন খুচরো বিক্রেতারা। এর পর খুচরো বিক্রেতাদের কাছ থেকে দুগ্ধপায়ীরা প্রতিলিটার দুধ ৬০ থেকে ৭০ টাকা দিয়ে কিনবেন বলে খবর। এদিকে জানা গেছে, অত্যধিক দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে পাইকারদের কাছ থেকে খুচরো ব্যবসায়ীরা আজ দুধ সংগ্রহ করেননি। তবে খুচরো ব্যবসাযীরা দুধ না কিনলেও কোনও অসুবিধা দেখছেন না বৃহত্তর গুয়াহাটি গো-পালক সংস্থার পদাধিকারীরা। বৃহত্তর গুয়াহাটি গো- পালক সংস্থার উপদেষ্টা ইন্দ্র ভাণ্ডারী জানান, খুচরো বিক্রেতারা তাঁদের কাছ থেকে দুধ না কিনলে তাঁরা নিজেরাই গ্রাহকদের দুধ সরবরাহ করবেন। এদিকে দুধের খুচরো বিক্রেতারা বলেছেন, আজ থেকে দুধের দাম বাড়ানোয় এখন তাঁদের লিটার- প্রতি ৬০ থেকে ৭০ টাকা করে গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করতে হবে। কেননা, প্রতিলিটার দুধ খুচরো গ্রাহকদের কাছে কত টাকায় বিক্রি করা হবে, তা এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। আলোচনা পর্যায়ে আছে। এমতাবস্থায় আচমকা পাইকাররা প্রতি লিটার দুধের দাম বাড়িয়ে দেওয়ায় ধন্দে পড়ে গেছেন তাঁরা।

মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বেলপাহাড়ি, ১ জুলাই ঃ ‘নেতাদের মাথা চাই’। ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি থানার শিমূলপাল গ্রাম পঞ্চাযেতের তিনটি জায়গা থেকে মাওবাদী নামাঙ্কিত এই পোস্টার উদ্ধার হয়েছে । শনিবার সকালে পোস্টার উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিন বেলপাহাড়ি থানার শিমূলপাল গ্রাম পঞ্চাযেতের যে তিনটি জায়গা থেকে পোস্টার উদ্ধার হয়েছে সেগুলি হল ঠাকুরানপাহাড়ি, ওদলচুয়া এবং ওদলচুয়া থেকে ঢাঙ্গিকুসুম যাওয়ার পথে কালভার্টের ওপর পাওয়া গিয়েছে এই পোস্টার। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে খবর পেয়ে পোস্টারগুলি উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, ওই পোস্টারগুলি মাওবাদীদের দেওয়া নয়। ওই পোস্টারগুলি কারা দিয়েছে এলাকায় তা এখন খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিন যে পোস্টারগুলি উদ্ধার হয়েছে তাতে সাদা কাগজের ওপর লালকালিতে লেখা, ‘নেতাদের মাথা চাই’। তার নীচে লেখা রযেছে ‘মাওবাদী’। পুলিশের অনুমান পঞ্চায়েত ভোটের মুখে আমজনতার মধ্যে বিশেষ করে শাসক দলের নেত্যাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতেই কেউ বা কারা এইসব পোস্টার দিয়েছে। এলাকায় এখন মাওবাদী বলে কিছুই নেই। কিন্তু তাঁদের নাম তুলে ধরে এলাকার মানুষকে ভয় দেখানোর কাজ এখনও কেউ বা কারা করে চলেছে।

জামালপুরে ভোট প্রচারে ব্যস্ত নেতৃত্বরা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১ জুলাই ঃ ৮ জুলাই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। তাই প্রচারে ব্লকের সব অঞ্চলে প্রচার সারছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্লক নেতৃত্ব। সদ্য মাতৃহারা হয়েছেন জামালপুরের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান। কিন্তু মাতৃশোক কে দূরে সরিয়ে রেখে দলের প্রচারে অংশ নিচ্ছেন তিনি। আবুজহাটি ২ অঞ্চলের বিভিন্ন বুথের পঞ্চায়েত , পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করেন তিনি। কর্মী সভা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তৃণমূলের উন্নয়নের কথা ও প্রার্থীদের জয়লাভ করানোর আবেদন করেন। তার সাথে ছিলেন জেলা পরিষদের প্রার্থী মিঠু মাঝি। মিঠু মাঝি নিজেও প্রতিদিন তার এলাকায় যথেষ্ট প্রচার করছেন। অপরদিকে জোতশ্রীরাম অঞ্চলের শিয়ালী থেকে কোরা পর্যন্ত মিটিংয়ে কর্মী সমর্থকদের সাথে পা মেলান বিধায়ক অলক কুমার মাঝি ও বিদায়ী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভূতনাথ মালিক। কোরা তে একটি পথসভা করেন দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে। পরে চকদীঘি অঞ্চলের ধাপধারা তেও একটি সভা করেন তারা। জামালপুর বাজারে এক অভিনব পন্থায় প্রচার করেন প্রার্থী ও দলীয় কর্মীরা। মহিলারা হাতে ভাঁড় নিয়ে লক্ষ্মীর ভান্ডারের কথা প্রচার করেন। সবার উপর প্রচারের সব জায়গাতেই ভালোই সারা পাচ্ছেন তাঁরা। এদিকে বসে নেই সিপিএম ও তারাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার সারছেন। বিধানসভা ভোটের তুলনায় পঞ্চায়েত ভোটে খুবই সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে তাদের। প্রতিদিনই ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে মিটিং মিছিল করছেন তারা। সদ্য প্রাক্তন বিধায়ক সমর হাজরা সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করে কর্মী সমর্থকদের মনোবল বাড়িয়ে চলেছেন। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে ভালো ফল করার বিষয়ে যথেষ্ট আশাবাদী তারা। বিজেপি ও নিজেদের মত করে বাড়ি বাড়ি প্রচার করে চলেছে। তবে বিধানসভা ভোটের আগে যেভাবে তাদের সক্রিয় উপস্থিতি দেখা গিয়েছিল পঞ্চায়েতে সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। সিপিএম এবং বিজেপি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তৃণমূলের বিধায়ক ও ব্লক সভাপতি বলেন বিভিন্ন ভোটে সিপিএম ও বিজেপির মধ্যে কম্পিটিশন হয় কে দ্বিতীয় হবে সেই নিয়ে। তাই তৃণমূল কখনোই এইসব নিয়ে চিন্তিত নয়। উন্নয়নের নিরিখেই ভোট হবে। আর বিপুল ভোট জিতে সব পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে জয়লাভ করে পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি দখল করবেন তারা।

এয়ার কম্প্রেসার বিস্ফোরণ, নিহত ২

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই ঃ নয়াদিল্লির উত্তর পূর্ব জেলার গোকুলপুরী এলাকায় একটি কারখানায় এয়ার কম্প্রেসার বিস্ফোরণে দুইজন নিহত হয়েছেন। ঘটনায় দুজন গুরুতর আহত হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বিকেলে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিকটস্থ হাসপাতালের মর্গে রেখেছে। মৃতদের নাম বাবলু (৩৮) এবং করণ (৬০), রোহিনী সেক্টর-২২-এর বাসিন্দা। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান করণ। বর্তমানে পুলিশ মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার বিকেলে গোকুলপুরী ৫ নম্বর পিলারের কাছে একটি কারখানায় কম্প্রেসার বিস্ফোরণ হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকল সহ স্থানীয় পুলিশ। এই ঘটনায় চারজন আহত হয়েছে বলে তদন্তে জানা গেছে।

সাম্প ও পাম্পিং, ড্রেনেজ অ্যারেঞ্জমেন্ট-এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৬৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ ঃ ২৬-০৬-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ৩৪-এপি-I-২০২৩। কাজের নাম ঃ মাথাভাঙা-নিউ কোচবিহারের মধ্যে যথাক্রমে কিমি ৬০/৩-৪, ৭৩/৮-৯ ও ৮৫/০-১ -এ বিআর. নং. ৭২/এ, ১/২২-এ, ১/৩৫-বি-এর এলএইচএস আরইউবি-এর অ্যাপ্রোচ রোডের উভয় প্রান্তে রিটার্ন ভাল্ভ হাম্প সহ সাম্প ও পাম্পিং অ্যারেঞ্জমেন্ট, ড্রেনেজ অ্যারেঞ্জমেন্ট-এর ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্য ঃ ৬১,১৪,৬৮৬.৯০ টাকা; বায়নার ধন ঃ ১,২২,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-০৭-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ২১-০৭-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

চিনে তেরঙ্গা ওড়ালেন 'সুপার মম' দীপিকা, জিতলেন সোনা

বেজিং, ১ জুলাইঃ মা হওয়ার মাস ছয়েকের মধ্যেই সোনার পদক জিতেছিলেন দেশের স্কোয়াশ কুইন দীপিকা পাল্লিকাল কার্তিক। ফের একবার বিদেশের মাটিতে তেরঙা ওড়ালেন দীপিকা। চিনে অনুষ্ঠিত এশিয়ান স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপে দীপিকা মিক্সড ডাবলস খেতাব জিতলেন হরিন্দরপাল সিং সান্ধুর সঙ্গে জুটি বেঁধে। দীপিকাদের জন্য পোডিয়াম ফিনিশ করা সহজ ছিল না। সেমিফাইনালে পাকিস্তানের জুটিকে ছিটকে দিয়ে ফাইনালে পা রেখেছিলেন দীপিকা ও হরিন্দরপাল সিং সান্ধু। ফাইনালে দ্বিতীয় বাছাই মালয়েশিয়ান জুটিকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছেন দীপিকারা। স্ত্রীর পারফরম্যান্সে গর্বিত দীনেশ কার্তিক। দীপিকা ও হরিন্দপালের মেডেল গলায় পোজ দেওয়া একটি ছবি পোস্ট করে কার্তিক লিখেছেন, 'আমি ভীষণ খুশি'। ফাইনালে দীপিকা ও হরিন্দরপালের প্রতিপক্ষ ছিলেন টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই মালয়েশিয়ার জুটি ইভান উয়েন এবং র‍্যাচেল আর্নল্ড। দীপিকারা ছিলেন তৃতীয় বাছাই। তবে ম্যাচজুড়ে ভারতীয় জুটির আগ্রাসনকে টেক্কা দিতে পারেনি মালয়েশিয়ার জুটি। স্ট্রেট সেটে ১১-১০, ১১-৮ ফাইনালে ইভান-র‍্যাচেল জুটিকে ২-০ হারিয়ে সোনা জিতে মিক্সড ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দীপিকা-হরিন্দরপাল জুটি। সেমিফাইনালে দীপিকারা হারিয়েছিলেন পাক স্কোয়াশ জুটি তৈয়ব আসলাম এবং ফৈজা জাফরকে। দীপিকাদের পাশাপাশি এশিয়ান স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপে পদক এসেছে অনাহত সিং ও অভয় সিং জুটির হাত ধরে। সেমিফাইনালে হেরে গিয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন অনাহতরা। ভারতীয় দল চিনে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্ট থেকে দুটি পদক নিয়ে ফিরছে। ২০১৫ সালে দীনেশ কার্তিকের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন দীপিকা। বর্তমানে দীপিকা যমজ সন্তানের মা। সন্তানদের জন্মের পর ছয়মাসের মধ্যে গ্লাসগোতে আয়োজিত পিএসএ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস খেতাব জেতেন দীপিকা।

বাবরদের জন্য নিরাপত্তা টিম পাঠাচ্ছে পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ১ জুলাইঃ ওডিআই বিশ্বকাপের ম্যাচগুলির জন্য ভারতের মোট ১০টি শহর বেছে নিয়েছে আইসিসি। এছাড়া গুয়াহাটি ও তিরুবনন্তপুরম স্টেডিয়ামকে বেছে নেওয়া হয়েছে প্রস্তুতি ম্যাচের জন্য। এই ১০টি ভেনুর মধ্যে পাকিস্তান ক্রিকেট টিম খেলবে পাঁচটিতে। লিগ পর্বে বাবর আজমদের ম্যাচগুলি রয়েছে কলকাতা, আমেদাবাদ, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু ও হায়দারাদে। এই পাঁচটি ভেনুর নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে সিকিউরিটি টিম পাঠাচ্ছে পাকিস্তান। পাক বোর্ডের সবচেয়ে বড় চিন্তা আমেদাবাদকে নিয়ে। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে খেলতে রাজি ছিল না পিসিবি। যদিও পাক বোর্ডের অনুরোধ মেনে অন্য কোনও ভেনুতে ভারত-পাক ম্যাচের ব্যবস্থা করেনি আইসিসি। তাই সিকিউরিটি টিম পাঠিয়ে নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে চাইছে পাকিস্তান। নিরাপত্তায় ফাঁক রয়েছে মনে হলে পাক সরকার আমেদাবাদে ম্যাচ খেলার অনুমতি নাও দিতে পারে। গত ২৭ জুন ওডিআই বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশের পরও পিসিবি জানায়, ভারতের মাটিতে তাদের বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত নয়। কারণ পাক সরকারের এখনও অনুমতি মেলেনি। বিশ্বকাপ ভেনুগুলির নিরাপত্তা খতিয়ে দেখে তারপরই পাক সরকারের অনুমতি মিলবে। এই বিষয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের মুখপাত্র বলেছেন, ''ভারত সফরে যেতে হলে পাকিস্তান সরকারের অনুমতির প্রয়োজন। একইসঙ্গে ভেনুগুলিতে খেলার জন্যও অনুমতি লাগবে।'' বিশ্বকাপের মতো বড় ইভেন্টের আগে কিছু দল নিয়মিতভাবে এই ধরনের নিরাপত্তার মূল্যায়ন করে থাকে। ২০১৬ সালের টি-২০ বিশ্বকাপেও সিকিউরিটি টিম পাঠিয়েছিল পাকিস্তান। সেই টিমের রিপোর্টের পরই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ধরমশালা থেকে সরিয়ে কলকাতায় আনা হয়েছিল। পাকিস্তানের সিকিউরিটি টিমের রিপোর্টের উপর আমেদাবাদে ভারত-পাক ম্যাচ-সহ পাকিস্তানের বাকি ম্যাচগুলির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হবে। নিরাপত্তায় ফাঁক আছে মনে হলে আমেদাবাদে ম্যাচ খেলতে রাজি হবে না পাকিস্তান। রিপোর্টে যদি নিরাপত্তায় গলদের উল্লেখ থাকে সেক্ষেত্রে আইসিসির কাছে ম্যাচ সরানো ছাড়া আর উপায় থাকবে না। একমাত্র নিরাপত্তার কারণ থাকলে আইসিসি ভেনু পরিবর্তন করতে পারে।

সৌরভ একাই সাবাড় করলেন ১১ উইকেট!

দলীপের সেমিফাইনালে রিঙ্কুরা, হার অভিমন্যুদের

বেঙ্গালুরু, ১ জুলাইঃ দলীপ ট্রফিতে ব্যাটিং ভরাডুবিই ডোবাল অভিমন্যু ঈশ্বরণের দলকে। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিল ইস্ট জোন। সেন্ট্রাল জোনের বাঁ হাতি স্পিনার সৌরভ কুমার একাই সাবাড় করেছেন ১১টি উইকেট। যার মধ্যে

প্রথম ইনিংসে তিনি নিয়েছিলেন ৩টি উইকেট। আর বাকি ৮টি উইকেট তিনি তুলে নিয়েছেন দ্বিতীয় ইনিংসে। সৌরভের দাপুটে বোলিংয়ে বেঙ্গালুরুর আলুর স্টেডিয়ামে মাত্র ১২৯ রানে গুটিয়ে যান সুদীপ ঘরামিরা। যার ফলে দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন রিঙ্কু সিংরা। সেন্ট্রাল জোন টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম ইনিংসে শিবম মাভির দল ১৮২ রানে অলআউট হয়। অপরদিকে ইস্ট জোন প্রথম ইনিংসে তোলে ১২২ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে হিমাংশু মন্ত্রীর ৬৮, বিবেক সিংয়ের ৫৬ রানের সুবাদে ২৩৯ রান তোলে সেন্ট্রাল জোন। এ বারের দলীপ ট্রফিতে সকলের বিশেষ নজর ছিল নাইট সুপারস্টার রিঙ্কু সিংয়ের দিকে। দুই ইনিংস মিলিয়ে কেকেআরের তারকা রিঙ্কু সিং করেন যথাক্রমে ৩৮ ও ৬ রান। সেমিফাইনালে যেতে হলে ইস্ট জোনকে তুলতে হত ৩০০ রান। যা সম্ভব হতে দেননি সেন্ট্রাল জোনের তারকা সৌরভ কুমার। দ্বিতীয় ইনিংসে ১২৯ রানে গুটিয়ে যায় ইস্ট জোন। ফলে ১৭০ রানে জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল সেন্ট্রাল জোন। তৃতীয় দিনের শেষে ইস্ট জোন ৬৯ রান তুলে ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলে। চতুর্থ দিনের প্রথম ঘণ্টাতেই বাকি ৪টি উইকেট তুলে নেন সেন্ট্রাল জোনের সৌরভ কুমার। ৩০ বছর বয়সী উত্তর প্রদেশের সৌরভ কুমার এই নিয়ে কেরিয়ারে সেরা বোলিং করলেন ৮৬৪। বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে অপর কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল নর্থ জোন ও নর্থ ইস্ট জোন। প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেট হারিয়ে ৫৪০ রানে ইনিংস ডিক্লেয়ার করেছিল নর্থ জোন। জবাবে নর্থ ইস্ট জোন প্রথম ইনিংসে ১৩৪ রানে গুটিয়ে যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে নর্থ জোন ৬ উইকেট হারিয়ে ২৫৯ রান তুলে ডিক্লেয়ার করে। সেমিফাইনালে যাওয়ার জন্য নর্থ ইস্ট জোনের টার্গেট ছিল ৬৬৬। নর্থ জোনের হয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেন পুলকিত নারাং (৪টি)। তিনি ছাড়া নর্থ ইস্ট জোনের ২টি উইকেট তুলে নেন নিশান্ত সিন্ধু। ১টি করে উইকেট নেন বলতেজ সিং, হর্ষিত রানা ও জয়ন্ত যাদব। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৪ রানে অল আউট হয়ে যায় নর্থ ইস্ট জোন। ফলে ৫১১ রানে জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল নর্থ জোন।

'স্নায়ুর চাপে ভুগছিলাম', লসেন ডায়মন্ড লিগ জিতে অকপট নীরজ

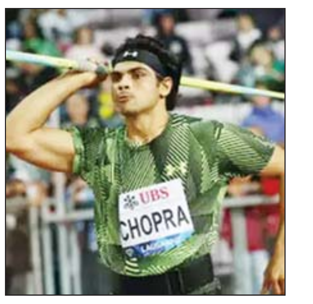

জুরিখ, ১ জুলাইঃ ব্যর্থতা শব্দটাই যেন তাঁর অভিধানে নেই। দেশের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া ফের একবার দেশের মাথা উঁচু করেছেন। আরও একটা সাফল্য ধরা দিয়েছে তাঁর ঝুলিতে। শুক্রবার রাতে লসেন ডায়মন্ড লিগ জিতেছেন নীরজ। সুইজারল্যান্ডের লসেন ডায়মন্ড লিগে ৮৭.৬৬ মিটার থ্রো করেন নীরজ। তাতেই শীর্ষস্থান দখল করলেন। সেই টোকিও অলিম্পিক থেকে সাফল্যের উড়ান শুরু হয়েছে নীরজের। তারপর থেকে যে প্রতিযোগিতাতেই অংশ নিয়েছেন, সেখানেই ফলিয়েছেন পদক। তবে লসেন ডায়মন্ড লিগে নামার আগে বেশ নার্ভাস ছিলেন দেশের এই সুপারস্টার জ্যাভলিন থ্রোয়ার। নার্ভাসনেসের কথা নিজমুখে স্বীকার করেছেন তিনি। স্নায়ুর চাপে ভুগলেও নীরজের পারফরম্যান্সের জবাব নেই। চোট সারিয়ে লসেন ডায়মন্ড লিগে কামব্যাকটা স্মরণীয় করে রাখার চ্যালেঞ্জ ছিল নীরজের সামনে। ট্র্যাকে নামার আগে যা নিয়ে সামান্য নার্ভাস ছিলেন তিনি। নীরজ এখন নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী। নিজের রেকর্ড ভেঙে ৯০ মিটার থ্রো করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। সুইজারল্যান্ডেও হল না ৯০-এর দূরত্ব পূরণ। এতে হতাশ না হচ্ছেন না। বরং চোট থেকে ফেরার পর নিজের উন্নতিতে খুশি তিনি। ম্যাচের পর আয়োজকদের দেওয়া সাক্ষাৎকারে নীরজ বলেছেন, ''চোট থেকে ফেরার পর আমি স্নায়ুর চাপে ভুগছিলাম। আজ রাতে এখানে বেশ ঠান্ডা। এখনও নিজের সেরা পারফরম্যান্সের থেকে অনেকটাই দূরে। কিন্তু মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে উন্নতি করছি। এমন কামব্যাকে স্বস্তি পেয়েছি। জয়টাই আসল। আমি খুশিমনে সেটাকে আপন করে নিচ্ছি।'' গতবছর ডায়মন্ড লিগ খেতাব জিতে ইতিহাস গড়েছিলেন নীরজ। এ বারও সেদিকেই এগোচ্ছেন। তিনি বলেন, ''আমি জিততে চেয়েছিলাম। এবং এই ফলাফলে আমি ভীষণ খুশি। একইসঙ্গে কিছু বিষয় রয়েছে যা আমি ট্রেনিংয়ে ফিরে শুধরে নিতে চাই। এগুলো আমাকে আগামিদিনে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। লসেনে আমার পারফরম্যান্স ভালো। গতবছরও এখানে জিতেছিলাম এবং এবছরও। আশা করছি পরের বছরও এখানে জিততে পারব। আগামী প্রতিযোগিতা বুদাপেস্টে। আমার কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা সেটি।''

'বেশিদিন বাঁচব না', মিরাকেলের অপেক্ষায় অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি

সিডনি, ১ জুলাইঃ মৃত্যুভয় সকলেরই থাকে। কিন্তু কেউ যদি জেনে যান তাঁর আয়ু আর বেশিদিন নেই, কেমন হতে পারে সেই অনুভূতি? বয়স বাড়লে মানুষের শরীরে জেঁকে বসে বিভিন্ন অসুখ। কিছু কিছু রোগের চিকিৎসাতেও কাজ হয় না। পুরোপুরিভাবে কোনওদিনই সেরে ওঠে না। যতদিন পৃথিবীতে থাকবেন ততদিন শরীরে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। এমনই পরিস্থিতি অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি অ্যালেন বর্ডারের। ৬৭ বছরের বর্ডার পার্কিনসন্স রোগে ভুগছেন। এটি একটি স্নায়ুর অসুখ। ২০১৬ সালে অজি কিংবদন্তির এই নার্ভ ডিসঅর্ডার ধরা পড়ে। সম্প্রতি তাঁর এই অসুস্থতা সম্পর্কে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছেন বর্ডার। একইসঙ্গে জানিয়েছেন, এই রোগ নিয়ে তিনি যদি ৮০ বছর পর্যন্ত বাঁচেন তাহলে সেটাই হবে মিরাকল। সেই মিরাকেলের অপেক্ষা করছেন তিনি। পারকিনসন্স হল স্নায়ুর অসুখ। রোগের লক্ষণ হল, হাতে-পা হঠাৎ করে কেঁপে ওঠা, কথা জড়িয়ে যাওয়া, হাঁটাচলায় গতি কমে যাওয়া, পেশি শক্ত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। ওষুধের মাধ্যমে রোগের প্রভাব নিয়ন্ত্রণে রাখা গেলেও এর থেকে পুরোপুরিভাবে সুস্থ হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। এছাড়া রোগকে দমিয়ে রাখতে শরীর চর্চার প্রয়োজন। চিকিৎসকদের কাছ থেকে এই সত্যিটা জেনে গিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্যাপ্টেন অ্যালেন বর্ডার। সংবাদমাধ্যমকে এই বিষয়ে বর্ডার বলেছেন, ''আমি ভীষণ প্রাইভেট মানুষ। আমি চাই না লোকের আমার জন্য দুঃখ পাক। লোকেরা আপনার কেয়ার করে কি না তা আপনি জানেন না। কিন্তু আমি জানি, এমন একটা দিন আসবে যখন মানুষ লক্ষ্য করতে শুরু করবে। আমি অনুভব করি যে, অনেকের চেয়ে অনেক ভালো আছি আমি।'' ১৯৮৭ সালের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক বর্ডার বলেছেন, ''এই মুহূর্তে আমি খুব একটা ভীত নই। আগাম ভবিষ্যতের কথা ভেবে চিন্তা করছি না। এখন আমার বয়স ৬৮ বছর। যদি ৮০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারি তাহলে সেটাই হবে মিরাকেল। আমার চিকিৎসক বন্ধু রয়েছেন তিনিই বলেছেন, আমি ৮০ বছর বাঁচলে সেটা অবিশ্বাস্য হবে।'' কেরিয়ারে ২৭৩টি ওডিআই খেলা বর্ডার জানেন জীবনের ১০০-তে পৌঁছনো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অবসরের পর থেকে অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক হিসেবে কাজ করেছেন এবং ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করতে যাচ্ছেন।

মেসিদের ইন্টার মায়ামির জার্সিতে ক্যাপ্টেন আমেরিকার ঢাল

ফ্লোরিডা, ১ জুলাইঃ ইংলিশ কিংবদন্তি ডেভিড বেকহামের ক্লাব হলেও ইন্টার মায়ামি নিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের খুব একটা আগ্রহ ছিল না। এখন সেই ক্লাবকে নিয়েই সবার কত কৌতূহল। কারণটা নিশ্চয় সবার জানা-লিওনেল মেসি। পিএসজির সঙ্গে মেসির দুই বছরের চুক্তি শেষ হচ্ছে আজ। ইউরোপীয় ফুটবলের পাট চুকিয়ে কদিন পরই তিনি ঠিকানা গড়বেন মায়ামিতে। এই মুহূর্তে বাহামা দ্বীপপুঞ্জে পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন মেসি। ধারণা করা হচ্ছে, জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমাবেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। ১৬ জুলাই তাঁকে নিজেদের ফুটবলার হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে মায়ামি। আর ক্লাবটির হয়ে অভিষেক ম্যাচ খেলতে পারেন ২১ জুলাই। সব মিলিয়ে মায়ামির জার্সিতে প্রথমবার মেসির মাঠে নামতে এখনো তিন সপ্তাহ বাকি। কিন্তু এখনই ক্লাবটির জার্সি নিয়ে হইচই শুরু হয়ে গেছে। সেটা মেসি নামটার ওজনের কারণেই। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) অভিষেক মরসুমে রেকর্ড সাতবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী তারকার জার্সি কেমন হবে, জার্সির নম্বর কত হবে, অনুশীলন কিটের নকশাই-বা কেমন হতে পারে, এসব নিয়ে ভক্তদের

আগ্রহের শেষ নেই। উৎসুক ফুটবল অনুরাগীদের সেই কৌতূহল নিবৃত্তি করার কাজটা সেরে ফেলেছে ইন্টার মায়ামি কর্তৃপক্ষ। নতুন অনুশীলন জার্সি উন্মোচন করেছে ক্লাবটি। বিশেষ এই জার্সির নকশা করা হয়েছে সুপারহিরো ক্যাপ্টেন আমেরিকার ঢালের আদলে। বিশ্বখ্যাত ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাস ও হাস্যরসাত্মক বইয়ের ব্র্যান্ড মার্ভেলের সঙ্গে সম্প্রতি চুক্তি করেছে মেজর লিগ সকার কর্তৃপক্ষ। অ্যাডিডাস ও মার্ভেলও সহযোগী হিসেবে কাজ করার কথা জানিয়েছে। কাল্পনিক চরিত্র ক্যাপ্টেন আমেরিকাকে নিয়ে বইটি মার্ভেলই প্রকাশ করেছিল। মার্ভেলের চাওয়াতেই ক্যাপ্টেন আমেরিকার ঢালের আদলে পুরো জার্সির নকশা করেছে অ্যাডিডাস। উন্মোচনের পর প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে জার্সিটি পরেছিলেন মেসির নতুন সতীর্থ মায়ামির গোলরক্ষক ড্রেক ক্যালেন্ডার। শুধু মেসির ইন্টার মায়ামিই নয়, মেজর লিগ সকারের আরও পাঁচটি ক্লাবের খেলোয়াড়েরা আগামী মরসুমে ক্যাপ্টেন আমেরিকা জার্সি পরে অনুশীলন করবেন। ক্লাবগুলো হলো লস অ্যাঞ্জেলেস, ডালাস, নিউইয়র্ক রেড বুল, শার্লোট ও অস্টিন। অ্যাডিডাস ও মেজর লিগ সকারের ওয়েবসাইটে বিশেষ জার্সিটি পাওয়া যাচ্ছে। প্রাপ্তবয়স্কদের জার্সির দাম ধরা হয়ে ৭০ মার্কিন ডলার (৭ হাজার ৫৭৩ টাকা), শিশুদেরটা ৬০ ডলার (৬ হাজার ৪৯১ টাকা)। অনুশীলন জার্সির পাশাপাশি নতুন বলও উন্মোচন করেছে মেজর লিগ সকার কর্তৃপক্ষ। সাদা ও ধূসর রঙের মিশ্রণে বানানো বলটিতে ক্যাপ্টেন আমেরিকা ছাড়াও দ্য অ্যাভেঞ্জার্স, আয়রন ম্যান, থর, ব্ল্যাক উইডোসহ আরও অনেক সুপারহিরো ও সুপারহিরোইনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ওয়াশিংটনে আগামী ১৯ জুলাই আর্সেনালের বিপক্ষে এমএলএস অল স্টারের ম্যাচটা হবে এই বলেই।

ড্রিম ১১-এর সঙ্গে ৩ বছরের চুক্তি ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের

মুম্বই, ১ জুলাইঃ অপেক্ষার অবসান। পুরনো স্পনসরেই আস্থা রাখল বিসিসিআই। আসলে, রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের জার্সিতে গত কয়েক মাস ছিল না কোনও স্পনসর। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালেও ভারতীয় ক্রিকেটাররা বিনা জার্সি স্পনসর ছাড়াই খেলেছিল। এ বার ভারতীয় জার্সিতে ফিরছে চেনা স্পনসর। জনপ্রিয় ফ্যান্টাসি গেমিং প্ল্যাটফর্ম ড্রিম ১১ হল ভারতীয় ক্রিকেট দলের নতুন জার্সি স্পনসর। যদিও ওই প্রথম বার নয়। অতীতেও ড্রিম ১১ ভারতের জার্সি স্পনসর ছিল। আজ ১ জুন, শনিবার বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে ভারতের জার্সি স্পনসরের নাম সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হল। নতুন স্পনসরের সঙ্গে কত বছরের চুক্তি করল বিসিসিআই? টিম ইন্ডিয়ার নয়া জার্সি স্পনসর ড্রিম ১১ এর সঙ্গে আগামী তিন বছরের চুক্তি করেছে বিসিসিআই। কবে থেকে ভারতীয় দলের জার্সিতে দেখা যাবে নয়া স্পনসরের লোগো? আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে টেস্ট সিরিজ থেকে ভারতীয় দলের জার্সিতে দেখা যাবে নয়া স্পনসরের লোগো। ২০২৩ সালের নভেম্বর অবধি ভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে বাইজুসের চুক্তি ছিল। কিন্তু বাইজুস চুক্তি শেষ হওয়ার আগেই বিসিসিআইয়ের সঙ্গে সম্পর্কে ইতি টানে। গত ১৪ জুন বিসিসিআই নতুন জার্সি স্পনসরের খোঁজে টেন্ডার ডেকেছিল। কিছু নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড উল্লেখ করা ছিল, যারা টেন্ডার ডাকতে পারবে না। ফ্যান্টাসি স্পোর্টস গেমিং এর জন্য ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তাই ওই টেন্ডার থেকে বিসিসিআইয়ের নতুন চুক্তি হল ড্রিম ১১ এর। এক বিবৃতিতে বিসিসিআই বলেছে, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে ভারতীয় টিমের জার্সিতে এখন থেকে ড্রিম ১১ স্পনসর দেখা যাবে। আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ২০২৩-২৫ চক্রে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ।' বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি ওই বিবৃতিতে বলেন, 'আমি ড্রিম ১১-কে অভিনন্দন জানাই। বিসিসিআইয়ের অফিসিয়াল স্পনসর থেকে এখন লিড স্পনসর হওয়ায়। এর ফলে বিসিসিআই ও ড্রিম ১১ এর মধ্যে পার্টনারশিপ আরও শক্তিশালী হয়েছে।' ড্রিম ১১-র কো-ফাউন্ডার এবং সিইও হর্ষ জৈন ওই বিবৃতিতে বলেছেন, ''বিসিসিআই এবং টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে ড্রিম ১১ দীর্ঘস্থায়ী পার্টনারশিপ করতে পেরে রোমাঞ্চিত। ড্রিম ১১- র মাধ্যমে আমরা এক বিলিয়ন ভারতীয় ক্রিকেট ভক্তদের সঙ্গে ক্রিকেটের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ভাগ করে থাকি। এবং জাতীয় দলের প্রধান স্পনসর হওয়া আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। আমরা ভারতীয় ক্রীড়া ইকোসিস্টেমকে সমর্থন করার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।''

আবারও বিশ্বাসভঙ্গ নেইমারের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লিলের বিপক্ষে গত ২০ ফেব্রুয়ারি অ্যাঙ্কেলে চোট পাওয়ার পর আর মাঠে ফিরতে পারেননি নেইমার। মরসুম শেষ হলো, পিএসজিও লিগ জিতেছে, নেইমারও চোট থেকে সেরে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এর মাঝে মাঠের বাইরে সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না ব্রাজিলিয়ান তারকার। গত মাসে সন্তানসম্ভবা প্রেমিকা ব্রুনা বিয়ানকার্দির বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ উঠেছিল নেইমারের বিরুদ্ধে। নিজের ভুল স্বীকার করে সে জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন পিএসজি ফরোয়ার্ড। কিন্তু নেইমার সেই ভুল থেকে শিক্ষা নেননি। অন্তত তাঁকে তাক করে ব্রুনা বিয়ানকার্দির বোন বিয়ানকা বানকার্দি যে বিস্ফোরক চিঠি লিখেছেন, সেটা পড়লে তা-ই মনে হয়। ব্রাজিলিয়ান সংবাদকর্মী এরলান বাস্তোস গত মাসে দাবি করেন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ইনফ্লুয়েন্সার ফের্নান্দো কাম্পোসের সঙ্গে নাকি প্রেম করছেন নেইমার। ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম 'ল্যান্স' জানিয়েছে, কাম্পোস নিজেই জানিয়েছেন যে সর্বশেষ ভালোবাসা দিবসে ব্রাজিলিয়ান তারকার সঙ্গে ভালোবাসায় মজেছিলেন তিনি। ব্রাজিলের অনলাইন সংবাদমাধ্যম মেট্রোপলিসকে নিজের দাবির সমর্থনে প্রমাণও দেখিয়েছেন ফের্নান্দো কাম্পোস। এসব নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়ায় ব্রুনার কাছে ক্ষমা চেয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি খোলা চিঠি পোস্ট করেছিলেন নেইমার, 'ব্রুনা, আমি এটা তোমাদের (বিয়ানকার্দি ও সন্তান) জন্য করছি। অসমর্থনীয় বিষয়কে যৌক্তিক বানানোর চেষ্টা করছি। এটা করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তোমাকে আমার জীবনে প্রয়োজন। আমি জানি, এসব ঘটনায় তুমি কতটা ভুগছ এবং কতটা আমার পাশে থাকতে চাও। আমিও তোমার পাশে আছি। আমি ভুল করেছি। তোমার সঙ্গে ঠিক কাজটা করিনি।' কিন্তু এ সপ্তাহে নতুন বিতর্ক শুরু হয় নেইমারকে নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক মডেল সেলেস্তে ব্রাইট দাবি করেন, তাঁকে ব্যক্তিগত খুদে বার্তা পাঠিয়েছেন পিএসজি ফরোয়ার্ড। ইনস্টাগ্রামে ১৩ লাখ ফলোয়ার আছে সেলেস্তের। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ইউওএল জানিয়েছে, সেলেস্তে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন। গত বৃহস্পতিবার সেই ছবিতে করতালির ইমোজি দিয়ে টেক্সট করেন ব্রাজিলিয়ান এই তারকা। সেলেস্তে বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে নেননি। ইউওএল জানিয়েছে, নেইমারের খুদে বার্তার স্ক্রিনশট প্রকাশ করে সেলেস্তে লিখেছিলেন, 'প্রেমিকা কিংবা বউ থাকলে মেয়েদের এমন বার্তা পাঠানো অনুচিত। এটা ঠিক না। নিজের সঙ্গীর প্রতি ভীষণ অসম্মানজনক।' তবে এ ঘটনার পর সেলেস্তের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের হদিস মেলেনি। সম্ভবত অ্যাকাউন্টটি বন্ধ রেখেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যাশন হাউস ফ্যাশনেনোভার এই দূত। যাহোক, ল্যান্স জানিয়েছে, এ ঘটনার পর শুক্রবার নেইমার টুইটারে একটি পোস্ট করেন, 'আর কেউ আছে?' পিএসজি তারকার এই পোস্টে নেটিজেনরা আন্দাজ করে নেন, নেইমার সম্ভবত তাঁর প্রতি ওঠা অভিযোগ নিয়ে সরস কিন্তু তির্যক মন্তব্য করেছেন, অর্থাৎ এমন অভিযোগ তোলার মতো আর কেউ আছে কি না! নেইমারের এই পোস্টের পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁর প্রেমিকার বোন ও পুষ্টিবিদ বিয়ানকা বানকার্দি। নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নেইমারের প্রতি একটি খোলা চিঠি লেখেন তিনি। আর এ চিঠি যেন শুধু পারিবারিক লোকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, সবাই যেন পড়তে পারে, সে জন্য এটি 'পাবলিক' করে দেন বানকার্দি। বেশ বড় এই চিঠির শুরুতেই বানকার্দি লিখেছেন, 'আমি এটা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু সে (নেইমার) যেহেতু ইন্টারনেটে মজা করতে পছন্দ করে, তাই সেটাই হোক।' নেইমারকে তাক করে সেই চিঠিতে বানকার্দি লিখেছেন, 'মূল্যবোধ প্রতিশ্রুতি ও চরিত্রের অস্তিত্ব নেই। লজ্জিত না হয়ে সে এই পরিস্থিতি নিয়ে মজা করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে হাস্যরস চলছে, যা আমার বোনকে আবারও লজ্জায় ফেলেছে। সে মনে করে বাকিরা তার মানসম্মানের হানি করতে চায়, আসলে সে নিজেই নিজের সম্মানহানি করছে। একটা মানুষ যার মধ্যে পৌরুষের অভাব আছে, পরিণত হতে চায় না এবং কৃতকর্মের জন্য নিজেই দোষ স্বীকার করে।' নেইমারের এসব কাজের সমর্থন দেওয়া মানুষদেরও সমালোচনা করে বানকার্দি লিখেছেন, তাঁর আশপাশের লোকজন 'তাকে ঈশ্বরতুল্য ভক্তি করে এবং আজেবাজে কাজগুলোর প্রশংসা করে।' এই চিঠিতে বানকার্দি স্পষ্ট করেই লিখেছেন, তাঁর পরিবার নেইমারের সঙ্গে সহ-অবস্থানেই থাকতে চায়, কিন্তু এ ধরনের বিতর্ক আর সহ্য করবে না। চিঠিতে বানকার্দি সরাসরিই প্রশ্ন করেছেন নেইমারকে, 'পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়ে কি লাভ যদি এমন শিশুসুলভ কাজ চলতেই থাকে?'

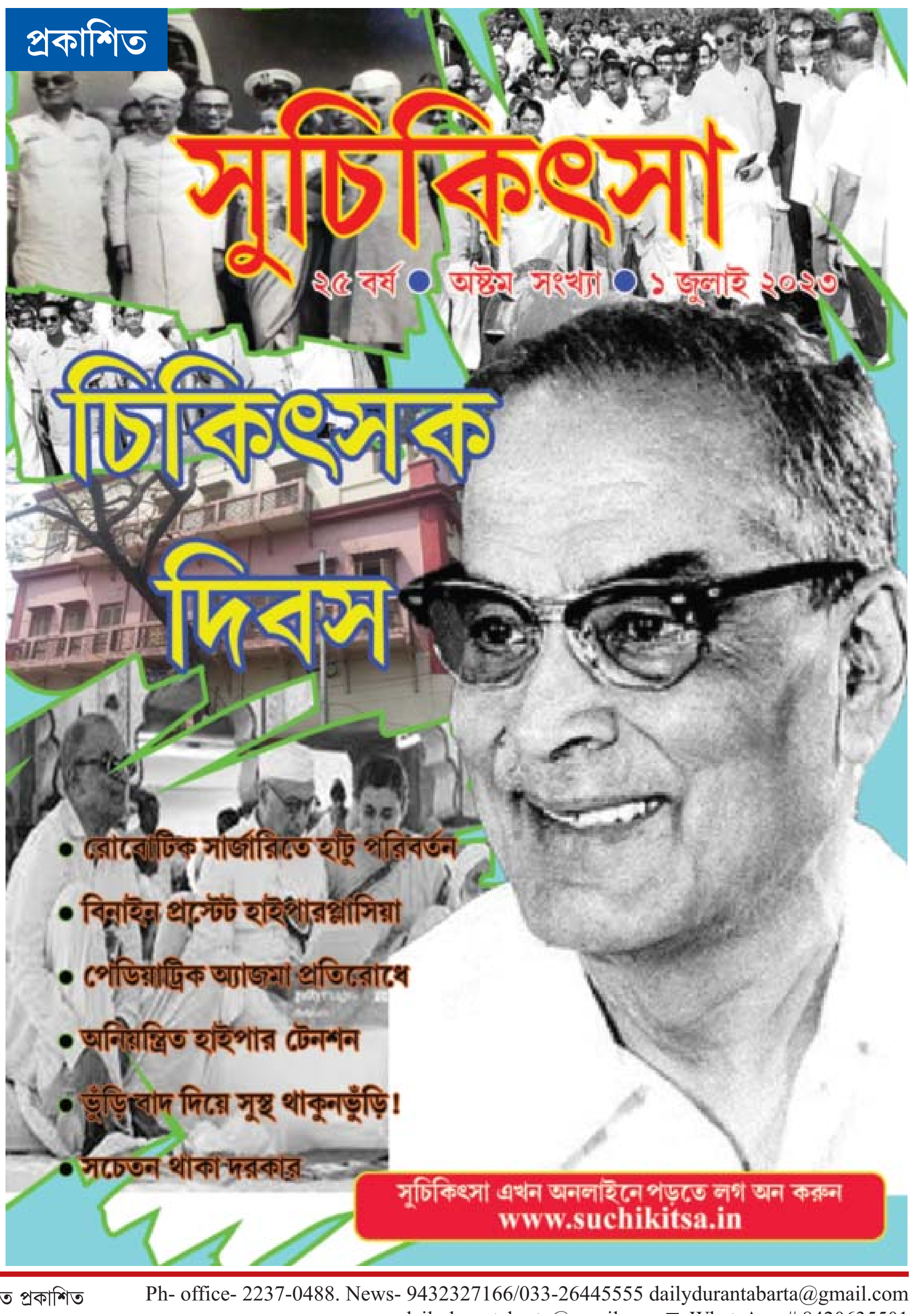

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501